অবতরণিকা

বাংলাদেশ গত এক দশকে উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অগ্রগতির এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ করে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বেশ কিছু সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ অধিকাংশ নিম্ন এবং কিছু মধ্যম আয়ের দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য মানব উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

মানব উন্নয়নে বিনিয়োগের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে শিশুদের উপর বিনিয়োগ। মানব উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কেবলমাত্র তখনই অর্জন করা সম্ভব, যখন শিশুদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হবে। বাংলাদেশের শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ। এ শিশুদের উন্নয়ন সহায়ক সুযোগ-সুবিধা আবার নির্ভর করছে শিশুবান্ধব বাজেটের উপর।

শিশু বাজেটের ধারণা প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছিল জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে শিশুবান্ধব করার উদ্যোগ থেকে। জাতীয় বাজেটের অংশ হিসাবে শিশু বাজেট প্রতিবেদন তৈরি করা হলে শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সর্বমহলে যথাযথ গুরুত্ব পাবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে, এবার পঞ্চমবারের মত আমরা প্রকাশ করেছি "বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ" শীর্ষক শিশু বাজেট প্রতিবেদন।

আমি বিশ্বাস করি এ প্রতিবেদনটি শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। একইসাথে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষক এবং অন্য সকল অংশীজনের নিকট অত্যন্ত কার্যকর বলে বিবেচিত হবে। অর্থ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট ১৫টি মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফসহ যারা এটি প্রণয়নের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি, বাংলাদেশকে শিশুবান্ধব একটি দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে আমাদের নিরন্তন প্রয়াসে 'বিকশিত শিশু : সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' প্রকাশনাটি একটি মূল্যবান সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে- এটিই আমার প্রত্যাশা।

(আব্দুর রউফ তালুকদার)
সচিব
অর্থ বিভাগ

মুখবন্ধ

শিশুদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ কনভেনশন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশনে বাংলাদেশের অনুস্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে। এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, শিশুরাই উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিশুদের জীবনে ভাল একটি শুরু তাদের পরিণত বয়সে সমৃদ্ধি বয়ে আনে - যার প্রভাব পুরো জাতির উপরই পড়বে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং আমাদের রূপকল্প ও কৌশলগত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে শিশুদের উন্নয়নকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। একারণে সর্বক্ষেত্রে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণসহ সার্বিক উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মননশীলতার বিকাশে সর্বোচ্চ যত্ন নেয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করতে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতে সরকারের অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় বিগত চার বছরের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরেও শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রতিবেদন: 'বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। বস্তুত: শিশুদের জন্য সরকারি ব্যয়ের কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন বাংলাদেশে নেই। সেই অভাব পূরণে এই প্রতিবেদন একটি যুগোপযোগী প্রয়াস।

আমি বিশ্বাস করি এই প্রতিবেদনটি মহান জাতীয় সংসদ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, নীতি নির্ধারক এবং অন্য সকল অংশীজন, যারা শিশুদের কল্যাণে কাজ করছে; তাদের সকলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। আমি 'বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' পুস্তক প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত অর্থ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং ইউনিসেফকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

অংশ-ক
ভূমিকা

১. একটি সুখী, সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন ও প্রগতিশীল সমাজ গড়তে শিশুদের ওপর কাংখিতমাত্রায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। এ সত্যকে সামনে রেখে দেশের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শিশু বান্ধব নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অনুকূল হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সংবিধানে দেশের সকল শিশুর জন্য অভিন্ন ও সার্বজনিন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের বিধানসহ শিশুদের অনূকূলে সুবিধা সৃষ্টিকারী আইন প্রণয়নের নির্দেশনা রয়েছে। শিশুদের অধিকার সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের বহু পূর্বেই ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেছে। জাতিসংঘে শিশু অধিকার কনভেনশনে উল্লিখিত শিশুদের অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে এ কনভেনশন স্বাক্ষর করেছে। এ কনভেনশনের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার শিশু আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া, সরকার ২০১১ সালে জাতীয় শিশু নীতি গ্রহণ করেছে। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো সংবিধানের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিত করা। জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং জাতীয় বাজেটে শিশুদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করার বিষয়টিও শিশু নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। পাশাপাশি, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি, ২০১৩, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র ২০১৫, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায়ও শিশু উন্নয়নের নানা বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে।

২. সম্প্রতি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এসেছে নজিরবীহিন গতিশীলতা। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাবে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হার দাঁড়িয়েছে ৮.১৩ শতাংশ, যা সারা বিশ্বে অন্যতম সবোর্চ্চ প্রবৃদ্ধি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দীর্ঘকালীন স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশে চাহিদার দিকে- শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরবরাহের দিকে -শ্রম ও মূলধনের ক্রমপুঞ্জিভূত প্রভাব এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। উচ্চতর টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য দক্ষতা তথা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো একটি সুস্থ-সবল ও সুদক্ষ শ্রম শক্তি এবং একটি সৃজনশীল উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলা। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিশুর বিকাশে সামর্থ্যের মধ্যে সবোর্চ্চ সম্পদের সুদক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পারিবারিকভাবে শিশু বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ সম্ভব হয়না বিধায় সরকারকেই এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। এ বিষয়ে সরকার সচেতন রয়েছে এবং সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও জাতীয় বাজেটে শিশুদের বিকাশে সম্পদ সঞ্চালনে অগ্রাধিকার প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

৩. দারিদ্র্য বিমোচন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জোরদার করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো শিশুদের জন্য বিনিয়োগ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিবেচনা করা হয়। তবে, বিশেষজ্ঞগণের মতে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। এই ধারণা নীতি নির্ধারণী মহলকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিকল্প কৌশলের সন্ধান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। এর মধ্যে একটি বিকল্প হচ্ছে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ, যার মধ্য দিয়ে প্রজন্মান্তরের দারিদ্র্যচক্র দূর করা সম্ভব। বাংলাদেশে সম্প্রতিক বছরগুলোতে দারিদ্র্য হ্রাসের হার ব্যাপক বৃদ্ধি সত্ত্বেও এখনো দেশে ৩৫.৭ মিলিয়ন দরিদ্র লোক রয়েছে, যাদের মধ্যে ১৮.৫ মিলিয়ন অতিদরিদ্র[১]। অপরদিকে সম্প্রতি আয় গিনি সূচকের মাধ্যমে পরিমাপকৃত অসমতাও কিছুটা বেড়েছে। অসমতা হ্রাসের জন্য আন্ত:প্রজন্ম আয় স্থিতিস্থাপকতা হ্রাসের মাধ্যমে সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন[২]। এ জন্য প্রয়োজন প্রত্যেক শিশুর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সুযোগে সমতা সৃষ্টি করা, যা কেবলমাত্র বর্ধিত শিশু বিনিয়োগ হতে মেটানো সম্ভব।

৪. বিশ্ব ব্যাংকের ২০১৮ সালের মানব মূলধন সূচকে বাংলাদেশ ১৫৭টি দেশের মধ্যে ১০৬তম অবস্থান পেয়েছে, যা ভারত পাকিস্তানসহ সমতুল্য দেশগুলোর তুলনায় ভাল। এছাড়া, বিশ্বব্যাংকের হিসাবে মাথাপিছু আয়ের বিচারে বংলাদেশের মানব মূলধন সূচক বেশ উচ্চ অবস্থানে রয়েছে। জাতিসংঘের তৈরি করা মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে চার ধাপ এগিয়েছে। 'মানব উন্নয়ন সূচকে' ২০০৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৭৭টি দেশের মধ্যে ১৪০তম। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের অবস্থান দাঁড়িয়েছে ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৩৬তম। বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকের মান ২০০৫ সালের ০.৫৪৭ হতে বেড়ে ২০১৭ সালে ০.৬০৮ এ দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে[৩] দেখা যায় বর্তমানে বিশ্ব সম্পদের ৬৪ শতাংশই হলো মানব মূলধন (Human Capital)। অবশিষ্ট ৩৬ শতাংশের মধ্যে ২৭ শতাংশ হলো উৎপাদিত (Produce) এবং ৯ শতাংশ হলো প্রাকৃতিক মুলধন (Natural Capital)। একই প্রতিবেদনে দেখা যায় বাংলাদেশের মোট সম্পদের ৫৬.৪ শতাংশ এখন মানব মূলধন, যা বিশ্ব গড় মানের তুলনায় কম। দেশের মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি ও এর মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিতকরণকল্পে মানব মূলধন

---

১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য হতে পরিমাপকৃত।

২ Miles Corak (2013) Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility, University of Ottawa and IZA

৩ The Changing Wealth of Nations, 2018, Building a Sustainable Future, World Bank

সৃষ্টিতে আরো গতিশীলতা আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিশুদের উপর পরিকল্পিত বিনিয়োগ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ এবং এর আওতায় প্রণীত ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদেই বিপুল সফলতার মধ্যদিয়ে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়া। এ লক্ষ্যে দেশের অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোকে একটি উন্নত দেশের উপযোগী করে গড়ে তোলার কাজ চলছে। ২০৪১-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রবৃদ্ধির বর্তমান হারকে আরও বাড়াতে হবে। এ জন্য শ্রম ও মূলধনের মজুদ বৃদ্ধির পাশাপাশি এদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে অনেকখানি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় দেশের ভবিষ্যত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম উত্তম পন্থা হলো শিশুদের ওপর কাংখিত মাত্রায় সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। আবার জাতীয় বাজেটে শিশুর হিস্যা দক্ষতা, স্বচ্ছতা, সমতা ও জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে ব্যয় হচ্ছে কিনা তাও সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে, বাংলাদেশ ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে নিয়মিতভাবে প্রতিবছর মহান জাতীয় সংসদ ও জনগণের অবগতির জন্য শিশু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। বিগত অর্থবছরের বাংলাদেশে শিশুদের ওপর মোট জাতীয় বাজেটের ১৪.১৩ শতাংশ বিনিয়োগ হয়েছে। ভবিষ্যতে একটি দক্ষ শ্রম শক্তি সৃষ্টি এবং যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য এই বিনিয়োগ পর্যায়ক্রমে মোট জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন। তবে, শিশুদের ওপর কাংখিত মাত্রায় বিনিয়োগ নিশ্চিতকরেণর জন্য রাজস্ব পরিসর (Fiscal Space) বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রকৃত হিসাবে বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ৯.৬ শতাংশ[৪], যা বিশ্বের সমতূল্য দেশগুলোর তুলনায় কম। কাম্য পযার্য়ে শিশু বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণের জন্য রাজস্ব পরিসর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশের কর ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে।

৬. শিশুদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো শিশুরা বিভিন্ন ধরনের শারিরীক, মানসিক, যৌন নির্যাতন ও সহিংসতা থেকে সম্পূর্ণরুপে মুক্ত নয়। শিশু অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রক্রিয়া সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং যুগপযোগী নয়া প্রতিষ্ঠান সৃজনের জন্যও নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। দেশে শৈশবকালীন খর্বাকৃতির হার এখনো ৩৬ শতাংশ এবং

[৪] অর্থ বিভাগ

বাল্য বিবাহের আধিক্যও দৃশ্যমান। কিশোরী গর্ভধারণের হারও (Stunting Rate) বিশ্বের সমতূল্য দেশগুলোর তুলনায় বেশি। শিশুদের ওপর বর্ধিত বিনিয়োগ এসব সমস্যা সমাধানসহ শিশু দারিদ্র্য বিমোচন, শিশু শ্রমের অবসান, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবার যোগান, অপুষ্টি দূরীকরণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, সহিংসতা ও নির্যাতনসহ বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে থাকা শিশুদের উদ্ধার ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।

৭. শৈশবের দারিদ্র্য পরিণত বয়সের দারিদ্রের অন্যতম মূল কারণ। জীবনের শুরুতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত হলে তা মানুষের শরীর ও মনে দীর্ঘ মেয়াদি ও স্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমনঃ জীবনের প্রথম তিন বছরে পুষ্টির অভাব শিশুদের মস্তিষ্ক ও শরীরের ক্ষেত্রে স্থায়ী ক্ষতি সাধন করে । দুর্বল স্বাস্থ্য শিশুদের শিক্ষাজীবনকে ব্যাহত করে, যা তাদের জীবনে সাফল্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি দূষিত পানি পানের ফলে শিশুরা দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ে। এসব ক্ষতি পরবর্তী জীবনে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। এ ধরনের বঞ্চনাজনিত প্রভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত হয়ে দারিদ্র্যচক্র গড়ে তোলে, যাতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। তবে, এই বঞ্চনার চক্রকে একটি কল্যাণ চক্রে রূপান্তর করা যায় যদি জাতীয় বাজেটে শিশু কল্যাণে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়। গবেষণায় দেখা যায় জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মানব মূলধনে বিনিয়োগে প্রতিদানের হার অনেক বেশি।

৮. সাধারণত গর্ভাবস্থায়ই শিশুর জীবনের বিকাশ পর্ব শুরু হয়। এ পর্যায়ে শিশুর ওপর বিনিয়োগে প্রতিদান তুলনামূলকভাবে বেশি। শিশুর জন্মের পর সময় প্রবাহের সাথে সাথে বিনিয়োগের প্রাপ্তি ক্রমহ্রাসমান হারে পরিবর্তিত হয়। তাই শিশুর জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিনিয়োগে প্রতিদান বিবেচনায় রেখে জাতীয় বাজেটে শিশু বিনিয়োগের বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও উপস্থাপনার জটিলতার কারণে শিশুদের জন্য প্রকৃতপক্ষে কত ব্যয় হয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের দারিদ্র নিরসনে এবং দীর্ঘস্থায়ী পুষ্টিহীনতা কমাতে, সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট চিত্র পাওয়া দুস্কর। তাই বাংলাদেশ সরকার গত চার বছর ধরে অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে শিশু কেন্দ্রিক বাজেট প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আসছে। জাতীয় বাজেটে শিশুদের আর্থ-সামাজিক অধিকার সংরক্ষণে যেসব নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলো বাস্তবায়নে যেসব পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে সেসব বিষয়ের অনুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরাই এ রিপোর্টের লক্ষ্য। বাংলাদেশে শিশু অধিকার ও কল্যাণ সুনিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন হচ্ছে এই প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনে শিশুদের জন্য সরকারি ব্যয়ের হিস্যার একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি আরও তিনটি অংশে বিভক্ত। অংশ-‘খ তে রয়েছে

শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের ব্যাপ্তি ও বিশ্লেষণ, 'গ অংশে ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে অংশ-'ঘতে উপসংহার টানা হয়েছে এবং বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শিশুদের চাহিদা সন্নিবেশিত করার পদ্ধতি চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশ-খ

শিশুকেন্দ্রিক বাজেটের ব্যাপ্তি ও বিশ্লেষণ

১.০ বাজেট হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল বাস্তবায়নের সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। এর মাধ্যমে **শিশু-কিশোরসহ** দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবনমান প্রভাবিত করা যায়। সমগ্র বাজেটে শিশুদের কল্যাণে যে বরাদ্দ রয়েছে তা পৃথকীকরণ এবং বিশ্লেষণই হলো শিশু বাজেট প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য। সাধারণত শিশু বাজেট প্রতিবেদনে সরকারের সামগ্রিক বাজেটে শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনের বিষয়গুলো কিভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এর জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। জাতীয় বাজেটে শিশুদের আর্থ-সামাজিক অধিকার সংরক্ষণে যেসব নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলো বাস্তবায়নে যেসব পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে সেসব বিষয়ের অনুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরাই এ রিপোর্টের লক্ষ্য। সরকারের সামগ্রিক বাজেটের কি পরিমাণ শিশুদের কল্যাণে ব্যয়িত হয়, বরাদ্দকৃত অর্থ শিশুদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত কিনা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ দক্ষ এবং কার্যকরভাবে ব্যয়িত হয় কিনা শিশু বাজেট প্রতিবেদনের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়।

২.০ শিশু বাজেট কাঠমোকে বাজেট চক্রের একটি প্রবাহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জীবনচক্র পদ্ধতি কার্যত: শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে। জীবনচক্র পদ্ধতির আওতায় চাহিদা বিশ্লেষণ শিশুদের চাহিদা পূরণ এবং বিপদাপন্নতা থেকে সুরক্ষা প্রদান করার মত কর্মসূচি প্রণয়ন করা সম্ভব। এর মাধ্যমে অপূর্ণ চাহিদা এবং বিদ্যমান কর্মকান্ডে কোনো সমস্যা থাকলে তা শনাক্ত করা যায়। বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, বরাদ্দ মূল্যায়ন, এবং ফলাফল পরিমাপ-ইত্যাদির ব্যবস্থার সাথে অংশীজনকে সংযুক্ত করলে এমন একটি গতিশীল নীতি-পরিবেশ তৈরি হতে পারে যাতে শিশুরা তাদের সমস্যা তুলে ধরতে পারে এবং সরকার সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩.০ প্রথাগতভাবে শিশুদের মতামতকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়না। কারণ তাদের প্রকাশের ক্ষমতা কম। তাই বাজেটের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা হয় না। ফলে, তাদের বক্তব্য অশ্রুত থেকে যায়। এ কারণে তাদের মতামত চাওয়ার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠানিক রুপ দেয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হলে শিশুরা তাদের প্রত্যাশা ও চাহিদার কথা প্রকাশ করতে পারে। জাতীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য কান কর্মসূচি চিহ্নিত করতে হলে প্রথমে সুবিধাভোগীদেরকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের বয়সসীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উপকারভোগীদের লক্ষ্যগোষ্ঠী হতে পারে

সকল শিশু, অথবা জনতাত্বিক ভিত্তিতে নির্ধারিত শিশুদের একটি বিশেষ অংশ। সে ক্ষেত্রে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি এবং রাষ্ট্রীয় আইনগত বাধ্যবাধকতাও বিবেচনা করতে হবে। একইসাথে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF)-তে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

৪.০ শিশুকল্যাণের বিভিন্ন দিক বাস্তবায়নের কাজে একাধিক মন্ত্রণালয় জড়িত। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে, যা সরকারের কার্যবিধিমালা (Rules of Business) দ্বারা নির্ধারিত। সংশ্লিষ্টমন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের নিজ নিজ কর্মপরিধিভুক্ত কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস চিহ্নিত করবে এবং অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও উন্নয়ন সহযোগিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবে। এ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তার বাজেট প্রণয়ন কালে বাজেট উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে। মন্ত্রণালয় সম্পদের চাহিদার বিষয়টি নিয়ে সকল অংশীজনের সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রাখবে। অনুমোদিত বরাদ্দের যেন পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হয়, তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকাটি হচ্ছে বাজেট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের। কর্মবন্টন (allocation of business) অনুযায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুদের অধিকারও কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যেসকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভূমিকা রয়েছে, তাদেরকে বিবেচনা করে শিশু বাজেটের এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

সারণি-১: শিশুকল্যাণমাত্রা

অধিকারগুচ্ছের শ্রেণিবিন্যাস	বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস	বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট আইনী বিধান	CRC এর সংশ্লিষ্ট ধারা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
টিকে থাকার অধিকার				
	খাদ্য, পুষ্টি	সংবিধান: ধারা-১৫; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ-৬.২	CRCধারা ২৪	দুযোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	পানি	সংবিধান: ধারা-১৫	CRCধারা ২৪	স্থানীয় সরকার বিভাগ
	স্বাস্থ্যসেবা	সংবিধান: ধারা-১৫; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ-৬.১/৬.২/৬.৩	CRCধারা ২৪	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	আশ্রয়, বাসস্থান	সংবিধান: ধারা-১৫; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ-৮৪/৮৫	CRCধারা ২৭	গৃহায়ন ও গণপূর্ত; ভূমি মন্ত্রণালয়
	পরিবেশ, দুষণ	সংবিধান: ধারা-১৮ক; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ-৬.১২	CRCধারা ২৪	পরিবেশ ও বন; স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়নের অধিকার				
	শিক্ষা	সংবিধান: ধারা-১৫, ১৭; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ-	CRCধারা ২৮	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা; শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

অধিকারগুচ্ছের শ্রেণিবিন্যাস	বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস	বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট আইনী বিধান	CRC এর সংশ্লিষ্ট ধারা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
		৬.২/৬.৪/৬.৫		
	অবসর, বিনোদন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড	সংবিধন: ধারা-১৫; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ-৬.৫/৬.৬	CRC ধারা ৩১	নারী ও শিশু বিষয়ক; যুব ও ক্রীড়া; সংস্কৃতি বিষয়ক
	তথ্য	শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ-৬.৫	CRC ধারা ১৩, ১৭	তথ্য মন্ত্রণালয়;
সুরক্ষার অধিকার				
	শোষণ, শিশুশ্রম	শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ-৯; বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, অনুচ্ছেদ৩৪,৩৫	CRC ধারা ৩২	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
	নির্যাতন ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা	সংবিধন: ধারা-২৮; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ-৬-৯, ১৩-১৪, ৪৪; শিশু নীতিঅনুচ্ছেদ ৬.৭	CRC ধারা ৩৩-৩৬	স্বরাষ্ট্র; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
	নিষ্ঠুরতা, সহিংসতা	শিশু আইন: অনুচ্ছেদ-৬-৯, ১৩-১৪; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ-৬.৭	CRC ধারা ১৯, ৩৭	স্বরাষ্ট্র; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
	বিদ্যালয়ে সহিংসতা	শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ-৬.৫	CRC ধারা ২৮	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
	সামাজিক নিরাপত্তা	সংবিধন: ধারা-২৮; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ-৮৪; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ-৬.২/৬.১২	CRC ধারা ১৬, ২৬, ২৭	সমাজ কল্যাণ; মহিলা ও শিশু বিষয়ক; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ
অংশগ্রহণের অধিকার				
	জন্ম নিবন্ধন, জাতীয়তা	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪অনুচ্ছেদ১৮; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ-৬.১০	CRC ধারা ৭-৮	স্থানীয় সরকার বিভাগ
	তথ্য	সংবিধন: ধারা-৩৯; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ-৬.৫	CRC ধারা ১৩, ১৭	তথ্য মন্ত্রণালয়
	মত প্রকাশের অধিকার, মতামত শোনা; সংগঠনের অধিকার	সংবিধন: ধারা-৩৮, ৩৯শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ-৬.১৩	CRC ধারা ১২-১৫	তথ্য মন্ত্রণালয়; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫. এ সকল মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমকে চারটি অধিকারগুচ্ছ যথা-টিকে থাকার অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, সুরক্ষার অধিকার এবং অংশগ্রহণের অধিকার-ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গুচ্ছের অধীনে প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমগুলোকে বিষয়ভিত্তিক ভাবে সাজানো হয়েছে (সারণি-১)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিশু অধিকার বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড

রয়েছে এরুপ ৫টি মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। ধীরে ধীরে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৩টি এবং ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (চিত্র-৩)।

চিত্র ১:শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট পর্যালোচনায় অর্ন্তভূক্ত মন্ত্রণালয়ের ব্যপ্তি

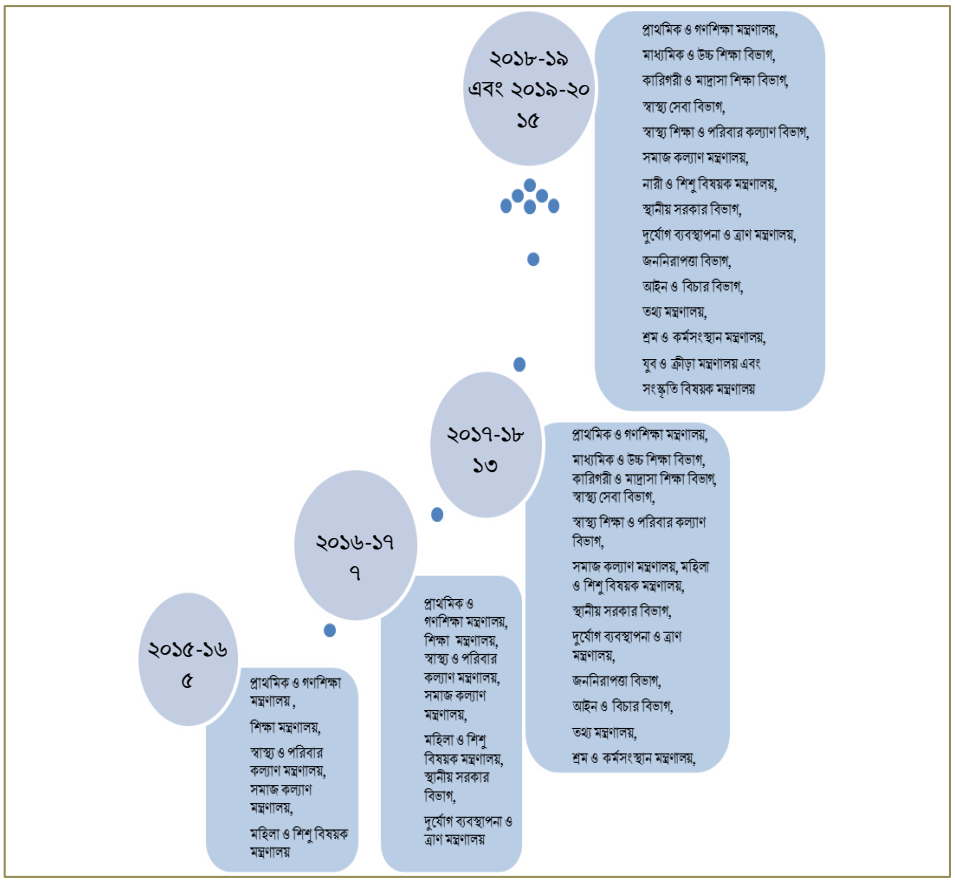

৬. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা এবং বাজেট ফোকাল কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে । প্রতিবেদনে উল্লিখিতে তথ্যের বিষয়ে ঐক্যমত তৈরি এবং সেগুলোর সঠিকত্ব যাচাই এর চেষ্টাও করা হয়েছে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি পিয়ার গ্রুপ গঠন করা হয়। এছাড়া, আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে সাজানো, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কোন কার্যক্রম যদি সরাসরি শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশুদের জন্য কাজ করে এমন শ্রেণীর (যেমন মাতা-পিতা ও অন্যান্য দেখাশোনাকারী বা শিশু-কিশোরদের জন্য নিয়োজিত পেশাজীবি যেমন শিক্ষক, শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইত্যাদি) সামর্থ্য বৃদ্ধি করে, তাহলে তাকে শিশু-কেন্দ্রিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মোট বাজেট হতে শিশুর হিৎসা পৃথকীকরণের জন্য যে সকল প্রকল্প/কর্মসূচি/ কার্যক্রম নিচের কোন একটি উদ্দেশ্যে কাজ করে, তাদেরকে শিশু-কেন্দ্রিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে:

- ❖ শিশু ও তাদের পরিবারের জন্য মৌলিক সেবা, যেমন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, এবং আশ্রয় প্রদান;
- ❖ পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনে সহয়তাকরণ বা নারীর ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করণ;
- ❖ পরিবার এবং অন্যান্য দেখাশোনাকারীদের জন্য শিশুদের যত্ন করার বিষয়ে সহায়তা;
- ❖ প্রতিবন্ধী, অনাথ এবং পথশিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করা;
- ❖ শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ নিরসন;
- ❖ শিশুদের দেখাশোনাকারীদের জন্য কর্মসংস্থান বা আয়ের ক্ষেত্র তৈরি;
- ❖ ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ হিসেবে শিশুদের জীবিকা অর্জনের দক্ষতা বৃদ্ধি।

৭. উল্লেখিত মন্ত্রণালয় সমূহের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ বিশ্লেষণের জন্য iBAS++-এ “শিশু বাজেট মডিউল” নামে একটি আলাদা মডিউল যুক্ত করা হয়েছে। iBAS++ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন ও হিসাবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এমডিউলের মাধ্যমে iBAS++ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাজেট পর্যালোচনা করে এর শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোর ব্যয়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে এবং নির্ধারিত ছক অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারে। এ মডিউল

ব্যবহার করে ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের সামষ্টিক তথ্য নিচে রসারণি-২-এ দেয়া হলো:

সারণি-২ সামগ্রিক শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট

	মন্ত্রণালয়ের বাজেট (বিলিয়ন টাকা)			শিশু কেন্দ্রিক কার্যক্রমের বাজেট (বিলিয়ন টাকা)			মন্ত্রণালয় বাজেটে শিশু কেন্দ্রিক কার্যক্রমের অংশ (%)		
	২০১৯-২০	২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮	২০১৯-২০	২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮	২০১৯-২০	২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪০.৪১	২২৪.৬৬	১৮৩.৪৪	২৩৯.৭০	২২৩.৫৫	১৩৯.৫৯	৯৯.৭০	৯৯.৫১	৭৬.১০
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৭৪.৫৩	৫৭.০২	৪৭.৮৫	৬২.০২	৪৪.৫১	৩৪.৭৬	৮৩.২১	৭৮.০৬	৭২.৬৪
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২৯৬.২৫	২৪৮.৯৬	২০১.৪৬	২২৩.৮১	১৭৭.১৬	১৩৫.১৫	৭৫.৫৫	৭১.১৬	৬৭.০৯
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৫৭.৮৮	৫২.২৮	৩৮.০৩	২৪.৮৯	২১.৪৬	১২.৬০	৪৩.০০	৪১.০৫	৩৩.১৩
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৯৯.৪৫	১৮১.৬৬	১৩০.৪১	৯৪.২০	৭৮.৩১	৪৪.৮১	৪৭.২৩	৪৩.১১	৩৪.৩৬
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৭.৪৯	৩৪.৯০	২৪.৩৩	১৬.২৬	১৩.৮৫	৮.২৫	৪৩.৩৭	৩৯.৬৮	৩৩.৯১
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৯৮.৭২	৯৬.৫৯	৫৭.৫০	৩২.৮৫	২৯.৫৫	৮.৯১	৩৩.২৮	৩০.৫৯	১৫.৫০
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬৮.৮১	৫৫.৯৩	৪৭.৪৭	১৯.৮১	১৪.০৮	৯.৯১	২৮.৭৯	২৫.১৭	২০.৮৮
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৪২.৪২	২৯১.৫৩	১৮৬.২৪	৩৭.৭৩	২৫.৭৬	৩.৩০	১১.০২	৮.৮৪	১.৭৭
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩.১৩	২.২৭	১.৪৬	০.৩৫	০.২০	০.১২	১১.১৮	৮.৮১	৮.২২
জননিরাপত্তা বিভাগ	২১৯.২৩	২১৪.২৬	১৮০.৫১	৪৩.৪৮	২৪.২৯	১৯.৮০	১৯.৮৩	১১.৩৪	১০.৯৭
তথ্য মন্ত্রণালয়	৯.৮৯	১১.৬৬	৭.৯০	০.৯৪	০.৬১	০.৩০	৯.৫০	৫.২৩	৩.৮০
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫.৭৬	৫.১০	৩.৮৪	২.০১	১.০২	০.৬০	৩৪.৯০	২০.০০	১৫.৬৩
যুব ও ক্রীড় মন্ত্রণালয়	১৪.৮৯	১৪.৯৮	১০.৩৩	৩.১৫	১.৭১	০.৭২	২১.১৬	১১.৪২	৬.৯৭
আইন ও বিচার বিভাগ	১৬.৫৩	১৫.২৪	১৪.০২	০.৭৭	০.৪১	০.১২	৪.৬৬	২.৬৯	০.৮৬
সর্বমোট (নির্বাচিত ১৫) মন্ত্রণালয়/বিভাগ)	**১৬৮৫.৩৯**	**১৫০৭.০৪**	**১১৩৪.৭৯**	**৮০১.৯৭**	**৬৫৬.৪৭**	**৪১৮.৯৪**	**৪৭.৫৮**	**৪৩.৫৬**	**৩৬.৯২**
জাতীয় বাজেটে নির্বাচিত ১৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগের শিশু কেন্দ্রিক বাজেট (%)				১৫.৩৩	১৪.১৩	১৩.০২			
নির্বাচিত ১৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগের শিশু কেন্দ্রিক বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)				২.৭৮	২.৫৯	১.৮৭			

দ্রষ্টব্যঃ ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসূচি ও প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে।

উৎসঃ iBAS++ এর শিশু বাজেট মডিউল, অর্থ বিভাগ

৬. সারণি-২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট বৃদ্ধিতে সরকারের অগ্রাধিকার অব্যাহত আছে। বিগত অর্থবছরের তুলানায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের জাতীয় বাজেটের প্রবৃদ্ধির তুলনায় শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট প্রবৃদ্ধি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে নির্বাচিত ১৫টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বেড়েছে ১১.৮ শতাংশ। একই সময়ে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট ৬৫ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮০ হাজার ১৯০ কোটি টাকায়, প্রবৃদ্ধির হিসেবে যা ২২.১৬ শতাংশ। যেহেতু মন্ত্রণালয়গুলোর সার্বিক বরাদ্দের প্রবৃদ্ধির চেয়ে শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের বরাদ্দের প্রবৃদ্ধি

বেশি, তাই বোঝা যাচ্ছে যে, শিশু-কেন্দ্রিক প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে মন্ত্রয়ণালয় গুলোর প্রচেষ্টা বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, নির্বাচিত মন্ত্রণালয়গুলোর মোট বাজেটের অনুপাতে শিশু সংবেদনশীল বরাদ্দও বিগত অর্থবছরের ৪৩.৫৬ শতাংশ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৭.৫৯ শতাংশে বেড়েছে। পাশাপাশি, সরকারের মোট বাজেটে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের হিস্যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১৪.১৩ শতাংশ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৩৩ শতাংশে। জিডিপি'র অনুপাতে শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দের হার গত একবছরে ২.৫৯ শতাংশ হতে বেড়ে ২.৭৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

৭. সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক বিষয়টি হচ্ছে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের নির্বাচিত ১৫টি মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেকটিতেই মোট বাজেটের অনুপাতে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট বেড়েছে (চিত্র ২)। বিগত চার বছর যাবৎ শিশু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণায়সমূহকে শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহ প্রদান এ বরাদ্দ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে।

চিত্র ২: মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের হার

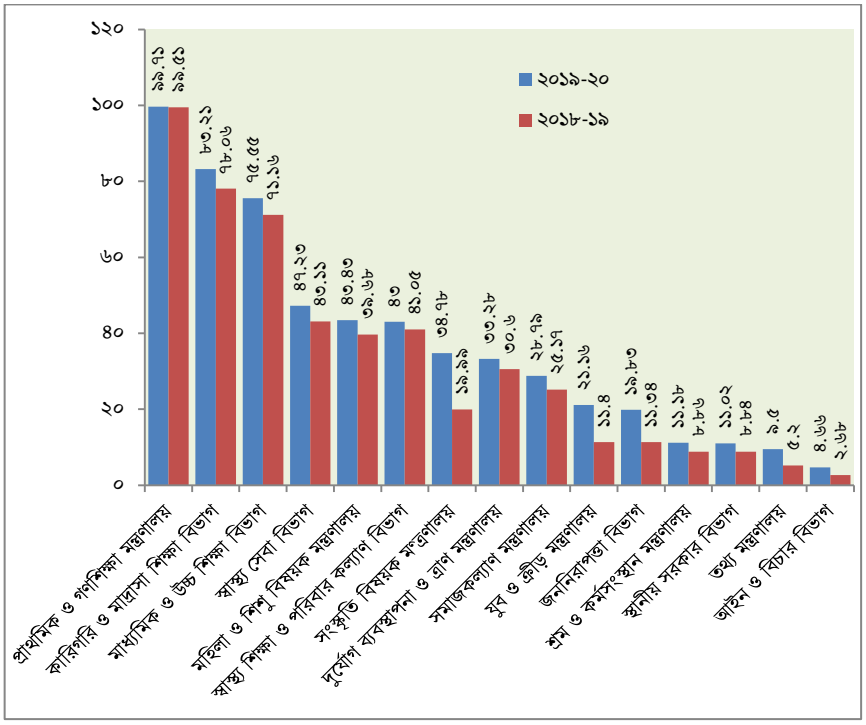

অধ্যায়-১
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিক্ষা শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষার কাজ হলো মানুষকে জীবন ও জীবিকার উপজীবি করে গড়ে তোলা। সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন ও তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এ কাজে মন্ত্রণালয়ের রয়েছে বিভিন্ন নীতি, কৌশল, আইনি কাঠামো এবং মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরগুলোর সমন্বয়ে একটি কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশলের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল:

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে একটি মাইলফলক। শিক্ষা বিষয়ে সরকারের রূপকল্প জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা' বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের বিষয়টি এ নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতির মূল ভিত্তি। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ: ● মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা; ● কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি, সকল ধরনেণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা; ● প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল ৫ বছর হতে বৃদ্ধি করে ৮ বছর করা;	● সবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পর্যায়ক্রমে সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে; ● প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল ৫ বছর হতে বাড়িয়ে ৮ বছর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; ● ইতোমধ্যে ৬০৯টি বিদ্যালয়কে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে; ● নতুন ব্যবস্থায় আধুনিক পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; ● কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
• সব ধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা।	
এসডিজি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন জাতীয় শিক্ষা নীতিকে অনুসরণ করে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিরক্ষতা সম্পূর্ণভাবে দূর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা; এসডিজি এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো সন্নিবেশিত আছে: • স্কুলসমূহে পাঠদান ও শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন; • সমাজের অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সকলের শিক্ষার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা; • শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষার কার্যকরিতা বৃদ্ধি; • প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন; • জাতীয় শিক্ষা নীতিকে অনুসরণ করে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।	• চাহিদাভিত্তিক স্কুল ভবন নির্মাণ ও পুরাতন ভবনসমূহের মেরামত, পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার সাধন; • স্কুল টিফিন কার্যক্রম চালুকরণ; • সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ; • সকল বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ; • প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও অন্যান্য জনবল নিয়োগ এবং তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; • শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

বিগত বছরগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যেমনঃ সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার বৃদ্ধি। পাশাপাশি, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং তাদেরকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে ইতোমধ্যে "দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চলমান আছে। ইত:মধ্যে ১০৪টি উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৩.৯০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে স্কুল খোলার দিনে জনপ্রতি দৈনিক ৭৫ গ্রাম করে বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ৫১৮ কোটি টাকা, যা ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৭১.২০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলার সকল প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে এবং জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ১০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭,৯০৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৬টি উপজেলা বিস্কুটের পাশাপাশি তিনদিন রান্না করা খাবার সরবরাহের সিদ্ধান্ত হয়। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। দারিদ্রতার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর শিক্ষা যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য সরকার সারাদেশে নিজস্ব তহবিল থেকে ৩০৬৭.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে উপবৃত্তি প্রদান করে আসছে। উপবৃত্তি প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৭৯ লক্ষ হতে ১.৩৭ কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন চালু করা হয়েছে। রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের আওতায় দেশের ১২৫টি উপজেলায় ১১,১৬২টি আনন্দ স্কুলে ৩,১০,৯৮৭ জন বিদ্যালয় বহির্ভভুত এবং ঝরে পড়া শিশুর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ৬৪ জেলা সদর ও ৮৬ উপজেলায় ২০৫টি বিদ্যালয় ও ৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত ২৮,৫০০ শিশু শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। এজন্য সরকারের বছরে ব্যয় হচ্ছে ৩৬ কোটি টাকা।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২৪০.৪১	২২৪.৬৬	১৮৩.৪৪
পরিচালন বাজেট	১৪৭.৭১	১৪১.৫৪	১১৮.০০
উন্নয়ন বাজেট	৯২.৭০	৮৩.১২	৬৫.৪৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২৩৯.৭০	২২৩.৫৫	১৩৯.৫৯
পরিচালন বাজেট	১৪৭.২৭	১৩৬.৪১	১১৭.৫৯
উন্নয়ন বাজেট	৯২.৪৩	৮৭.১৪	২২.০০
সরকারের মোট বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮,৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.৮৩	০.৮৯	০.৮২
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	৪.৫৯	৪.৮৪	৫.৭১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.৮৩	০.৮৮	০.৬২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	৪.৫৮	৪.৮১	৪.৩৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**৯৯.৭০**	**৯৯.৫১**	**৭৬.১০**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

৫.০ কেস স্টাডি/উত্তম চর্চা

প্রাথমিক শিক্ষায় গণিত অলিম্পিয়াড পদ্ধতি

দুর করেছে শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি

একবিংশ শতাব্দীর লড়াই মূলত মেধার লড়াই। বিশ্ব আসনে জায়গা করে নিতে হলে মেধাভিত্তিক উপায়েই শুধু তা অর্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশের জন্য কথাটা আরও বেশি সত্য। মেধার এ লড়াইয়ে টিকতে হলে যে দক্ষতাগুলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তার একটি হল সমস্যা সমাধানের দক্ষতা। যেকোন উদ্ভাবনী, সৃজনশীল কর্মকান্ডের প্রধানতম অঙ্গ এই দক্ষতা। যেদক্ষতা অর্জনে চাই দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি, জাতিগতভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও অভ্যাসে পরিণত করার অনুকূল পরিবেশ।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে এই দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় শুরু করা হয় গণিত অলিম্পিয়াড পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতির সম্ভব্যতা যাচাই প্রকল্প। বাংলাদেশের ভৌগলিক সুষমতা বিবেচনা করে বাংলাদেশের ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলার ৮০টি স্কুলের ২৪০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীয় শিক্ষার্থীদের ওপর এ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রথম দফার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে, এবং দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। পরবর্তীতে আরও একটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব্যতা যাচাই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে।

গণিত অলিম্পিয়াড পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ। এ পদ্ধতিতে যেমন একজন পাঠের সাথে বাস্তবের মিল রেখে শিক্ষা লাভ করতে পারে, ঠিক একই ভাবে সমস্যা সমাধানে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। প্রাণবন্ত শ্রেণিকক্ষ, অংশগ্রহণমূলক পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন একই সাথে পিয়ার লার্নিং এর সাথে পরিচিত ও অভ্যস্ত হয়, ঠিক তেমনি একই সাথে কার্যকর, সহজলভ্য ও আকর্ষণীয় উপাদান ব্যবহার করে তারা শেখাটাকে স্থায়ী করতে সক্ষম হয়।

প্রশিক্ষণের প্রথম পর্যায়ে ২৪০ জন শিক্ষক ঢাকায় পাঁচ দিনের ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। এ ক্যাম্পে তাদেরকে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কিভাবে আরও বেশি প্রাণবন্ত, অংশগ্রহণমূলক করে তোলা যায় এ বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়। এ ছাড়াও সংখ্যা, জ্যামিতি ও স্থানীয় মানে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন করার নিমিত্তে বিভিন্ন এক্টিভিটি ও উপকরণ প্রস্তুতের সাথে পরিচিত করানো হয়। প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে ফিরে শিক্ষকরা যখন স্ব স্ব স্কুলে ফেরত যায়, এ অবস্থায় তাদেরকে সহায়তার জন্য রয়েছে নিয়মিত সুপারভাইজিং, যেখানে শিক্ষকদের মতামত, অভিমত, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও সার্বক্ষণিক আপডেট পাবার জন্য শিক্ষকদের নিয়ে অনলাইনে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অনলাইন ফলোয়াপ সমন্বয় করা হয়।

যদিও প্রকল্পের এখনো অনেকটুকু বাস্তবায়ন বাকি, তারপরেও এখন পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি বিচারে বেশ কিছু বিষয় উৎসাহব্যাঞ্জক। প্রকল্পের আওতায় ৮০ টি স্কুলের প্রায় ১০০০ জন শিক্ষার্থী এবারে সারা দেশ ব্যাপী আয়োজিত ডাচ বাংলা ব্যাংক-প্রথমআলো গণিত উৎসবে অংশগ্রহণ করে। এ আয়োজনের প্রথম পর্যায়ে ৬৪ টি জেলাতে ৬৫টি বাছাই অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়। বাছাই পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ৮০টি স্কুল থেকে ১৫৫ জন নির্বাচিত শিক্ষার্থী বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। এই বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে ৬ জন শিক্ষার্থী পরবর্তী ধাপে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হবার পরে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি উল্লেখজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় সবগুলো স্কুলেই, যেখানে আগে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অনিয়মিত ছিলো, এখন সেখানে উপস্থিতি অনেক বেশি। শিক্ষার্থীরা নিজ আগ্রহেই এখন শ্রেণীকক্ষে আসে, এবং কোনো কারণে শিক্ষকদের বিলম্ব হলে তারাই নিজেরা

শিক্ষকদেরকে দ্রুত ক্লাস শুরু করবার জন্য তাগিদ দেয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি অংশ ছিলো, যারা অধিকতর চঞ্চল এবং ক্লাসে হৈ চৈ করে থাকতো। ফলাফল হিসেবে প্রায়ঃশই শ্রেণিকক্ষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হত না। এখন এ শিক্ষার্থীরা আগ্রহভরে শিক্ষকের নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করে। এছাড়াও দলীয় কাজ এবং এক্টিভিটির সময়ে অধিকতর চঞ্চল শিক্ষার্থীরা নিজ দায়িত্বে বাকিদেরকে সাহায্য করে বলে, এখন ক্লাসরুম নিয়ন্ত্রণ করা আগের তুলনায় অনেক বেশি সহজ।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পূর্বে ক্লাসে আসার আগে এবং ক্লাসরুমে পাঠের প্রতি অনীহা কাজ করতো, গণিত অলিম্পিয়াড পদ্ধতি আসবার পরে সেটা পুরোটাই পাল্টে গেছে। এখন শিক্ষার্থীরা নিজেরাই আগ্রহ নিয়ে ক্লাসে আসে, নিজেরাই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। কারণ গণিত বিষয়টি এতদিন ছিলো ওদের কাছে ভীতির, আর এখন খেলতে খেলতে, দলীয় কাজ করতে করতে ওরা আর গণিতকে ভয়ের কিছু মনেই করে না। গণিত বিষয়টিই ওদের কাছে হয়ে গেছে সবচাইতে প্রিয় বিষয়।

এর বাইরে বেশ কিছু স্কুলের শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশের প্রান্তিক যোগ্যতা অপর্যাপ্ত ছিল। নতুন ক্লাসে উন্নীত হলেও পূর্বের ক্লাসের বিষয়সমূহে অনেকেই যথোপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করে আসেনি। আগে থেকেই পিছিয়ে থাকার কারণে একদমই প্রাথমিক বিষয়গুলো, যেমনঃ সংখ্যার ক্রমবাচকতা, যোগের ক্ষেত্রে হাতে রাখার ধারণা, স্থানীয় মান, জ্যামিতিক আকৃতির ব্যবহার ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো না। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসবার পরে শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পরে এ শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতার সুনির্দিষ্ট মান উন্নয়ন ঘটেছে। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীই এখন যোগ, বিয়োগ, সংখ্যা, স্থানীয় মান এবং জ্যামিতির সাধারণ সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে এর পেছনের ধারণাগুলো কি, সেগুলো বাস্তবে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে। এর বাইরে প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের মানোন্নয়ন আরেকটি বড় অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। শিক্ষকদের প্রায় সবাই তাদের নিজেদের কিছু ভুল ধারণাও এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। এর বাইরে তারা অনেকগুলো নতুন বিষয় সম্পর্কে জেনেছেন, নতুন ভাবে চিন্তা করতে শিখেছেন, এবং নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে আরো কি কি করা যেতে পারে সে বিষয়ে চেষ্টা করছেন। শিক্ষকদের এ বিষয়ে মতামত হচ্ছে, প্রকল্পের প্রশিক্ষণের আওতায় আসার পরে তাদেরও চিন্তাভাবনাতে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন ঘটেছে। তারা এখন শিক্ষার্থীদেরকে অনুশীলন সমাধান করবার পরিবর্তে বাস্তব জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে সমস্যা সমাধানমূলক পাঠদানে উৎসাহিত করছেন।

এখন পর্যন্ত প্রকল্পের যে পর্যায় পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সেগুলোর বিচারে নিজের অগ্রগতিগুলো লক্ষ্য করা যায়:

- গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের বাইরের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বইয়ের ধারণা সমন্বয় করা শিখছে। যেসকল শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল চিন্তাভাবনার অভ্যেস আগে থেকেই গড়ে তুলেছে, তারা সেটি প্রয়োগ করতে পারছে;
- যেসকল স্কুলে শিক্ষার্থীরা অনিয়মিত ছিলো, তাদের বিশাল অংশ এখন স্কুলে খুবই নিয়মিত। স্কুল এখন তাদের কাছে খেলাধূলা, মজা করার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করার স্থান। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই উৎসাহী হয়ে এখন পাঠলাভে মনোনিবেশ করছে;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা লাভের পথ এখন আরো সহজ হয়েছে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীরাই এখন ক্লাসে অনেক বেশি মনযোগী হয়ে উঠছে এবং দ্রুত প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করছে;
- সকল স্কুলের শিক্ষার্থীরা এখন বইয়ের সমস্যাগুলো সমাধানের পাশাপাশি সেগুলোর পেছনের ধারণাগুলো কি কি, বাস্তবে কোথায় প্রয়োগ করা যেতে পারে, কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করছে;

- ক্লাসরুমে এখন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি স্বতস্ফূর্ত এবং প্রাণবন্ত। শিক্ষার্থীরা একক ও দলভিত্তিক কার্যক্রম করার মাধ্যমে পিয়ার লার্নিং ও দলগত কাজের সাথে পরিচিত হচ্ছে;
- যেসব শ্রেণীকক্ষে অমনোযোগী এবং অধিকতর চঞ্চল শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি সেসকল শ্রেণীকক্ষতে এখন শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করা আগের চাইতে সহজতর হয়েছে;
- শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত উপকরণগুলো আগে শুধুমাত্র শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত ছিলো। এছাড়াও উপকরণগুলো খুব বেশি সহজলভ্যও ছিলো না বলে শিক্ষকদের উপর বাড়তি চাপ কাজ করতো। কিন্তু এ প্রকল্পের আওতায় সকল উপকরণই শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত করে, এক্ষেত্রে শিক্ষক শুধুমাত্র নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও উপকরণগুলো বিনামূল্যে অথবা স্বল্প খরচে সংগ্রহ করা সম্ভব বলে শিক্ষকদের উপর এখন বাড়তি চাপ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

প্রকল্পের এখনো প্রায় অর্ধেক বাস্তবায়ন বাকি। তবে এখন পর্যন্ত শিক্ষকদের অংশগ্রহণ, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং অন্যান্য বিচারে আমরা আশাবাদী যে প্রকল্প যথার্থ সাফল্য লাভ করবে এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা সকল প্রান্তিক যোগ্যতা লাভ করতে সক্ষম হবে। সম্ভব্যতা যাচাইপ্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলাফল আশাব্যাঞ্জক হলে এটি যথাযথ পরিমার্জনা ও সংশোধনপূর্বক সারা বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে। বর্তমান সময়ের বিচারে তাই এটি বলা যথার্থ, “প্রাথমিক পর্যায়ে গণিত অলিম্পিয়াড পদ্ধতি, দূর হচ্ছে শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি”।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- ❖ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
- ❖ শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব;
- ❖ শিশু বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতার অভাব;
- ❖ বাজেট প্রণয়ন ও কর্ম পরিকল্পনার সময় শিশুদের বিষয়টি বিবেচনায় না নেয়া;
- ❖ বাজেট প্রণয়ন ও কর্ম পরিকল্পনায় শিশুদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ না থাকা;
- ❖ প্রকিউরমেন্ট যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় কার্যসম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি;
- ❖ কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাসময়ে দরপত্র আহবান ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য উদ্যোগের অভাব;
- ❖ বাস্তবায়নকারী সংস্থা গুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছরের	❖ স্কুল ফিডিং কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করার জন্য এবং এ কার্যক্রমে বেসরকারি খাত

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
পরিকল্পনা	ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতীয় স্কুল ফিডিং নীতি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ। নীতিটি প্রণীত হলে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে স্থানীয় ব্যক্তিসহ বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং সমাগ্রিক কার্যক্রম সমন্বিতভাবে বাস্তবায়িত হবে; ❖ আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ক্যাপাসিটি উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা' শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৫০৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারঅ্যাকটিভ ক্লাসরুম তৈরি করা হবে, এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ২৫ কোটি টাকা; ❖ 'প্রাথমিক স্কুল কাবস্কাউট (৩য় পর্যায়)' প্রকল্পের সফলভাবে সমাপ্তির পর 'প্রাথমিক স্কুল কাবস্কাউট (৪র্থ পর্যায়)' প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার মোট প্রকল্প ব্যয় ৩৫৪.০২ কোটি টাকা; ❖ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি)-৪ গ্রহণ করা হয়েছে যার মোট ব্যয় ৩৮৩৯৭.১৬ কোটি টাকা যা মেয়াদকাল জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩; ❖ "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার আওতায় প্রতিটি শিক্ষার্থী দুপুরে বিদ্যালয়ে খাবার পাবে ।

৮.০ উপসংহার

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের জাতিকে নেতৃত্ব দিবে। তাই আজকের শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, যুগোপযুগি শিক্ষা অর্থাৎ প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ করণীয় পদক্ষেপ নির্ধারণে শিশুদের সরাসরি সম্পৃক্ত করতে হবে। শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। বিশেষ করে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে এক উন্নত সমৃদ্ধশীল দেশে পরিণত করার জন্য শিশু শিক্ষার কোন বিকল্প নাই।

অধ্যায়-২
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

একটি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য সে দেশের শিশুদের যুগোপযোগী ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে উৎপাদনমুখী দক্ষ জনগোষ্ঠিতে রূপান্তর করা খুব জরুরী। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মূল কার্যক্রমের একটি হলো-কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ এবং উন্নত মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি। সরকার শিক্ষাকে দারিদ্র বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে আসছে। দেশব্যাপী মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশুদের একটি বড় অংশ অধ্যয়নরত। এসকল শিশুকে ধর্মীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কর্মমুখী শিক্ষার সাথে পরিচিতি ঘটানো জরুরী। আবার, বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এ দেশের শিশুদের অভ্যন্তরে ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগীতার উপযোগী দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান, শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সরঞ্জাম বিতরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, মেয়ে শিক্ষার্থী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম, শিশু বান্ধব শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রীন ও ক্লিন ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগসহ এ বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করা হল:

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এ বিবৃত শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলসমূহ নিম্নরূপ: • শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার	• বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থার আওতায় গৃহিত প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সরঞ্জাম বিতরণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে;

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা; ● কম সুযোগ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ; ● শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ এ উন্নীতকরণ; ● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুবিধা প্রদান; ● শিক্ষার সব ধারাতে জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করা।	● কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও শিক্ষার গুনগত মনোন্নয়নের জন্য ‘১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন’, ‘২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন’, ‘চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন’, ‘অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন’, ‘সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন’, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি’ প্রভৃতি প্রকল্পের কাযক্রম চলমান আছে।
৭ম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো সন্নিবেশিত আছেঃ ● সংশ্লিষ্ট স্কুলসমূহে পাঠদান ও শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন; ● সমাজের অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা; ● শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধি; ● কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন।	● স্কিল কম্পিটিশন-২০১৮ আয়োজন করা হয়েছে; ● কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে; ● মেয়ে শিক্ষার্থী এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম চলমান আছে।
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র (NSSS) এ কৌশলপত্রের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হল সকল নাগরিকের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সকলের জন্য একটি ন্যুনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়	● কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
এবং সংকটকালীন সময়ে যাতে কেউ দারিদ্রসীমার নিচে নেমে না যায়।	
এস.ডি.জি.তে শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষাখাতের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরুপ ● সকল ছেলে ও মেয়ের জন্য ন্যায়সঙ্গত, মানসম্মত ও লাইফলং শিক্ষা নিশ্চিত করা; ● শিশু, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।	● কন্যা শিশুদের প্রতি বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যের বিলোপ, বাল্য বিবাহ নিরোধে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে (অগ্রগতি-১৯%)। ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন" শীর্ষক নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান; ● কারিগরি শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি-বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে; ● শিশু বান্ধব শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রীন ও ক্লিন ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহিত হয়েছে; ● প্রতিটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের পৃথক টয়লেট তৈরি করা হয়েছে ; ● প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প তৈরি করা হয়েছে।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

❖ নতুন সৃষ্ট বিভাগ হিসেবে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩.৯৯% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪.০৭%, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫.৩৯% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫.৫৭%-এ উন্নীত হয়েছে;

❖ ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার মাধ্যমিক পর্যায়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৯.৮৩% হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৮.৮২%, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩০.৩০% হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৯.৩৫% হয়েছে;

- মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২.২৬% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১২.৭০%এ উন্নীত হয়েছে, ঝরে পড়ার হার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৬.০৬% হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৪.৫৫%-এ হ্রাস পেয়েছে;

- মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের লক্ষ্যমাত্রা অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে- দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৪:৫৬ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৩:৫৭ হয়েছে;

- মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিশুদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের জন্য Establishment of Multimedia Classroom in 653 Madrasah of the Country শিরোনামে প্রকল্প ২০১৭-১৮ অর্থবছরে গৃহীত হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সারাদেশে ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২৫টি উপজেলায় আই.সি.টি রিসোর্স সেন্টার, ৩৫৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও ২৬৬৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

৪.০ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
বিভাগের মোট বাজেট	৭৪.৫	৫৭.১০	৪৭.৮৫
পরিচালন বাজেট	৫৯.৪	৪৯.০০	৪২.৮৪
উন্নয়ন বাজেট	১৫.১	৮.১০	৫.০১
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৬২.০১৬৪১	৪৪.৫২	৩৪.৭৬
পরিচালন বাজেট	৪৯.৪২৬৭৪	৩৮.২২	৩৩.১৩
উন্নয়ন বাজেট	১২.৫৮৯৬৭	৬.৩০	১.৬৩
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.২৬	০.২২	০.২১
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	১.৪২	১.২৩	১.৪৯

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.২১	০.১৮	০.১৫
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	১.১৯	০.৯৬	১.০৮
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**৮৩.২১**	**৭৭.৯৭**	**৭২.৬৪**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

৫.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ একটি নবসৃষ্ট বিভাগ। শিশু কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরুপ:

- ❖ শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, আইন, বিধি বা কর্মপরিকল্পনার আলোকে অত্র বিভাগের শিশু কেন্দ্রিক পৃথক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ❖ শুধুমাত্র শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা;
- ❖ শিশুদের উন্নয়নে বিশেষায়িত গবেষণা কর্ম পরিচালনা;
- ❖ মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি;
- ❖ শিশুদের উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টি;
- ❖ শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের পৃথক ডকুমেন্টেশন ও ব্যবস্থাপনা;
- ❖ শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয়।

৬.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও শিক্ষার গুনগত মনোন্নয়নের জন্য "১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	কলেজ স্থাপন", "২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন", "৪টি বিভাগে ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন", "বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন" এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে চলমান রাখা; ● শিক্ষাকে শিশুদের জন্য সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বই-পুস্তক, খেলাধুলার সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখা; ● সারা দেশে বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Skills and Employment Programme in Bangladesh (SEP-B)', Skills 21 Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth Project'এর কার্যক্রম চলমান রাখা; ● কন্যাশিশুদের প্রতি বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যের বিলোপ, বাল্যবিবাহ নিরোধে নারীদের কর্মসংস্থানের বিকল্প নেই বিধায় নারীর কর্মের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪টি বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন , ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রকল্প চলমান রাখা ; ● সকল অবকাঠামো নির্মাণে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়টি যত্নের সাথে বিবেচনা করে প্রতিটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাম্প এর সংস্থান রাখা ও নারী শিক্ষার্থীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করে ছেলে-মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক পৃথক ওয়াশ ব্লক এর ব্যবস্থা করা; ● এবতেদায়ী স্তর হতে কামিল স্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধিন। প্রকল্প অনুমোদিত হলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকেও উপবৃত্তি প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	● শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, আইন, বিধি বা কর্মপরিকল্পনার আলোকে মন্ত্রণালয়ের শিশু বিষয়ক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ; ● শিশুদের উন্নয়নে বা তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে কাঙ্খিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা কার্যক্রমের

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	উদ্যোগ গ্রহণ; • কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে সকল নারী ও পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের উপবৃত্তির আওতাভুক্ত করা; • চলমান '১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহে 'অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের মাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীসহ সার্বিক এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	• বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে কমপক্ষে দশ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে; • NTVQF এবং BQF এর সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারণ এবং শিশুদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট সার্বজনীন বিধিমালা বা Code of Conduct প্রস্তুতিতে অন্যান্য সরকারি দপ্তরকে সহায়তা প্রদান; • শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ; • TVET শিক্ষা কার্যক্রমকে শিক্ষার মূল স্রোতে আনয়নের উদ্দেশ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে (এসডিজি অভিষ্টসহ) কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা জাতীয়ভাবে ৩০% এর উর্ধ্বে উন্নীতকরণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ; • '৩২৯টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ' শীর্ষক নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি উপজেলায় কারগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; • বেসরকারি পর্যায়ে মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি কোর্স চালুকরণ'; • মাদ্রাসা পর্যায়ে ফিডিং কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন;

৭.০ উপসংহার

সু-শিক্ষীত ও প্রশিক্ষিত শিশু আগামীর মূল্যবান মানব সম্পদ। মানব সম্পদে যথার্থ বিনিয়োগ ব্যতিরেকে উন্নত ও শক্তিশালী অর্থনীতির বিকাশ অসম্ভব। উন্নত মানব সম্পদ সৃজনে-বিকাশে সমন্বিত ও গুণগত মানসম্পন্ন কর্মমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। নবসৃষ্ট কারিগরি ও

মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ৭ম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি-২০৩০ এর অভীষ্টসমূহকে সমন্বিত করে লক্ষ্য অর্জনে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাবে। সমন্বিত এবং ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ এবং সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের পূর্বেই বাংলাদেশ দক্ষ জনশক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে, এই আমাদের অঙ্গীকার।

অধ্যায়-৩
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পরিধি ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহিত পদক্ষেপসমূহের অধিকাংশই শিশুদের উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে 'মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, নীতিমালা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন; শিক্ষাখাতের বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন; মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ; মেধাবৃত্তিসহ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া বই, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে আইসিটির ব্যবহার; শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটির বাস্তব প্রয়োগ সম্প্রসারণ এবং শিক্ষানীতির বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়ন। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের উন্নয়নে ও শিশু বাজেট বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এ বিবৃত শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলসমূহ নিম্নরূপ: • শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা; • কম সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ এ উন্নীতকরণ;	• সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ; • জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পালন; • কম সুযোগপ্রাপ্ত এলাকায় (হাওর, চরাঞ্চল, উপকূল, পার্বত্য এলাকায়) শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ; • বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থার আওতায় গৃহিত প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সরঞ্জাম বিতরণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন; • মাধ্যমিক শিক্ষার সব ধারাতে জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
• শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুবিধা প্রদান; • মাধ্যমিক শিক্ষার সব ধারাতে জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করা। **৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা খাতের উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ নিম্নরুপ:** • মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করা; • মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ানো এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন; • সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন; • শিক্ষাদানের মান উন্নীতকরণ; • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার বাড়ানো; • ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমানো। **এস.ডি.জি.তে শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষাখাতের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরুপ:** • সকল ছেলে ও মেয়ের জন্য বিনাখরচে/ নিখরচায় (free) ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা; • শিশু, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।	অন্তর্ভুক্ত করে এনসিটিবি কর্তৃক পাঠ্যবই প্রণয়ন ও পরিমার্জন; • শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ; • নির্ধারিত সময়ে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফলাফল প্রকাশ; • ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিশিক্ষক নিয়োগ; • ১লা জানুয়ারি তারিখে সকল শিক্ষার্থীর নিকট বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও জাতীয়ভাবে দিবসটি উদযাপন; • অনগ্রসর এলাকায় নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; • মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল ও কলেজ) ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ; • বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারণ; • উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন; • মাধ্যমিক স্তরে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী স্তরে ছাত্রীদের উপবৃত্তি-বৃত্তি প্রদান; • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের টয়লেট তৈরি; • প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প তৈরি।

৩.০ শিশুবাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে ১২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৫৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১০৬ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭০ হাজার ২৮৯টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ৩১৫টি

বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রুপান্তর করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ভর্তির কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ২০১২ সাল হতে এ পর্যন্ত ৩৩৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২০১৮ সালে ২৯৯টি কলেজ সরকারিকরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ অনুদান প্রদানের আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থ বিতরণ করা হচ্ছে। সমসাময়িক বৈশ্বিক প্রবণতার পরিপূরক তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইন্টারনেট-নির্ভর ইন্টারেকটিভ পাঠদান চালু, ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন করে একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিযোগিতায় সক্ষম মানবসম্পদ সৃষ্টিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কাজ করছে। ইতোমধ্যে ১২৫টি উপজেলায় আই.সি.টি. রিসোর্স সেন্টার, ৩৫৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও ৩২৬৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

৪.০ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
বিভাগের মোট বাজেট	২৯৬.২৫	২৪৮.৯৬	২০১.৪৬
পরিচালন বাজেট	১৯৬.৯৭	১৮৮.৮২	১৬৭.৬৩
উন্নয়ন বাজেট	৯৯.২৮	৬০.১৪	৩৩.৮৩
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২২৩.৮১	১৭৭.১৬	১৩৫.১৫
পরিচালন বাজেট	১৪৮.৮১	১৩৪.৪৬	১১৪.৪০
উন্নয়ন বাজেট	৭৫.০০	৪২.৭০	২০.৭৫
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১.০৩	০.৯৮	০.৯০
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	৫.৬৬	৫.৩৬	৬.২৭
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.৭৮	০.৭০	০.৬০
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	৪.২৮	৩.৮১	৪.২১
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**৭৫.৫৫**	**৭১.১৬**	**৬৭.০৯**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

বিভাগের পরিচালন বাজেটের অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার বেশিরভাগই শিশু-কেন্দ্রিক। এই বিভাগের মোট বাজেটের শিশু-সংবেদনশীল অংশ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৬৬.৬১ শতাংশ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কিছুটা বেড়ে ৬৬.৭৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

৫.০ উত্তম চর্চা

স্টুডেন্টস কেবিনেট:

মন্টি বর্মণ একাদশী এক কিশোরী। কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার দিঘির পাড় ইউনিয়নের শিইয়ালদীর পাড় গ্রামে এক গৃহহীন দরিদ্র জেলে পরিবারে তার জন্ম। এক টুকরো ভিটে আছে ঘর নেই। কোনভাবে বাঁশের চাটাই দিয়ে মোড়া একটু আশ্রয়স্থল। ঘোড়াউত্রা নদীর পাড়ে অবস্থিত এ গ্রামটি মূলত জেলে পাড়া নামে খ্যাত। বাবা জেলে বদন বর্মণ ও মা নিসা রানী বর্মণ গৃহিনী। ডাক্তার হয়ে জনসেবা করার একবুক স্বপ্ন নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডি পেড়িয়ে মাধ্যমিকে পা রাখল মন্টি। নাজিরুল ইসলাম কলেজিয়েট স্কুল মন্টির স্বপ্নের লালনভূমি। একদিন নামকরা ডাক্তার হয়ে গরীব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াবে, সেবা করবে এই ছিল তার ব্রত। বাবার মাছ ধরার একমাত্র নৌকাটিই হাওড়, বিল ও নদীর বুকে তার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কত স্বপ্ন জড়িয়ে আছে আম কাঠের এই নৌকাটির সাথে। একদিন বাবা চলে গেলেন না ফেরার দেশে। এই নৌকাটি দিয়ে মাছ ধরে সংসার চালাতেন বদন বর্মণ। তা আজ স্থবির হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল মন্টির পড়াশোনা। থেমে গেল ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন। ক্ষীণ হয়ে গেল পাঞ্জেরী। এখন ভাই গজেন্দ্র বর্মণের সাথে জাল নিয়ে মাছ ধরতে বিল, হাওড় ছুটে বেড়ায় মন্টি। ভাই বিয়ে করে চলে গেল ছোট বোন আর মাকে রেখে। অভাবের সংসার। মা সংসার চালাতে মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাতলেন। ছয় মাস স্কুলে যাওয়া হয়না মন্টির।

৮ আগস্ট ২০১৫ সালে প্রথম স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাজিরুল ইসলাম কলেজিয়েট স্কুলে। নির্বাচিত ৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় স্টুডেন্টস কেবিনেট। স্টুডেন্টস কেবিনেট সদস্যদের প্রথম অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় বিদ্যালয়ের ঝড়ে পড়া (Drop out) ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা করে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে। স্টুডেন্টস কেবিনেট টিম মন্টির বাড়ী গেল। একটি ঘর নির্মাণ করে দেয়া হলো মন্টিকে। স্টুডেন্টস কেবিনেটের বন্ধুদের মানসিক ও আর্থিক সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে ফিরে আসলো মন্টি। আবার মন্টি তার সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য পড়াশোনা শুরু করল। সেই একাদশী কিশোরিটি এখন ষোড়শী। দশম শ্রেণির ছাত্রী। বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। স্টুডেন্টস কেবিনেটের বন্ধুরা সাথে আছে।

এভাবেই দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসায় কাজ করে যাচ্ছে স্টুডেন্টস কেবিনেটের বন্ধুরা। ঝড়ে পড়া স্বপ্নগুলোকে সহযোগিতার আলো দিয়ে পথ দেখানো, শিশুকাল থেকে গণতন্ত্রের চর্চা

এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখন-শিখানো কার্যক্রমে শিক্ষকমণ্ডলীকে সহায়তা করা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ও ঝড়ে পড়া (Drop out) রোধে সহযোগিতা করা; শিখন-শিখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্টুডেন্টস কেবিনেট বদ্ধপরিকর।

৬.০ শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের চ্যালেঞ্জসমূহ

- ❖ বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট শিশু বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অনাপত্তি/সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে অনেক প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়ে থাকে। ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।
- ❖ নতুন কোন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ/প্রাপ্তি একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে থাকে।
- ❖ অনেক সময় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিশুদের ব্যবহার্য নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয় না। ফলে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়। এতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপশি ঐ সকল অবকাঠামো থেকে উপকার পেতে বিলম্ব হয়ে থাকে।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশের ১২ জন সেরা প্রতিভা ছাত্র/ছাত্রী নির্বাচন করা হয়। যাদের প্রত্যেককে ১ (এক) লক্ষ করে টাকা ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ১২ জন সেরা প্রতিভা প্রতিবছর

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	বিদেশে শিক্ষা সফরে যায়। প্রতিবারের ন্যায় আগামি ২০১৯-২০ অর্থবছরেও এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে; ● শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের নিকট আরো বেশি আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করতে দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্ব স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিবারের ন্যায় আগামি ২০১৯-২০ অর্থবছরেও জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ আয়োজন করা হবে; ● স্কুল, কলেজ স্তরের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিবছর শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় আগামি ২০১৯-২০ অর্থবছরেও এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে; ● শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনামূল্যে ৩৫.৪৫ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে; ● ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা এবং ছাত্রীদের বাল্য বিবাহ রোধকল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪৬.৬৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	● ৩০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং ৩২৫০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে মোট ৬২৫০টি বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং পরিবেশ উন্নত করা হবে। এর জন্য ব্যয় হবে প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা; ● নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ/উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বই-পুস্তক, খেলাধুলার সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা ও শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করা হবে; ● প্রায় ২৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে, যার মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীরা আত্মমর্যাদাবান, দেশ প্রেমিক ও আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	● দেশের ৩টি পার্বত্য জেলার বিদ্যমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে এবং চাহিদা অনুযায়ী নতুন আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	করা হবে। চাহিদা নিরুপণের লক্ষ্যে ১টি সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে; ● নতুন একাডেমিক ভবন ও হোস্টেল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে হাওর এলাকা এবং চরাঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে। এ ছাড়া হাওর এলাকার নির্বাচিত ১০টি উপজেলা সদরে নতুন ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে; ● এম.পি.ও. ভুক্ত বালিকা বিদ্যালয়সমূহে সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে মেয়ে শিশুদের শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

৮.০ উপসংহার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, শিক্ষাবোর্ড, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সমন্বিত তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা ও ই-সেবা চালুকরণের লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়, সংস্থাসমূহ ও বোর্ডসমূহের মধ্যে অনলাইন তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধা নিশ্চিত করা যাবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের পাঠদানসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মনিটরিং ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা যাবে। মাতৃভাষার পাশাপাশি বিদেশী ভাষার দক্ষতা শিশুদের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে আরো বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে জাতীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবেই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ একটি শিক্ষিত, দক্ষ, আত্ন-নির্ভরশীল, আত্ন-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ভবিষ্যত প্রজন্ম গঠনের উদ্দেশ্যে শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

অধ্যায়-৪

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

১.০ ভূমিকা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং কার্যাবলির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সার্বিক জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত। এ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ পর্যালোচনায় প্রতিভাত হয় যে, শিশু স্বাস্থ্যসেবা জোরদারকরণের লক্ষ্যে মূলত তিনটি ক্ষেত্রে যথা-শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ, শিশুদের অপুষ্টি হ্রাসকরণ এবং দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে সুস্থ্য ও সবল শিশু প্রসবকরণে এ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়া শিশুদের সম্প্রসারণ টিকাদান কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ এ বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ শিশুমৃত্যু রোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

বিডিএইচএস-২০১৪ অনুযায়ী সাম্প্রতিক বছরসমূহে বাংলাদেশ শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু এখনও এদেশে বছরে প্রায় ৭০,০০০ শিশু জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে মারা যায়, প্রতি ঘন্টায় মারা যায় ৮ জনেরও বেশি নবজাতক। ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর শতকরা ৬১ ভাগই মারা যায় জন্মের প্রথম মাসে এবং মোট নবজাতকের মৃত্যুর অর্ধেকই ঘটে জন্মের প্রথম দিনেই। এইসব শিশুরা মারা যায় নানাবিধ কারণে। তন্মধ্যে, সিংহভাগই মারা যায় সময়মত সঠিক পরিচর্যার অভাবে। মৃত্যু ছাড়াও এমন অনেক রোগ ব্যাধি আছে যা শিশুকে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু করে দেয় অথবা শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে ব্যহত করে।

২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার ২০৩৫ সাল নাগাদ প্রতিরোধযোগ্য শিশুমৃত্যুর অবসানে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০ এ নামিয়ে আনতে বাংলাদেশ এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের পাশাপাশি দেশে এবং বিদেশে সম্পাদিত গবেষণায় সফল প্রমাণিত কিছু কর্মসূচি ও কৌশলগত কর্মপন্থা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল নতুন কর্মসূচির বাজেটসহ এরই মধ্যে এইচপিএনএসপি এর এমসিআরএন্ডএএইচ অপারেশনাল প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং শিশুদের সুযোগ সুবিধা ও অধিকার সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থের বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরুপঃ

- ❖ স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যুগোপযোগী নীতিমালা ও বিধিবিধান প্রণয়ন;
- ❖ শিশু স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি এবং পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- ❖ মা, শিশু ও কিশোরী স্বাস্থ্য সেবা আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ;
- ❖ শিশু মৃত্যুরোধ ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে মায়েদের প্রশিক্ষণ, প্রচারণা ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহকরণ।

২.০ জাতীয় নীতি কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করা হল:

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ সবার জন্য মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং সেবা ও পুষ্টিমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব, সকল নাগরিকের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এই নীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই নীতিতে শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত নিম্নরুপ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছেঃ ● শিশু ও মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতা কমানো; ● শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো; ● শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ শিশু প্রসবের অবকাঠামো স্থাপন; ● প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা সম্প্রসারণ; ● মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ;	● মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা; ● কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে ২৪/৭ সার্ভিস চালু করা; ● পুষ্টিসেবা প্রদান; ● জন্মের পর পরই নবজাতককে বুকের দুধ খাওয়ানো; ● Infant and Young Child Feeding (IYCF) কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশব্যাপী ভিটামিন-এ ও ফলিক এসিড বিতরণ; ● মা ও শিশু কেন্দ্রে কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ;

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
• প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা সকল সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় পৌঁছানো; • সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো।	• কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা; • Essential Service Package (ESP) বাস্তবায়ন; • মা ও শিশুদের সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা; • নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, জন্মনিবন্ধন ও শিশু অধিকার বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; • প্রশিক্ষিত ধাত্রী (সিএসবি) তৈরি; • স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত জনবলের প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা প্রদান; • সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়ন ও সংস্কার; • কর্মশালা / সেমিনার, তথ্য / উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা।
জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ জাতীয় পুষ্টি নীতি-২০১৫ এর মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের জন্য, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের, উন্নততর পুষ্টি সেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। এ নীতির শিশু সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিম্নরুপঃ • শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও ল্যাকটেটিং মায়েদের পুষ্টির উন্নয়ন; • শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসকে উৎসাহিত করা; • শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ; • শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন।	
সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশু মৃত্যুরহার কমিয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে ২৭ (নবজাতকের ক্ষেত্রে ২০) জনে নিয়ে আসা; টিকাদান, হাম (১২ মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে) ১০০ শতাংশে উন্নীত করা ইত্যাদি লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর দ্বারা প্রসবসেবা ৫৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা।	
চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSP) কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমানে যেসকল নাগরিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা। বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। HPNSP-এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপঃ	

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
• স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান; • মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই), বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন; • শিশু মৃত্যু রোধ, শিশুদের পুষ্টি ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে মায়েদের প্রশিক্ষণ ও প্রচারণা ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ; • জন্ম নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন; • কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)-২০৩০ এ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাত সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মাতৃ, নবজাতক, শৈশব স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি সেবা। এ লক্ষ্যসমূহ অর্জন ও বাস্তবায়নে পরিকল্পনা কমিশনের অধীন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED) কর্তৃক প্রণীত SDGs Mapping মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১২টি Target-এর মোট ২২টি Indicator মাতৃ, নবজাতক ও শৈশব সম্পর্কিত। উল্লেখ্য যে, এসডিজি-৩ এর ২০টি ও এসডিজি-২ এর ২টি Indicator বাস্তবায়নে Lead Ministry এবং এসডিজি-৪ এর ১টি Target-এর ১টি Indicator বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় Co-Lead Ministry হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত। এর মধ্যে ২টি Indicator স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট, যা হলো (১) Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods এবং (২) Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 years) per 1,000 women in that age group। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য Indicators বাস্তবায়নে এ বিভাগ কো-লীড ও সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।	

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত তিন বছরের অর্জন

- বিগত তিন অর্থ বছরে দেশ ব্যাপি শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যাবলি পরিচালিত হয়েছে। নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবার আওতায় ৪১১ জন চিকিৎসক, ৩৫৩২ জন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং ৫৩১৯ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের নবজাতক শিশুদের পরিচর্যা বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নবজাতকের সমন্বিত সেবা কার্যক্রম (সিএনসি) এর আওতায় ৬৬৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৬ জন চিকিৎসক এবং ১৩৫ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে Kangaroo Mother Care (KMC) এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিশু স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ যথা এমক্সিসিলিন, জেন্টামাইসিন, এন্টানেটাল কর্টিকস্টেরয়েড, ৭.১% ক্লোরোহেক্সিডিন এবং বিভিন্ন সামগ্রী যেমন ব্যাগ এন্ড মাস্ক এবং Baby weighing scale এর জন্য বিভিন্ন ধরনের লজিষ্টিক ইউনিট চালু রয়েছে। শিশু মৃত্যুরোধ এবং শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষার সেবা কার্যক্রমের মান, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, প্রতিরোধযোগ্য সংক্রামক রোগ ও মায়েদেরকে শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার উপর জোড় দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ইপিআই কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এ বিভাগের অধীন জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (নিপোর্ট) এর ব্যবস্থাপনায় শিশুর প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে ১৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

- শিশুর উন্নয়ন ও অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিভাগের সাম্প্রতিক অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-শিশু মৃত্যু (৫ বছরের নিম্নে) হার হ্রাস (২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ৪৯% থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩১%)। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে ২৪/৭ নরমাল ডেলিভারী সেবা চালু করা শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে অবদান রাখছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিগত অর্থ বৎসরসমূহে ১০ টি জেলা কার্যালয় ও ১১০ টি পরিবার পরিকল্পনা স্টোর সহ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ও ৩৫৭ টি নতুন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে দশ শয্যা বিশিষ্ট নতুন ৮৯ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, আরও ৭০ টি কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

❖ প্রশিক্ষিত ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসবের হার বৃদ্ধি পেয়েছে [৪২.১% (বিডিএইচএস-২০১৪) হতে ৫০% (বিএমএমএস-২০১৬)] এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বৃদ্ধি পেয়েছে [৩৭.৪% (বিডিএইচএস-২০১৪) হতে ৪৭% (বিএমএমএস-২০১৬)]। ১ বছর বয়সের নিচের শিশুদের পূর্ণ টীকা প্রাপ্তির হার ৭৫% হতে ৮২.৩% এ উন্নীত হয়েছে। অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে IYCF কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশব্যাপী ভিটামিন-এ ও ফলিক এসিড বিতরণের ফলে শিশুদের পুষ্টিমান উন্নীত হয়েছে। এসভিআরএস-২০১৫ অনুযায়ী প্রতি ১০০০ কিশোরী মায়েদের জন্য সন্তান জন্মদানের হার ৭৫% যা আগামী ২০২২ এর মধ্যে ৭০% এ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে মোট প্রজনন হার ২.৩ (বিডিএইচএস-২০১৪) হতে ২.০৫ এ (এসভিআরএস-২০১৭) হ্রাস পেয়েছে।

৪.০ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
বিভাগের মোট বাজেট	৫৭.৮৮	৫২.২৮	৩৮.০৩
পরিচালন বাজেট	৩৪.৫৮	৩১.২৮	২৪.৮০
উন্নয়ন বাজেট	২৩.৩০	২১.০০	১৩.২৩
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২৪.৮৯	২১.৪৬	১২.৬০
পরিচালন বাজেট	১৪.৮৭	১২.৮৪	৯.০৪
উন্নয়ন বাজেট	১০.০২	৮.৬২	৩.৫৬
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮,৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.২০	০.২১	০.১৭
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	১.১১	১.১৩	১.১৮
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.০৯	০.০৮	০.০৬
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.৪৮	০.৪৬	০.৩৯
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**৪৩.০০**	**৪১.০৫**	**৩৩.১৩**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

এ অর্থবছরে এ বিভাগের মোট ব্যয়ের ৪১.০৫ শতাংশ শিশুকল্যাণে নিয়োজিত। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বরাদ্দ ছিল বিভাগের বাজেটের ৩৩.১৩ শতাংশ। বিভাগটি পরিচালন বাজেটের অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যাদের বেশিরভাগই শিশু-কেন্দ্রিক।

৫.০ কেস স্টাডি/উত্তম চর্চা

জীবন গড়ার পরিকল্পনা (একজন জিন্নাতের গল্প)

জিন্নাত ফেরদৌসী একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা। বর্তমান কর্মস্থল সন্ধানপুর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। বাবা এ কে এম সাহাবুদ্দিন একজন কৃষক আর মা শাহনাজ বেগম হচ্ছেন গৃহিনী। তারা ২ ভাই ২ বোন। ৪ ভাইবোনের মধ্যে সে তৃতীয়। বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার সিংগুড়া গ্রামে। ছোট বেলা থেকেই অভাবের সংসারে বড় হওয়া। নিজের চোখের সামনে মায়ের সর্বশেষ সন্তানকে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখে সে মনে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল। সেই থেকে তার মনের ইচ্ছা, সে আর কোন মায়ের সন্তানদের এভাবে অসুস্থ হয়ে সহজে মৃত্যুবরণ করতে দেবে না। তাই স্কুল ও কলেজের গন্ডি পেরিয়ে সে স্বপ্ন দেখে ডাক্তার-নার্স হবার। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তার স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে ভেঙে পড়ে। এলাকার পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার সাথে তার পূর্ব পরিচয় ছিল। সে একদিন কথা প্রসঙ্গে জিন্নাতকে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা হিসেবে তার স্বপ্নপূরণ করার সুযোগের কথা বলে। ডাক্তার-নার্স না হয়েও যে মা-শিশুদের সেবা করা যায় তা এ সেবাপ্রদানকারীর কথায় সে বুঝতে পারে। ২০১৫-১৬ সালে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে সে আবেদন করে। এরপর ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে সে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ১৮ মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এর তত্ত্বাবধানে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এফডব্লিউভিটিআই) গুলোতে পরিচালিত হয়। জিন্নাত ফেরদৌসী টাঙ্গাইল পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এফডব্লিউভিটিআই) এ ১৮ মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। দীর্ঘ প্রশিক্ষণ শেষে ডিসেম্বর ২০১৭ সালে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারী কাউন্সিল (বিএনএমসি) দ্বারা পরিচালিত এবং নিপোর্টের তত্ত্বাবধানে চুড়ান্ত পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ২০১৮ সালে সে প্রশিক্ষিত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা হিসেবে বর্তমান কর্মস্থলে যোগদান করে অদ্যাবধি সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তার এলাকার মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে সে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আজ তার সেই এফডব্লিউ আপার কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। তার পরিবারের অভাব ঘুচে সচ্ছলতা ফিরেছে। সে স্বপ্ন দেখে, তার মত আরও মেয়ে শিশু ভবিষ্যতে বড় হয়ে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এর পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ১৮ মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে নিজ এলাকা তথা বাংলাদেশের মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।

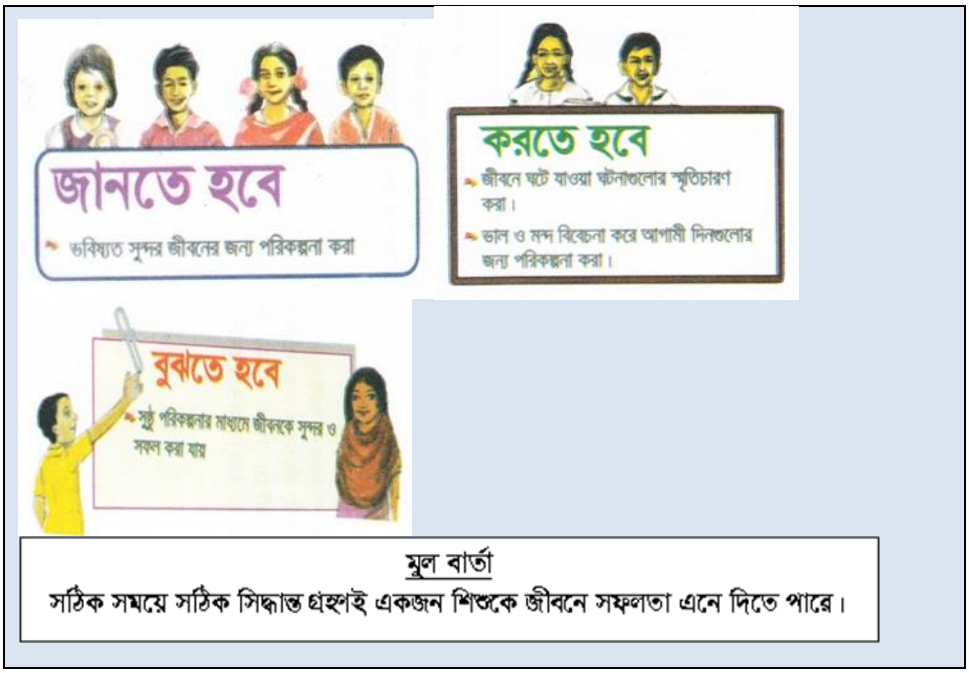

৬.০ শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের চ্যালেঞ্জসমূহ

- ❖ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের জন্য বাজেট পৃথক করা সম্ভব হয়নি;
- ❖ আন্ত:সংস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় এবং সহযোগিতার অভাব;
- ❖ প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক ও প্রনোদণা সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের সমস্যা;
- ❖ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সম্পর্কিত সার্ভে/গবেষণা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষিত জনবল ঘাটতি;
- ❖ গবেষণা লব্ধ তথ্য সেবা প্রদানকারীদের দ্বারা শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে যথাযথ বাস্তবায়নের সমস্যা;
- ❖ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য যেসব সেবা প্রদান করা হয়, সেসব সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকায় পৌঁছানো কষ্টকর (Hard to Reach Areas);

- ❖ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে ২৪/৭ নরমাল ডেলিভারী সেবা চালুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে;
- ❖ শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• সমন্বিত নবজাতক সেবা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, জন্মনিবন্ধন ও শিশু অধিকার বিষয়ে ৭৫৭৫ জন স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা; • শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা জারী; • মা, শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ৬৫০০ টি অডিও বার্তা প্রস্তুত ও প্রচার; • মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি বিষয়ক ১৪০টি ক্যাম্পেইন আয়োজন; • বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কর্মী (CSBA) দ্বারা ১৮০০টি গর্ভকালীন সেবা; • জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নবজাতককে বুকের দুধ খাওয়ানো; • রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধে ১৫০০ কিশোরীকে আয়রন ফলিক এসিড প্রদান; • ১১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ; • ১৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ; • ১৩ টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ; • প্রায় ৮০০ জন সেবা প্রদানকারীকে নিপোর্ট-এর মাধ্যমে মৌলিক প্রশিক্ষণ; • ১৯০ জন মিডওয়াইফ ও নার্সকে ইভিডেন্স বেইজড প্র্যাক্টিস (ইবিপি) বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	• শিশুদের জন্য গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ সম্প্রসারণ; • প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩৯১৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ৬৬টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে ৮টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি এবং ৯টি নার্সিং কলেজ নির্মান করা হবে।

৮.০ উপসংহার

সুস্থ শিশুই এনে দিতে পারে একটি সুন্দর আগামী। আগামীর শিশুদের জন্য চাই উপযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সুস্থ, সুন্দর, মমতাময় পরিবেশ। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সময়োপযোগী গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিসেবা এবং কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে একটি সুস্থ-সবল সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, এ বিভাগ অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরকেও একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে যাতে তারা আগামীর উন্নত বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু একটি সুস্থ জীবন পাক এবং দেশের উন্নয়নে উপযুক্ত যোগ্যতার পরিচয় রাখুক এটাই কাম্য।

অধ্যায়-৫
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতাভুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অন্যতম। এ বিভাগের আওতাভুক্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে ২৯টি জেলা হাসপাতাল, ৩১টি জেনারেল হাসপাতাল, ১৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ২২টি বিশেষায়িত/স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং ৪২৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পরিচালন বাজেটের অর্থায়নে দেশব্যাপী সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সব হাসপাতালের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান একটি অন্যতম কাজ। প্রায় সকল হাসপাতালেই নবজাতক এবং শিশুদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ড বা বিশেষ ইউনিট রয়েছে। শিশুদের সংক্রামক রোগ মোকাবেলার জন্য বিশেষায়িত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ নিয়মিত অনুদান প্রদান করে থাকে। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ছাড়াও এ বিভাগের অধীনস্থ অন্যান্য অধিদপ্তর/প্রকৌশল সংস্থা শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২.০ জাতীয় নীতি কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম মূলত: সেক্টরভিত্তিক কর্মসূচি। বর্তমানে ১৯টি অপারেশনাল প্লান ও ৩১টি প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ এবং কার্যক্রম সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১: ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূল উদ্দেশ্য হল সবার জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ নীতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সকল নাগরিকের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের	• পুষ্টিহীনতার মাত্রা কমানো, বিশেষ করে শিশু ও মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতা কমানো; • শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমানো; • শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ শিশু প্রসবের অবকাঠামো স্থাপন; • মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব।	সুযোগ সম্প্রসারণ; ● প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহেও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান; ● সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো।
জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫: ২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় পুষ্টি নীতির মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের উন্নততর পুষ্টি, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের পুষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।	● সকল জনগণের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন, বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও ল্যাকটেটিং মায়েদের পুষ্টির উন্নয়ন; ● সবার জন্য বিভিন্ন ধরনের পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসকে উৎসাহিত করা; ● পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ; ● পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন; ● দেশব্যপী পুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে নিয়মিতভাবে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-২০১৯ এর প্রতিপাদ্য- “খাদ্যের কথা ভাবলে, পুষ্টির কথাও ভাবুন”।
৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি ২০১৭-২২): ৪র্থ এইচপিএনএসপি’র মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমানে যে সকল নাগরিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে আছে বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা। এর আওতায় স্বাস্থ্য খাতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া	● সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে নতুন ৩টি টিকা সংযোজন; ● কর্মক্ষমতা, দক্ষতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস; ● মাঠ পর্যায়ে প্রদত্ত সেবার বৃহত্তর প্রায়োগিক সমন্বয় এবং একটি কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থাসহ অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ (ইএসপি) হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন; ● দরিদ্র, বয়স্ক, দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী, বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন ব্যক্তি এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাত এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ ও অংশীদারিত্ব স্থাপনে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ;

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
হবে। কর্মসূচিটি জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।	• অলটারনেটিভ মেডিকেল কেয়ারের মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান; • একটি 'স্বাস্থ্য জনশক্তি কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা' বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাসহ স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান; • জনস্বাস্থ্যের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান, প্রতিরোধমূলক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিত বিনিয়োগ এবং স্থানীয় জনগণের বর্ধিত অংশগ্রহণ সুদৃঢ় করা; • জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আন্তঃখাত কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন রীতি ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অসংক্রামক রোগের চাপ প্রতিরোধ; • বিদ্যমান, নতুন ও পুনরাবির্ভূত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা; • পরিবীক্ষণ, তথ্য-উপাত্তের মান এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ; • স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, চাহিদা-ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব প্রদান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত অর্থায়নের উপযোগিতা তুলে ধরা।
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs): টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Mapping মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১২টি Targets-এর মোট ২৩টি Indicators (এসডিজি-৩ এর ২১টি ও এসডিজি-২ এর ২টি Indicators) বাস্তবায়নে Lead Ministry এবং এসডিজি-৪ এর ১টি Target-এর ১টি Indicator বাস্তবায়নে Co-Lead Ministry হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এর মধ্যে ২১টি	• স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচি, "স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি)" বাস্তবায়ন করছে; • এসডিজি'র ৩নং অভীষ্ট অর্থাৎ ২০৩০ সাল নাগাদ ৫-বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার (U5MR) প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২৫-এর নীচে নামিয়ে আনা এবং নবজাতকের মৃত্যু হার (NMR) প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১২-এর নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; • ৪র্থ সেক্টর প্রোগ্রাম মোট ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের (ওপি) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে ১৯টি স্বাস্থ্যসেবা

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
Indicators স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট। এছাড়াও স্বাস্থ্য খাতের অন্যান্য Indicators বাস্তবায়নে এ বিভাগ কো-লীড ও সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।	বিভাগের আওতাভুক্ত। ওপিসমূহের মধ্যে ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস, ম্যাটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ (এমএনসিএইচ), কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি), লাইফ স্টাইল এন্ড হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন (এলএইচইপি), হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম), ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (পিএফডি) ওপি'র আওতায় শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান, অবকাঠামো সৃষ্টিসহ সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ প্রদান, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে; • স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হচ্ছে। এ সকল হাসপাতালে শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত তিন বছরের অর্জন

- ❖ ১টি জাতীয় নবজাতক কৌশলপত্র তৈরী করা হয়েছে। প্রণীত কৌশলপত্রের আলোকে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- ❖ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং জেনারেল/জেলা হাসপাতালে ৫৪টি Special Care Newborn Units (SCANU) স্থাপন করার মাধ্যমে নবজাতকের চিকিৎসা সেবা প্রদান;
- ❖ Emergency Triage Assessment and Treatment (ETAT) কার্যক্রমের অধীনে ৬০ জন ডাক্তার ও ৮৭২ জন নার্সকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ❖ Helping Babies Breathe (HBB) initiative-এর উপর ৫৬টি ব্যাচে মোট ১,১১৫ জন ডাক্তারকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ❖ ২০১৪ সালে দেশব্যাপী ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী ৫.৩০ কোটি শিশুকে হাম-রুবেলা (MR) টিকা প্রদান;
- ❖ কিশোরীদের জরায়ু ক্যান্সার রোধে HPV টিকা সংযোজন এবং গাজীপুরে পাইলটিং সম্পন্ন;

- ❖ জাপানিজ এনকেফালাইটিজ (JE) প্রতিরোধে সার্ভিলেন্স কার্যক্রম শুরু এবং ২০১৭ সালে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ❖ ইপিআই সংক্রান্ত তথ্য DHIS-2 (District Health Information System-2) এ সংযোজন এবং ইপিআই ট্র্যাকার সংযোজন;
- ❖ বিভিন্ন ধরনের টিকার গুনগত মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য Long Range Vaccine Carrier and Chilled Icepack সংযোজন;
- ❖ টিকা আইন ২০১৮, জাতীয় টিকা নীতি, Urban immunization strategy হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলছে;
- ❖ Polio preparedness and outbreak response plan and Polio transition plan অনুমোদন;
- ❖ জন্মের সময় শিশুদের নাভিতে ৭.১% chlorhexidine-এর ব্যবহারের সম্প্রসারণ;
- ❖ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ধাত্রী সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ❖ নতুন ৩টি টিকা যথা- Hib, MR এবং PCV ও IPV সংযোজনের মাধ্যমে টিকাদান কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ;
- ❖ সকল উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে সমন্বিত শিশু চিকিৎসা (Integrated Management of Childhood Illness-IMCI) এবং পুষ্টি কর্ণারের মাধ্যমে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মানসম্মত সেবা প্রদান;
- ❖ বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষক, কিশোর-কিশোরী এবং সেবাদাতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ❖ জেলা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোতে Adolescent Friendly Health Services (AFHS) প্রতিষ্ঠা;
- ❖ 'ক্ষুদে ডাক্তার' কর্মসূচি প্রচলনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;
- ❖ দেশের ৫৫টি উপজেলায় 'ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং' কার্যক্রমের আওতায় মোট ৬৯,০৪৫ জন দরিদ্র মায়ের নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণ;
- ❖ শিশুদের পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে প্রচার কার্যক্রম জোরদার;

- ❖ বাড়িতে স্বাভাবিক প্রসবে সহায়তার জন্য Community Based Skilled Birth Attendant (CSBA) দেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ❖ বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মাতৃ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে স্কুলস্বাস্থ্য কর্মসূচির মোট ১,৮০০টি স্কুলে বিস্তৃতকরণ;
- ❖ সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেনারেল/জেলা হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে (MCWCs) জরুরী ভিত্তিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- ❖ অলটারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;

৪.০ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
বিভাগের মোট বাজেট	১৯৯.৪৫	১৮১.৬৬	১৩০.৪১
পরিচালন বাজেট	১০০.০৮	৯১.২৬	৭৬.৯৯
উন্নয়ন বাজেট	৯৯.৩৭	৯০.৪১	৫৩.৪২
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৯৪.২০	৭৮.৩১	৪৪.৮১
পরিচালন বাজেট	৪৭.২৭	৩৫.১৬	২৭.৮৬
উন্নয়ন বাজেট	৪৬.৯৩	৪৩.১৫	১৬.৯৫
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮,৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.৬৯	০.৭২	০.৫৮
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	৩.৮১	৩.৯১	৪.০৬
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.৩৩	০.৩১	০.২০
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	১.৮০	১.৬৯	১.৪০
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**৪৭.২৩**	**৪৩.১১**	**৩৪.৩৬**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুসহ দেশের সকল জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। এ বিভাগের মোট ব্যয়ের ৪৭.২৩ শতাংশ শিশুদের কল্যাণে নিবেদিত। বিভাগটি অধিদপ্তর ও

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে পরিচালন বাজেটের আওতায় দেশব্যাপী হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এসব হাসপাতাল তাদের নৈমিত্তিক কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে শিশুদেরও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। প্রায় সকল হাসপাতালেই নবজাতক এবং শিশুদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ড বা বিশেষ ইউনিট রয়েছে। বাজেটে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ব্যয় স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকলেও নবজাতক এবং শিশুদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড ও ইউনিটগুলোর ব্যয় পৃথকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। সুতরাং, এই বিভাগের শিশু-কেন্দ্রিক ব্যয় ৪৭.২৩ শতাংশ দেখানো হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা আরো বেশি হবে।

৫.০ কেস স্টাডি/উত্তম চর্চা

শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যায় IMCI

শিশু মৃত্যু রোধে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে সমন্বিত শিশু চিকিৎসা কার্যক্রমকে মূল কৌশল হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৪র্থ সেক্টর প্রোগ্রামে MNC&AH অপারেশনাল প্ল্যানের আওতাধীন এনএনএইচপি এন্ড আইএমসিআই প্রোগ্রাম নবজাতক ও ০-৫৯ মাস বয়সের মধ্যে সংঘটিত শিশু মৃত্যু হ্রাসকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (৫ বছরের শিশু মৃত্যু ২০৩০ সাল নাগাদ ২৫/ ১০০০ জন জীবিত জন্মে) অর্জনে কাজ করে চলেছে। ২০১৮ সালে সারা দেশে সমন্বিত শিশু চিকিৎসা কর্ণারসমূহে প্রায় ৭৫,১১,৬১০ জন শিশুকে (অনুর্দ্ধ ৫ বছর) সেবা প্রদান করা হয়েছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো এটি একেবারে জনগণের দোড়গোড়ায় এবং এই চিকিৎসার জন্য খরচ অত্যন্ত কম।

মাহির সুস্হতা- পরিবারে স্বস্তিঃ

মাহির বয়স ৪ বছর ৬মাস। তার বাবা মনির ও মায়ের নাম জুঁই। বগুড়ার শেরপুর উপজেলার শান্তিনগরে বাস করেন মনির ও জুঁই পরিবার। তাদের ২ সন্তানের মধ্যে মাহি ছোট। প্রানবন্ত মেয়ে মাহি সারা দিন দুষ্টুমি করেই সময় কাটায়।

সপ্তাহ খানেক আগে মাহির হালকা ঠান্ডা লাগে। ওর মা ভেবেছিলো হালকা ঠান্ডা এমনিতেই সেরে উঠবে। কিন্তু দুই দিন পর থেকে ঠান্ডা বেড়ে গেল এবং সাথে ১০২°-১০৩° ফারেনহাইট জ্বর। বাড়ির পাশের ফার্মেসী থেকে ঔষধ কিনে খাওয়ানো শুরু করলো জুঁই। এভাবে ২/৩ দিন চলার পর তারা লক্ষ্য করলো মাহির জ্বর কমছে না, তাছাড়া শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে এবং সাথে কাশি। রাতে কাশি বেড়ে যায় এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। জুঁইয়ের মায়ের পরামর্শে ১৫ এপ্রিল ২০১৯ মাহিকে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান জুঁই। সেখানে আইএমসিআই কর্নারে কর্মরত উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মোঃ নজরুল ইসলাম মাহিকে পরীক্ষা করেন। মাহি ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছিলো, তিনি হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করেন, হৃদস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে ৫০ বার। তবে লক্ষ্য করেন রোগীর বুক তেমনভাবে ডেবে যায়নি। তিনি থার্মোমিটারের সাহায্যে জ্বর পরিমাপ করেন, মাহির শরীরের তাপমাত্রা তখন ১০১° ছিলো। শারীরিক ভাবে শিশুটির অপুষ্টির লক্ষণ বিদ্যমান ছিলো। মোঃ নজরুল ইসলাম রোগীর দ্রুত শ্বাস-নিউমোনিয়া সনাক্ত করেন। তিনি দ্রুত রোগীর নেবুলাইজেশন শুরু করেন, প্রেসক্রিপশন করে দেন এবং সে অনুযায়ী ঔষধ খাওয়ানোর জন্য বলেন এবং অপুষ্টির জন্য সুষম খাদ্যসবজি ও ফলমূল খাওয়ানোর পরামর্শ দেন। মাহিকে দুই দিন পর পুনরায় ফলোআপের জন্য নিয়ে আসতে বলেন। জুঁই বাড়িতে গিয়ে প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করে নেবুলাইজেশন করান এবং ঔষধ খাওয়ান। দুই দিন নিয়মিত ঔষধ খাওয়ানোয় রোগী স্বাভাবিক হতে শুরু করে। মাহিকে নিয়ে ১৭ এপ্রিল ২০১৯ পুনরায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইএমসিআই কর্ণারে নিয়ে আসেন তার মা। সেখানে মোঃ নজরুল ইসলাম পুনরায় পরীক্ষা করে মাহির শারীরিক অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করেন। তিনি আগের মতো ঔষধ চালিয়ে যেতে বলেন এবং পাঁচ দিন পর আবারো ফলোআপে আসতে বলেন। তদানুসারে জুঁই তার মেয়েকে নিয়ে ৫ দিন পর হাসপাতালের আইএমসিআই কর্নারে আসেন এবং এসময় নজরুল লক্ষ্য করেন মাহি পুরোপুরি সুস্থ্য। তিনি মাহিকে এক ডোজ কৃমিনাশক, আয়রন ও ভিটামিন ট্যাবলেট খাওয়ানোর পরামর্শ দেন। পরিশেষে জুঁইকে সঠিক সময়ে চিকিৎসা নেয়া এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার জন্য কাউন্সেলিং করেন।

সাব এসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মোঃ নজরুল ইসলাম ২০০৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এমএনসিএন্ডএএইচ অপারেশনাল প্লানের

আওতাধীন আইএমসিআই প্রোগ্রাম পরিচালিত ১১ দিনের আইএমসিআই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। যা ৫ বছরের নীচের শিশুদের মৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে তাকে প্রতিরোধযোগ্য এবং চিকিৎসাযোগ্য রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

৬.০ শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের চ্যালেঞ্জসমূহ

- ❖ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতাদের সচেতনতা ও যথাযথ শিক্ষার অভাব;
- ❖ যথাযথভাবে বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন;
- ❖ পুষ্টি কার্যক্রমের অপ্রতুলতা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;
- ❖ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে সেবা প্রদানকারীদের শূন্য পদ দ্রুত পূরণ;
- ❖ যথাসময়ে অর্থ ছাড়, বিশেষত: ইপিআই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এককালীন অর্থ ছাড়।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহীতব্য কার্যক্রম
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের শিশুকেন্দ্রিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনাসমূহ	• সার্বক্ষণিক Basic Emergency Obstetric Care (BEmOC) এবং Comprehensive Emergency Obstetric Care (CEmOC) সেবা প্রদানের মাধ্যমে মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান; • হালনাগাদকৃত ও ৪র্থ এইচপিএনএসপিতে অন্তর্ভুক্ত 'অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ (ইএসপি)' অনুযায়ী শিশুদের সেবা প্রদান; • ডায়রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ, হাম, ম্যালেরিয়া, ইত্যাদির চিকিৎসা প্রদান; • অপুষ্টির জন্য শিশুদের নিয়মিত চিকিৎসা প্রদান; • ১ বছরের নীচের শিশুদের প্রতিটি টিকার হার জাতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে ৯৫% এবং প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে ৯০% এ উন্নীত করা এবং তা বজায় রাখার মাধ্যমে টিকা-দান কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করা; • ৫ ডোজ টিটি টিকার হার জাতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে ৮০% এবং প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে ৭৫% এ উন্নীত করা; • পোলিও রোগ নির্মূল অবস্থা বজায় রাখা; • ২০১৮ সালের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে হাম ও রুবেলা টিকার হার ৯৫%-এ

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহীতব্য কার্যক্রম
	উন্নীত করে হাম ও রুবেলা দূরীকরণ পর্যায়ে উন্নীত হওয়া এবং কনজেনিটাল রুবেলা সিন্ড্রোম (সিআরএস) নিয়ন্ত্রণ করা; • দুর্গম এলাকায় ও পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে, বিশেষত: সিলেট এবং চটগ্রামে, এসেন্সিয়াল নিউবর্ন এন্ড চাইল্ড হেলথ সার্ভিস নিশ্চিত করা; • নবজাতকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, যেমন- জরুরী নবজাতক সেবা, নবজাতকদের শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সেবা (এইচবিবি), ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (কেএমসি), কম্প্রিহেন্সিভ নিউবর্ন কেয়ার প্যাকেজ (সিএনসিপি) ও স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট (স্ক্যানু)/নিউবর্ন স্ক্রিনিং ইউনিট (এনএসইউ) ইত্যাদি বাস্তবায়ন; • পুষ্টি সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান এবং অনুপুষ্টি-কণা সম্পূরণ; • শিশুদের জন্য নিরাপদ ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ বিতরণ নিশ্চিত করা; • আচরণ পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগের (BCC) মাধ্যমে এবং তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন রীতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; • স্বল্প ওজনের নবজাতক পরিচর্যার জন্য ২০২২ সালের মধ্যে আরও ১০০টি ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার কর্ণার প্রতিষ্ঠা; • সকল পর্যায়ের IMCI কর্ণারসমূহের উন্নয়ন ও চিকিৎসা প্রদান অব্যহত রাখা; • মুমূর্ষু নবজাতকের চিকিৎসায় ২০২২ সালের মধ্যে দেশের অবশিষ্ট ১৭টি জেলায় SCANU প্রতিষ্ঠা; • ম্যালেরিয়া নির্মূল, এটিডি কন্ট্রোল, কালাজ্বর নির্মূল, জুনোটিক ডিজিজেস কন্ট্রোল এবং এআরসি, ভাইরাল হেপাটাইটিজ ও ডাইরিয়াল ডিজিজ নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল অপারেশনাল প্ল্যান থেকে শতকরা ১০ ভাগ অর্থ ব্যয় করা।

৮.০ উপসংহার

একমাত্র সুস্থ শিশুই এনে দিতে পারে একটি সুন্দর আগামী। শিশুদের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ। সুস্থ-সুন্দর পরিবেশের মধ্যে শিশুদের গড়ে তোলার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ প্রতিবন্ধী শিশুদেরও একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রতিটি শিশু যাতে

বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

অধ্যায়-৬
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

শিশুরাই দেশের ভবিষ্যত। এ সত্যটিকে অনুধাবন করেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে শিশু সুরক্ষাসহ সকল অধিকার নিশ্চিত করেছেন। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের পূর্বেই ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই তাঁর জন্মদিন ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, শিশুর পুষ্টি-স্বাস্থ্য-সেবা শিক্ষা নিশ্চিকরণ, শিশু নির্যাতন বন্ধ, শিশু পাচার রোধে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের প্রত্যাহার ও পুনর্বাসন, নিরাপত্তা বিধান এবং শিশুর সামগ্রিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রদান কাজ হল শিশু অধিকার বাস্তবায়ন এবং শিশু সুরক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। এ সংক্রান্ত সরকারের নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের সমন্বয়ের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয় পালন করে থাকে।

২.০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
শিশু আইন, ২০১৩ জাতিসংঘে শিশু অধিকার কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ কনভেনশনের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিশু আইন,২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এ আইনে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	• ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা সেবা নিশ্চিতকরণ; • শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে শিশুর মনন, মেধা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ; • সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন; • জেলা শিশু কমপ্লেক্স ভবন স্থাপন; • ৬টি বিভাগীয় শহরে শিশু সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা; এবং

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
	• মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র স্থাপন।
জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১: ২০১১ সালে সরকার জাতীয় শিশু নীতি গ্রহণ করেছে। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো সংবিধানের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিত করা। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং জাতীয় বাজেটে শিশুদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। জাতীয় শিশু নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরুপ: • সকল শিশুর জন্য বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, সামাজিক, আঞ্চলিক ও জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, বিনোদন ইত্যাদি অত্যাবশীয় সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিশুদের সর্বোচ্চ উন্নয়ন; • কন্যা শিশু, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ; • শিশুদেরকে সৎ, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ; • ভবিষ্যতে বিশ্ব চাহিদার সাথে তাল মেলানোর জন্য শিশুদেরকে একটি বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলা; • শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবনে প্রভাব পড়ে এমন যেকোন সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং • শিশু অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা।	• কিশোর-কিশোরী সুরক্ষা ক্লাব গঠনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধ, বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্য এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুগঠিত করা; • নিয়মিত শিশু পত্রিকা প্রকাশ; • শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ; • শিশুদের মেধা মনন বিকাশে বছর মেয়াদি সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ (সংগীত, নৃত্য, চিত্রাংকন, নাট্যকলা, আবৃত্তি, গীটার তবলা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, কম্পিউটার, সুন্দর হাতের লেখা, দাবা এবং বেহালা) প্রদান; • সুন্দর হাতের লেখা প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি; • শিশুদের সংগীত, নৃত্য, চিত্রাংকন, আবৃত্তি, গীটার অভিনয়সহ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; • শিশুতোষ চলচিত্র নির্মাণ; • উপজেলা পর্যায় থেকে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে জাতীয় পর্যায়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রদান; • শিশুদের জাপান, ভারত, তুরস্কসহ বিশ্বের অনেক দেশে ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি, ২০১৩ এ নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরুপঃ	• দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচি ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
• গর্ভাবস্থায় মায়েদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সহায়তা প্রদান করা, সুস্থ ও সবল শিশুর নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা এবং মা ও নবজাতককে ঝুঁকিমুক্ত রাখা • স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা প্রদানের মাধ্যমে শিশুর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা; • প্রারম্ভিক শৈশব হতে সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা; • সকল শিশুর জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা; • বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপযুক্ত ও সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা; • এতিম, অনগ্রসর ও গৃহহীন শিশুদের মৌলিক চাহিদা, বিশেষ করে খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা; • বৈষম্য থেকে সব শিশুকে সুরক্ষা প্রদান করা; • ঝড়ে পড়া শিশুদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা।	তহবিল কর্মসূচি; • শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ শিশুদের পুনর্বাসন করা; • গর্ভ হতে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুর বিকাশে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচি; • প্রারম্ভিক মেধাবিকাশ দক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক কর্মসূচি; • নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নের শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি; • নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নের শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি; • নারী ও শিশু উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রচারনা ও ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি; • অভিভাবক ও ঝড়ে পড়া শিশুদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি; • হরিজন শ্রেণির মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি,স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং শিশুদের লেখাপড়া নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি; • পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধকল্পে সাঁতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি; • শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি কেন্দ্রিয় কারাগার, বিলুপ্ত ছিটমহল, আশ্রয়ন প্রকল্প, যৌন পল্লীতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা।
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র (NSSS) ২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষার	• ইসিইআর (Enabling Environment For Child Right) প্রকল্পের আওতায় শিশু কিশোরদের ২০০০ টাকা ভাতা প্রদান;

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
আওতায় নিয়ে আসা। এ কৌশলপত্রে শিশুর উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছেঃ ● পরিত্যক্ত শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ভাতার প্রচলন; ● সবধরনের কর্মস্থলে শিশু কেন্দ্র স্থাপন; ● স্কুল টিফিন ব্যবস্থা প্রচলন ও এতিম শিশুদের জন্য ভাতা প্রচলন; ● দরিদ্র পরিবারের ৪ বছরের নিচে শিশুদের জন্য ভাতা প্রচলন; ● ১৮ বছরের নিচে সকল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রতিবন্ধী ভাতা প্রচলন করা।	● দরিদ্র শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা; ● বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন করা; ● সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ প্রদান এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা; ● হরিজন শ্রেণির মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং শিশুদের লেখা-পড়া নিশ্চিতকরণ; ● নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর আওতায় নির্যাতিত নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান; ● নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তার জন্য ৯টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ৬০টি ওয়ান-ষ্টপ ক্রাইসিস সেল, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফালিং ল্যাবরেটরি স্থাপন; ● নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদানের জন্য টোল-ফ্রি হেল্প লাইন ১০৯ চালুকরণ; এবং ● নারী ও শিশুদের জন্য ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট হৃদরোগ হাসপাতাল স্থাপন; ● বাল্যবিবাহ, পাচার, যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে উঠান বৈঠক, কর্মশালা, সভা সেমিনার আয়োজন করে নিম্নোক্ত আইন ও বিধিমালার বিষয়াদি জানানো: ➢ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০; ➢ জাতীয় শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮; ➢ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ ও
৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম ভিশন হলো শিশুর উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার মত অত্যাবশকীয় সেবার সুযোগ সকল শিশুর জন্য সম্প্রসারণ করা। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিশু সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরুপ: ● সরকারি নীতিসমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা; ● স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা; ● সকল শিশুর জন্য প্রারম্ভিক যত্ন ও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা; ● সকল শিশুর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা; ● শিশুর সেবা প্রদানকারী ও মাতা-পিতাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান; ● ঝুঁকির মুখে থাকা শিশুদের জন্য সামাজিক	

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা; ● শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।	বিধিমালা, ২০১৮; ➢ যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; ➢ ডিএনএ আইন, ২০১৪; ➢ ডিএনএ বিধিমালা, ২০১৮; ➢ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, বিধিমালা, ২০১৩।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জেন্ডার সমতা। এখানে ১৭টি লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল লক্ষ্য মাত্রার মধ্যে বেশ কয়েকটিতে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট টার্গেট থাকলেও লক্ষ্য ৫ এর বিপরীতে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে টার্গেট নিধারণ করা হয়েছে। এ টার্গেটসমূহের অন্যতম হল: ● সকল ক্ষেত্রে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য নিরসন; ● সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে পাচার, যৌন নিপীড়ন এবং সকল ধরনের শোষণসহ নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা দূরীকরণ; ● সব ধরনের ক্ষতিকর চর্চা যেমন বাল্য বিবাহ, বয়সের পূর্বে বিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর প্রজনন অংগহানির মত ক্ষতিকর বিষয়গুলো রহিতকরণ; ● জেন্ডার সমতা সম্প্রসারণে সর্বস্তরের নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু নীতি ও প্রয়োগযোগ্য আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।	

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত ৩ বছরের অর্জন

বিগত ৩ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৮ লক্ষ নারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ৬ লক্ষ ৩০ হাজার কর্মজীবী নারীকে ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান করা হয়েছে। মোট ১১৯টি ডে-কেয়ার সেন্টার এর মাধ্যমে প্রায় ১১,২৮৫ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। ৬টি মহিলা সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে (ঢাকা, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম) নির্যাতিত অসহায় ৪৮৫ জন মা ও ৩৬৭ জন শিশুকে সাময়িকভাবে আশ্রয়

প্রদান করা হয়েছে। কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়নের জন্য ৫৭৯টি ক্লাবের মাধ্যমে ৫২১১০ জন কিশোর কিশোরীকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বয়সন্ধি, স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৮ এবং যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮ পাশ হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৬টি জেলা শাখা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ১৪,০০০জন শিশু কে সেবা প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শিশু পুরস্কার ২০১৮তে ২,৬১,৬৮৮ জন প্রতিযোগি অংশ গ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে ২৩৭ জন বিজয়ী শিশুকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের (আজিমপুর, কেরানীগঞ্জ, গাজীপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী) মাধ্যমে মোট ৭৫০ জন দুঃস্থ ও অসহায় শিশুকে সামাজিক সম্পৃক্ততাসহ শিশু অধিকার নিশ্চিত করার জন্য শিশুদের খাবার ও বাসস্থানসহ লেখা পড়া ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৪.০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৩৭.৪৯	৩৪.৯০	২৪.৩৩
পরিচালন বাজেট	৩১.০১	২৯.৮১	২২.৪১
উন্নয়ন বাজেট	৬.৪৮	৫.০৯	১.৯২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	১৬.২৬	১৩.৮৫	৮.২৫
পরিচালন বাজেট	১৩.৪৪	১৩.১৭	৮.১১
উন্নয়ন বাজেট	২.৮২	০.৬৮	০.১৪
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮,৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.১৩	০.১৪	০.১১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.৭২	০.৭৫	০.৭৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.০৬	০.০৫	০.০৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.৩১	০.৩০	০.২৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**৪৩.৩৭**	**৩৯.৬৮**	**৩৩.৯১**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ০.১৪ শতাংশ যা ১০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ০.১২ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৩৯.৬৮ শতাংশ হচ্ছে শিশু-কেন্দ্রিক, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ৩৮.২৪ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৫.৮৭ শতাংশ। এ মন্ত্রণালয় পরিচালন বাজেটের অধীনে শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

৫.০ উত্তম চর্চা

নামঃ প্রতিষ্ঠা চাকমা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী চাকমা সম্প্রদায়ের একজন। জন্ম ২০০৭ সালের ২ মে। লেখাপড়া করছে রাঙ্গামাটির লেকার্স পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে। ছোটবেলা থেকেই তার নৃত্যশিল্পী হওয়ার শখ। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি রাঙ্গামাটি জেলা শাখায় নাচ প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি হয়ে তার ভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়। প্রতিষ্ঠা নৃত্য শিল্পী হিসেবে শিশু একাডেমি থেকে পরিচালিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ৬৮জন প্রতিযোগিকে পিছনে ফেলে প্রতিষ্ঠা জুনিয়র অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নির্বাচিত হয়। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে জুনিয়র অ্যাম্বাসেডর হিসেবে জাপানের ফুকুওকায় অনুষ্ঠিত ৩০তম এশীয় প্যাসিফিক চিলড্রেন কনভেনশনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে প্রতিষ্ঠা চাকমা নিজেকে গর্বিত মনে করেন।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- ❖ শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা;
- ❖ সকল জেলায় শিশু কমপ্লেক্স নির্মাণ করা;
- ❖ শিশু বাজেট তৈরীর জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করা;
- ❖ সকল উপজেলা মার্কেট, শপিং কমপ্লেক্সে শিশু কর্ণার স্থাপন করা;
- ❖ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা, আইন প্রণয়ন করা;
- ❖ সকল জেলা এবং উপজেলায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনাসমূহ	• শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও সুরক্ষা প্রকল্প; • গ্রামীণ শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশ প্রকল্প বাস্তবায়ন; • শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ প্রকল্প বাস্তবায়ন; • বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়ন;

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	• বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা ও উপজেলা শাখায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন; • উপজেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন; • শিশু অধিকার সুরক্ষায় শিশু টেলিভিশন প্রকল্প বাস্তবায়ন; • ৪৫০ জন দুঃস্থ শিশুকে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধা প্রদান; • ৩,০০,০০০ জন শিশুর মনন, মেধা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ; • মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ৬০টি ডে-কেয়ার সেন্টার এর মাধ্যমে ৩০০০ জন শিশুকে সেবা প্রদান; এবং • জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় ৬৪টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহ	• শিশুর প্রারম্ভিক ও যত্ন বিকাশে সমন্বিত নীতি বাস্তবায়ন; • গ্রামীণ শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে নাচ, গান, আবৃত্তি, শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া, হামদ-নাত, গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; • মহিলাদের গর্ভাবস্থায় থেকে শিশুর স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সেবা, পুষ্টি, সুরক্ষা পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্নসহ উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে সম্পৃক্ত সকল ধরনের সেবা প্রদানকারী সরকারি/ বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পৃক্তকরণ।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	• শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা; • সকল জেলায় শিশু কমপ্লেক্স নির্মাণ করা; • সকল জেলা উপজেলায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন; • সকল উপজেলা এবং শপিং কমপ্লেক্স এ শিশু কর্ণার স্থাপন করা; এবং • মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া।

৮.০ উপসংহার

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশের বেশি হলো শিশু। সারাদেশে প্রায় ৩ কোটি শিশু বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন যাদের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস কেহ

গরীব অথবা কেহ পথশিশু যাদের অধিকাংশই বাস করে ফুটপাতে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈষম্য যাই হোক না কেন রাষ্ট্রের কাছে সব শিশুই সমান। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বহুমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ ও আধুনিক মানব সম্পদের শক্ত ভিত রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভিশন হচ্ছে জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সমাজ ও সুরক্ষিত শিশু। শিশুর সুরক্ষার অন্যতম উপাদান হলো নির্যাতন ও সহিংসতা হতে শিশুদের রক্ষা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। এ অঙ্গীকারকে সামনে রেখেই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশুদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং করবে।

অধ্যায়-৭

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সারা বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের প্রকোপ ও মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, খরা ও ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করছে বাংলাদেশ। এ সব দুর্যোগ জনগণের জীবনমান ও আর্থিক সামর্থ্যের ওপর বিরূপ ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে, যার সরাসরি প্রভাব শিশুদের উপর নিপতিত হয়। দুর্যোগের প্রভাবে শিশুদের নিরাপত্তা, বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তি, পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি এবং শিক্ষার অধিকার ক্ষুন্ন হয় এবং স্বাভাবিক বেঁচে থাকা বাধাগ্রস্ত হয়, যা শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCRC) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন (CRPD) এর অঙ্গীকারের পরিপন্থী। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য (Mission) হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম একটি দক্ষ জরুরী সাড়াদান পদ্ধতি প্রণয়ন করা। এ অভিলক্ষ্যের অন্তর্নিহিত সুর "দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস" এর মধ্যেই শিশুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদেও শিশুদের অধিকারের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগের ফলে মৃত্যুর হার বিবেচনায় দেখা যায়, দুর্যোগের ফলশ্রুতিতে মহিলা ও শিশুদের মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি কারণ এরাই সবচেয়ে দুর্বল ও সমাজে অবহেলিত জনগোষ্ঠী। আর তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ২৭ ধারায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তার ক্ষেত্রেও শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
• জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১-এ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুর সুরক্ষা বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে;	• জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ এর আলোকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যমান শিক্ষা পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এ শিশু নীতিমালার এই অনুচ্ছেদকে আরও সুসংহত করা হয়েছে; • এ আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ প্রণীত হয়েছে।	অন্তর্ভুক্তকরণ; • উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শাখার পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ; • দেশের সকল স্কুল-কলেজে বছরে কমপক্ষে একবার দুর্যোগ সম্পর্কিত বিশেষ করে অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প বিষয়ে মহড়া আয়োজন; • এছাড়া, উপকূলীয় অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত মহড়ার আয়োজন; • শিশুদের শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ; • শিশুদের দুর্যোগ সম্পর্কে সঠিকভাবে পাঠদান করানোর লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 'নবযাত্রা' প্রকল্পের মাধ্যমে অপুষ্টি নিরসনে ল্যাকটেটিং মা/শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম পরিচালন; • কাবিখা/টিআর কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ জনপদে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকা বিদ্যুতের আওতায় আনা এবং শিশুদের পড়ালেখায় উৎসাহিতকরণ; • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে শিশুদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিগত ৩ বছরে শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের ফলে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিগত তিন বছরে শিশুদের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ❖ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত 'নবযাত্রা' প্রকল্পের মাধ্যমে অপুষ্টি নিরসনে ল্যাকটেটিং মা/শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ প্রকল্পে বিগত তিন বছরে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৫ কোটি, ১১৫ কোটি এবং ১১০ কোটি টাকা।

- ❖ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি কাবিটা/টিআর এর মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করে থাকে। প্রতি বছর এ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এ দু'টি কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদে সোলার প্যানেলের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। সোলার প্যানেল গ্রামীণ জনপদে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যুৎ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার ফলে গ্রামীণ জনপদে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিগত ৩ বছরে এখাত দু'টির মাধ্যমে সোলার প্যানেলে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১৩৯ কোটি টাকা, ১১৫২ কোটি টাকা এবং ১২০৩ কোটি টাকা।

- ❖ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বহুমাত্রিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে একদিকে যেমন দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে অন্যদিকে এসব আশ্রয়কেন্দ্র বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখছে। বিগত ৩ বছরে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১০ কোটি টাকা, ১২৫ কোটি টাকা এবং ২২৫ কোটি টাকা।

- ❖ দেশের সকল স্কুল ও কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুর্যোগ সম্পর্কিত মহড়া অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চালু আছে। বিগত ৩ বছরে দেশের প্রতিটি স্কুল ও কলেজে একবার করে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের বরাদ্দ দিয়ে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

- ❖ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সুফল ভোগ করে শিশুরা। বিগত ৩ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ভিজিএফ, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (টিআর), জিআর, নগদ সামাজিক সহায়তা, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (কাবিটা) ইত্যাদি। উল্লেখ্য, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহে বরাদ্দের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের প্রায়

৬০ শতাংশ যার পরোক্ষ সুবিধাভোগী হচ্ছে শিশুরা। আগামি অর্থবছরেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

- ❖ হেরিং বোন বন্ড রাস্তা এবং ক্ষুদ্র/মাঝারি আকারের ব্রীজ/কালভার্ট তৈরির ফলে গ্রামীণ রাস্তা সুগম হয়েছে, যা শিশুদের স্কুল/কলেজে যাতায়াত সহজতর করছে।
- ❖ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত মোট ৩৩৭.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প শুরু হয়েছে যার সুবিধাভোগী হবে রোহিঙ্গা শিশুরা।

৪.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৯৮.৭২	৯৬.৫৯	৫৭.৫০
পরিচালন বাজেট	৬৪.১৯	৬১.৬৩	৩৫.৫৫
উন্নয়ন বাজেট	৩৪.৫৩	৩৪.৯৬	২১.৯৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৩২.৮৫	২৯.৫৬	৮.৯১
পরিচালন বাজেট	২১.৩৬	১৮.৬০	৬.৭৯
উন্নয়ন বাজেট	১১.৪৯	১০.৯৬	২.১২
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮,৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.৩৪২	০.৩৮	০.২৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	১.৮৮৭	২.০৮	১.৭৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.১১৪	০.১২	০.০৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.৬২৮	০.৬৪	০.২৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**৩৩.২৮**	**৩০.৬০**	**১৫.৫০**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

শিশুদের সুরক্ষার অধিকার ও বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, দুর্যোগের সময় উদ্ধার অভিযান সমন্বয়, ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

বাস্তবায়ন ইত্যাদি কর্মকান্ডগুলোর সম্পৃক্ততা রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ ৩৩.২৮ শতাংশ যা, সংশোধিত ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২৬.৯৩ শতাংশ এবং ৩০.৬ শতাংশ।

৫.০ উত্তম চর্চা

‘নবযাত্রা’ প্রকল্প

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ অংশীদারিত্বে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম ও উইনরক ইন্টারন্যাশনাল এর সহযোগিতায় এবং আরো ৩টি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে খুলনা জেলার দাকোপ ও কয়রা উপজেলা এবং সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ ও শ্যামনগর উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে যেখানে ৫ বছরে ৪টি উপজেলার ৪০টি ইউনিয়নের ২,০০,৪৯৫টি পরিবারের ৮,৫৬,১১৬ জন উপকারভোগী হবে।

প্রধান লক্ষ্য: বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং সহনশীলতার উন্নতি সাধন।

প্রধান উদ্দেশ্য: গর্ভবতী ও দুগ্ধ-দানকারী মা, কিশোরী এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিজনিত উন্নয়ন সাধন করা।

লক্ষিত জনগোষ্ঠি:

ক) ২ বছরের কম শিশু; খ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী; গ) তরুণ-তরুণী; ঘ) নারী প্রধান পরিবার, কিশোর- তরুণী (১৫-২৪ বছর) এবং ঙ) প্রতিবন্ধী।

‘নবযাত্রা’ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি (MCHN) যার উদ্দেশ্য হলো গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিজনিত অবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং কৈশোরকালীন গর্ভধারণ কমানো।

MCHN এর মূল কার্যক্রম:

- গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীদেরকে শর্তসাপেক্ষে ১৫ মাসের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান;
- মোবাইল ফোন অথবা বিকল্প প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তনের জন্য তথ্যের আদান প্রদান;
- শিশুর সঠিক বিকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ এবং ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুর জন্য অনুপুষ্টি (MNP) সরবরাহ
- মাঠ পর্যায়ের জনস্বাস্থ্য কর্মীদেরকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি চর্চা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান
- বাস্তব সময়ে শিশুর বিকাশ পর্যবেক্ষণ (real time monitoring ও তথ্য সংরক্ষণকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার (mHealth)

২০১৭-১৮ অর্থবছরে MCHN এর অর্জন

কাযক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
২ বছরের (০-২৩ মাস) কম বয়সী শিশুকে অনুপুষ্টি প্রদান	২৪,০৩৪	১৯,৭৫০
২ বছরের (০-২৩ মাস) কম বয়সী শিশুর বুদ্ধি ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ	৩১,৯৬৩	৩৫,৬৯১
গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাকে পুষ্টি ভাতা প্রদান	৬,২০০	১৭,৪২৫
এনবিসিসি সেশনের মাধ্যমে গণগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ		২,০৮,১৮০
সরকারি কর্মচারীদের পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১,৯২০	১,৮৭৮

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি দক্ষ জরুরী সাড়াদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। সরকারের এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেশের আপামর জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জরুরী সাড়াদান পদ্ধতি প্রণয়নসহ জরুরী সাহায্য এবং পুনর্বাসন সম্পর্কিত সার্বিক কাজ পরিচালনা করে থাকে।

শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ

- ❖ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এককভাবে শিশুকেন্দ্রিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে শুধুমাত্র শিশুদের কথা বিবেচনা করে প্রকল্প নির্ধারণ করা;
- ❖ শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দের জন্য শিশুদের চাহিদার সুনির্দিষ্ট এ্যাসেসমেন্ট করা;
- ❖ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু পুষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করা ।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বহুমুখী বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আগামি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রাখবে; • ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ সেতু/কালভার্ট নির্মাণে ৫০০ কোটি টাকা এবং গ্রামীণ মাটির রাস্তা টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার ফলে শিশুদের স্কুলে যাবার পথ সুগম হবে; • ২০১৯-২০ অর্থবছরে দুর্যোগকালীণ শিশু-খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য পৃথক কোডে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে; • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত 'নবযাত্রা' প্রকল্পের মাধ্যমে অপুষ্টি নিরসনে ল্যাকটেটিং মা/শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান প্রকল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার ফলে শিশুদের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে; • কাবিটা/টিআর কর্মসূচিতে সোলার প্যানেল স্থাপনের বিষয়টি ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিসমূহে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে যার প্রায় ৫০ শতাংশ অর্থ সোলার প্যানেল স্থাপনে ব্যয় হবে, ফলশ্রুতিতে শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। • ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত মোট ৩৩৭.৮৯ কোটি টাকার "Emergency Multi-sector Rohyinga Crisis Response Project" এ

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যার সুবিধাভোগী হবে রোহিঙ্গা শিশুরা।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	ভবিষ্যতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহে শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করে প্রকল্প দলিলে পৃথক অনুচ্ছেদ সংযোজনসহ শিশুদের জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রণীত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত যে কোন নীতি, গাইডলাইনে শিশুদের জন্য পৃথক অনুচ্ছেদ সংযোজন করা।

৮.০ উপসংহার

শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া জাতির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি অসম্ভব। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু, যাদের অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের মহাসড়কে আমাদের উত্তরণ সম্ভব। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, মৃত্যুহার, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হার ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট মানবসম্পদ সূচকসহ (Human Assets Index) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে যার ধারাবাহিকতার ওপর নির্ভর করে দেশের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগের অভিঘাত উন্নয়নের এ সাফল্যকে ব্যাহত করতে পারে। আর তাই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় শিশুদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে যা তাদের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিহ্রাসে সহায়ক হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প শিশুবান্ধব। তাছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের অন্যতম সুবিধাভোগী শিশুরা। ভবিষ্যতেও বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

অধ্যায়-৮

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী সমাজের পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর অংশ, অনাথ, দুঃস্থ, নিরাশ্রয়, প্রতিবন্ধি ব্যক্তি ও সুবিধাবঞ্চিত, ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু-কেন্দ্রিক প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধি উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি সুরক্ষা ট্রাস্ট, শারীরিক প্রতিবন্ধি কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় শিশুদের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। সরকারি শিশু পরিবার, ছোট মনি নিবাস, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধি সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, সরকারি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়, প্রতিবন্ধি শিক্ষা উপবৃত্তি, বেসরকারি এতিমখানায় আর্থিক সহায়তা, বেসরকারি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি প্রদানে আর্থিক সহায়তা, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালনা, বালিকা শিশুদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, শিশু আইন বাস্তবায়ন, শ্রবণ প্রতিবন্ধি শিশুদের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট স্থাপন এসকল কর্মসূচির সুবিধাভোগী সরাসরি শিশু। এছাড়াও, মন্ত্রণালয় হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, ক্যান্সার, কিডনি লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা, প্রতিবন্ধি ভাতা, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু উপকৃত হয়ে থাকে। শিশুদের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করে থাকে। মূলতঃ সুবিধাবঞ্চিত শিশু, আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, প্রতিবন্ধি শিশু, অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি শিশুরা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মূল সেবা গ্রহীতা।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সার-সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হল:

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
শিশু আইন, ২০১৩: জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ; জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন; সকল উপজেলায় শিশু সংশ্লিষ্ট ডেস্ক স্থাপন; শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা; শিশুদের জন্য শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। শিশুদের সুরক্ষার পাশাপাশি এ আইনে সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকির মুখে থাকা শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সেবা এবং বিকল্প যত্নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	• শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন; • মহিলা ও শিশুদের নিরাপদ হেফাজতের ব্যবস্থাকরণ; • জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন; • আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের বিকল্প ব্যবস্থাকরণ; • কারাগারে আটক শিশুদের মুক্তির লক্ষ্যে টাস্ক ফোর্স গঠন।
প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩: রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জাতিসংঘ প্রতিবন্ধি অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশের অংগীকারের অংশ হিসেবে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা যেমন, বাক প্রতিবন্ধিতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ সকল শিশুর উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	• শ্রবণ প্রতিবন্ধি শিশুদের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম চালুকরণ; • সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় স্থাপন; • সরকারি বাক শ্রবণ প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় স্থাপন; • মানসিক প্রতিবন্ধি শিশুদের প্রতিষ্ঠান তৈরিকরণ; • সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধি শিক্ষা কার্যক্রম চালুকরণ; • বেসরকারি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান; • শারিরীক প্রতিবন্ধি শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (পিএইচটিসি) স্থাপন; • এতিম ও প্রতিবন্ধি শিশুদের কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন; • ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত প্রয়াস এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; • দৃষ্টি প্রতিবন্ধি শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (বালিকা-৬ ইউনিট, বালক-৫

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
	ইউনিট এবং সম্প্রসারণ-২০ ইউনিট স্থাপন); • জামালপুর জেলায় সুইড স্কুল ভবন নির্মাণ; • বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র প্রতিবন্ধি এবং অটিষ্টিক ব্যক্তিদের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি চালুকরণ; • জাহাঙ্গীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এ প্রয়াস এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তাবায়ন; • প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, সিআরপি, মানিকগঞ্জ বাস্তবায়ন।
জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিমালা ২০০৫: সরকার ২০০৫ সালে জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন করে, যার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকির মুখে থাকা পথশিশু, এতিম ও প্রতিবন্ধি শিশুদের সুরক্ষা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা। এ নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এসব অবহেলিত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• সরকারি শিশু পরিবার গঠন; • ছোটমনি নিবাস স্থাপন; • দিবাকালীন শিশু যত্নকেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ; • দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র তৈরিকরণ; • শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র; • বগুড়া ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন।
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র (NSSS): ২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। কৌশলপত্রটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ কৌশলপত্রের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হল সকল	• প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান; • প্রতিবন্ধি ভাতা প্রদান; • বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট তৈরী; • হিজড়া শিশুদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান; • বেদে ও অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষা উপবৃত্তি

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
নাগরিকের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সকলের জন্য একটি ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা যায় এবং সংকটকালীন সময়ে যাতে কেউ দারিদ্রসীমার নিচে রয়ে না যায়। এটি জীবন চক্রের সকল অবস্থার ঝুঁকি নিরসনে কাজ করবে; গর্ভকালীন সময় হতে শিশুকাল হয়ে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত। এ কৌশলপত্রের আওতায় আগামী পাঁচ বছরের উদ্দেশ্য হল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোকে আরো জোরদার করা, যাতে চরম দারিদ্র ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীকে আরো কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেয়া যায়।	প্রদান; ● চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম চালুকরণ; ● কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) চালুকরণ; ● আমাদের বাড়ী: সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিশুর উন্নয়ন ও শিশু অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে দেশের সকল শিশুর নিরাপত্তা বিধান, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, পুষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা। একাজে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহকে চিহ্নিত করেছেঃ ● অসহায় শিশুদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা ● প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধান করা ও তাদের উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা ● শিশুসহ সকলের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা।	● ওয়াজেদা কুদ্দুস প্রবীণ নিবাস এবং পশ্চাৎপদ কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন; ● ঢাকা শিশু হাসপাতালে এ্যাডভান্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন; ● করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন; ● এস্টাবলিশমেন্ট অব জালালউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি বেইজড ডেসটিটিউট মাদার, চাইল্ড এন্ড ডায়াবেটিক হসপিটাল স্থাপন।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs): SDGs লক্ষ্যমাত্রাসমূহের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। অর্থ্যাৎ কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কোন কোন লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে লীড এবং এ্যাসোসিয়েট সেসকল লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নিম্নরূপভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে: সমাজকল্যাণ	● সরকারি শিশু পরিবার গঠন; ● ছোটমনি নিবাস তৈরীকরণ; ● দিবাকালীন শিশু যত্নকেন্দ্র স্থাপন; ● দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন; ● শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
মন্ত্রণালয় গোল ৫ এর লক্ষ্য ৫.৪-এ লিড মিনিস্ট্রি এবং গোল ৪ এর লক্ষ্য ৪.৫ এবং ৪এ এর কো-লিড মিনিষ্ট্রি; এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় ২৪টি লক্ষ্য অর্জনে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। Data Gap Analysis সম্পন্ন হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Action Plan প্রস্তুত করা হয়েছে।	স্থাপন; • চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন; • সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

বিগত তিন বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে শিশু সুরক্ষায় বিভিন্ন নতুন কর্মসূচি ও প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যমান কার্যক্রমসূহ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলী হলো, ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মধ্যে ২২টি শিশু পরিবারে নতুন ডরমেটরি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধি শিশুদের জন্য ৩৭টি হোস্টেল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, ৩১টি হোস্টেল নির্মাণের জন্য নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের জন্য 'প্রয়াস' নামে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে ৩টি নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, এবং ২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। বেসরকারি এতিমখানাসমূহের অনুদানের আওতা ৭২ হাজার থেকে ৮৬ হাজার ৪ শত জনে উন্নীত করা হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের আসন সংখ্যা ৭৫০ জন থেকে ১০০০ জনে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইউনিসেফ সহায়তাপ্রাপ্ত চাইল্ড সেনসেটিভ সোস্যাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পটির সফল সমাপ্তির পর প্রকল্পটি ২য় পর্যায় ৫ বছরের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পথশিশুদের সুরক্ষার জন্য ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধি শিশুদের শিক্ষা উপবৃত্তি ৬০ হাজার জন থেকে বৃদ্ধি করে ৯০ হাজার জনে উন্নীত করা হয়েছে। শ্রবণ প্রতিবন্ধি শিশুদের কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট স্থাপনের জন্য বাজেট ১০ কোটি থেকে ৩০ কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে। ৩৯,৮৪১ জন রোহিঙ্গা এতিম শিশুর তালিকা করা হয়েছে। তন্মধ্যে অতিমাত্রায় ঝুঁকিতে থাকা ৯০০০ শিশুকে ইউনিসেফ, বাংলাদেশ কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদানের সমঝোতা স্মারক সম্পাদন হয়েছে এবং ৫৫৮০ জন রোহিঙ্গা শিশুকে মাসিক ২০০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৪.০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৬৮.৮১	৫৫.৯৩	৪৭.৪৭
পরিচালন বাজেট	৬৫.৫৫	৫৩.৩৯	৪৫.৬৫
উন্নয়ন বাজেট	৩.২৬	২.৫৪	১.৮২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	১৯.৮১	১৪.০৮	৯.৯১
পরিচালন বাজেট	১৮.৮৭	১৩.৬৮	৯.৬৮
উন্নয়ন বাজেট	০.৯৪	০.৪০	০.২৩
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮,৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.২৪	০.২২	০.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	১.৩২	১.২০	১.৪৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.০৭	০.০৬	০.০৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.৩৮	০.৩০	০.৩১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**২৮.৭৯**	**২৫.১৭**	**২০.৮৮**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

৫.০ কেস স্টাডি

রওশন এর আলো

শিশু পরিবারে যখন আসি, তখন মাত্র পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু আমি। এখানে আসার আগের তেমন কিছুই মনে নেই। শুনেছি আমার জন্ম হওয়ায় বাবা মোটেই খুশি ছিলেন না। বাবাও মারা যায় আমি যখন ৩ বছর।

আমার গল্পের শুরুটা শিশু পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার মাধ্যমে। ২০০১ সালে আমাকে ভর্তি করা হয় সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) খুলনা'য়। নতুন পরিবেশ নতুন মুখ সবকিছুই নতুন লাগতো। কিছুদিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম আগের জীবনটা খুব কষ্টের ছিলো। পড়তে ভালো লাগতো আমার। ২য় শ্রেণির

পরীক্ষা পরই জীবনের প্রথম প্রাপ্তি। আমি ১ম স্থান অধিকার করলাম। এভাবে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত কেটে গেলো। আমি ১ম তিনজনের মধ্যেই থাকতাম প্রাইমারিতে। শিশু পরিবারের সকলের যত্ন আর ভালোবাসাই ছিলো আমার চালিকা শক্তি। এর মধ্যেই আমি গান, আবৃত্তি, অভিনয়, ছবি আঁকাসহ আরও অনেক কিছু শিখতে থাকি।

প্রাইমারির পাঠ চুকিয়ে মাধ্যমিকেও আমি ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত একটানা ১ম স্থান অধিকার করি। আমার এতো ভালো রেজাল্টের মূলে ছিলো শিশু পরিবারের মমতাময়ী শিক্ষকদের অবদান। নিজের সন্তানের মতো পরিবারের ছায়ায় আদর স্নেহ দিয়ে আগলে রাখা হতো আমাদের। এর মধ্যে আমি দর্জি বিজ্ঞান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, বিউটিফিকেশনের কাজ শিখে ফেলি এবং বিভাগীয় স্পোর্টসে আমি চ্যাম্পিয়নও হই। ২০১৩ সালে এইচএসসি পাশ করি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অফিসার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আসতেন এবং তখন ভাবতাম এরকম জায়গায় আমি কিভাবে যাবো। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নটা সেখান থেকেই শুরু। এইচএসসির পর শিশুপরিবারের তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলাম।

আল্লাহর অশেষ কৃপা ও সবার দোয়ায় এবং সহযোগিতায় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েই চান্স পেলাম (খুলনা, রাজশাহী ও গোপালগঞ্জ)। সমাজবিজ্ঞান পছন্দের সাবজেক্ট হওয়ায় এবং শিশু পরিবারের কাছে পছন্দের হওয়ায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর শিশু পরিবারের থেকে সবসময়ই সহায়তা, পরামর্শ ও সহযোগিতা পাচ্ছি। গানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত পরিচিতি পেয়েছি। যার পিছনে একমাত্র অবদান শিশু পরিবারের। আমার অনুপ্রেরণার মূলে রয়েছেন সমাজসেবা পরিবারের বিভিন্ন অফিসারগণ। ২০১৫ সালে যখন আমি ১ম বর্ষের ছাত্রী, মহাপরিচালক মহোদয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়ায় তিনি অনেক উৎসাহ দেন।

শিশু পরিবারের নিকট আমি ঋণী। আজকের এই প্রাপ্তির পিছনের ছায়াটা শিশু পরিবারেরই। সমাজসেবা পরিবার এভাবে হাজার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছে পরম মমতা দিয়ে। আমরা দুই বোন। বড় বোন তাহমিনা আক্তার বাগেরহাট শিশু পরিবারের নিবাসী ছিল। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরে ইউনিয়ন সমাজকর্মী পদে চাকুরিরত আছে। বর্তমানে আমি স্নাতক ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী। আমি বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে পুলিশে যোগদান করতে চাই। আমার স্বপ্ন পূরণে সমাজসেবা পরিবারের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।

সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), খুলনা এর প্রাক্তণ নিবাসী রওশন আরা খাতুন এর লেখা।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

শিশু কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- ❖ শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, আইন, বিধি বা কর্মপরিকল্পনার আলোকে মন্ত্রণালয়ের শিশু বিষয়ক সমন্বিত পৃথক কোন কর্মপরিকল্পনার অভাব;
- ❖ শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা বা পদ্ধতির অভাব;

- ❖ শিশুদের উন্নয়নে বা তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে গৃহীত কার্যক্রম, কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষায়িত মূল্যায়ন বা গবেষণা কর্মের অভাব;
- ❖ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও দক্ষ জনবলের অভাব;
- ❖ শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের দক্ষতা, সঠিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব;
- ❖ শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পৃথক ডকুমেন্টশন ব্যবস্থাপনার অভাব;
- ❖ শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কীত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয়হীনতা।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনাসমূহ
২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• বেসরকারি এতিমখানার ১ লক্ষ ১০ হাজার শিশুকে মাসিক ১০০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান; • ১ লক্ষ প্রতিবন্ধি শিশু, ২ হাজার ৫০০ হিজড়া শিশু, ১৪ হাজার বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিশুকে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান; • ১৭ হাজার এতিম ও দুস্থ শিশুকে সরকারি শিশু পরিবারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান; • ১ হাজার আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর উন্নয়ন; • শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা জারী; • শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীগণের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৭৫০ জন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৪টি কর্মশালার আয়োজন; • দৃষ্টি প্রতিবন্ধি শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ, এক্সপানশন এন্ড ডেভলপমেন্ট অব প্রয়াস (ফেইজ-২) এট ঢাকা, ক্যান্টনমেন্ট, জামালপুর জেলায় সুইড স্কুল ভবন নির্মাণ, বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র প্রতিবন্ধি

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনাসমূহ
	এবং অটিষ্টিক ব্যক্তিদের, জাহাঙ্গীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এ প্রয়াস এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস হোস্টেল নির্মাণ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম চালুকরণ, ঢাকা শিশু হাসপাতালে এ্যাডভান্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন, করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন, কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) এবং চাইল্ড সেন্সেটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) (২য় পর্যায়) শীর্ষক ১০ টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। যা, শিশু উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখাবে; • **আমাদের বাড়ী:** সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস, টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি, প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ-সিআরপি, মানিকগঞ্জ এবং এস্টাবলিশমেন্ট অব জালালউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি বেইজড ডেসটিটিউট মাদার, চাইল্ড এন্ড ডায়াবেটিক হসপিটাল শীর্ষক ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। যা, শিশু উন্নয়নে পরোক্ষভাবে অবদান রাখাবে।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	• শিশুদের জন্য গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষায় বিকল্প পরিচর্যা সম্প্রসারণে নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম চালু; • শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, নীতি, আইন, বিধি বা কর্মপরিকল্পনার আলোকে মন্ত্রণালয়ের শিশু বিষয়ক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; • শিশুদের উন্নয়নে বা তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে কাঙ্খিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে মূল্যায়ন, গবেষণা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন; • শিশু বাজেট বা শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পৃথক ডকুমেন্টশন ব্যবস্থা চালুকরণ; • এস্টাবলিশমেন্ট অব জয়পুরহাট চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, ৬ বিভাগে ৬টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন, প্রতিবন্ধি শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, চট্টগ্রাম এবং খুলনা, সরকারি শিশু পরিবার ও ছোট মনি নিবাস এর হোস্টেল পুনর্নির্মাণ, দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুনর্নির্মাণ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, মানসিক প্রতিবন্ধি শিশুদের প্রতিষ্ঠান (৭টি) স্থাপন, এস্টাবলিশমেন্ট অব প্রয়াস এট সিলেট, ঘাটাইল, রংপুর, বগুড়া ক্যান্টমেন্ট, এস্টাবলিশমেন্ট অব ট্রেনিং এন্ড

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনাসমূহ
	রিহেবিলিটেশান সেন্টার ফর দ্যা ডেসটিটিউট চিলড্রেন এট ভেড়ামাড়া, কুষ্টিয়া, সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়ের স্কুল ভবন ও হোস্টেল ভবন নির্মাণ, বরিশাল শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	• শিশু আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রবেশন অফিসারের পদ সৃজন ও কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ; • প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানে শিশুদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট সার্বজনীন বিধিমালা বা Code of Conduct প্রস্তুতকরণ; • শিশুকেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কীত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ; • আসর মা ও শিশু হাসপাতাল, শেরপুর, করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল, ঝালকাঠি জেলার ৪ (চার) উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম প্রকল্প, কন্সট্রাকশন অব হোস্টেল ফর দ্যা সুলতানা শিশু নিলয়, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক কেন্দ্র নির্মাণ, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধি শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম প্রকল্প (২টি কেন্দ্র) নির্মাণ, সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের জন্য পেশাভিত্তিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, শহীদ এটিএম জাফর আলম দরিদ্র অবহেলিত জ্যেষ্ঠ নাগরিক এর স্বাস্থ্যসেবাসমূহ আবাসিক কেন্দ্র এবং অবহেলিত দরিদ্র কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ।

৮.০ উপসংহার

জাতির পিতার ৯৯তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধিশালী করে এমনভাবে গড়ে তুলব যেখানে আগামীর শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থাকবে এবং তারা সুন্দর জীবনের অধিকারী হবে, যে স্বপ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন।' জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আগামীর শিশুদের বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হওয়া আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। এজন্য দরকার শিশুদের প্রতি দয়া, মমতা, ভালবাসা, যত্ন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়রে গৃহীত কার্যক্রমসূহের মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধি শিশুদের জীবনমান উন্নীত হবে, আগামীর উন্নত বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে

উঠবে তারা। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হোক, আমাদের শিশুরা গড়ে উঠুক বিশ্বের এক উজ্জ্বল কর্ণধার হিসেবে এটাই আমাদের কাম্য।

অধ্যায়-৯
স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.০ ভূমিকা

শিশুরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের কর্ণধার, শিশুদের হাতেই আগামীর বাংলাদেশ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিস্কাশন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। নিরাপদ সুপেয় পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ এবং এ কাজগুলো বহুলাংশে স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত। এ কারণে, স্থানীয় সরকার বিভাগ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসার মত প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিস্কাশন ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কাজেই শিশু-সংবেদনশীল বাজেট আলোচনায় স্থানীয় সরকার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫: এ নীতির মূল লক্ষ্য হলো জীবন চক্রের প্রতিটি পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মা'দের জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করা, কিশোর কিশোরীদের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।	• অন্তঃসত্ত্বা নারীদের অন্তঃসত্ত্বাকালীন অবস্থায় ৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রতিবার ১০০০ টাকা হারে নগদ অর্থ প্রদান; • ০-২৪ মাস বয়সী শিশুদের প্রতি মাসে ওজন ও উচ্চতা (GMP) পরিমাপের জন্য প্রতিবার ৭০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান; • ২-৫ বছর বয়সী শিশুদের ৩(তিন) মাস অন্তর ওজন ও উচ্চতা (GMP) পরিমাপের জন্য প্রতিবার ১৫০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান; • অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং ০-৫ বছর বয়সের শিশুদের মায়েদের জন্য প্রতি মাসে শিশু-পুষ্টি ও মনোদৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
	(CNCD) শিক্ষামূলক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিবার ৭০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান; ● ইউনিয়ন পরিষদে সেফটি নেট সেল (SNC) স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি; ● মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা (ANC এবং GMP) প্রদান ও পুষ্টি-সচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের দক্ষতা উন্নয়ন ● ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিকট অর্থ প্রদানে পোস্ট অফিসের দক্ষতা উন্নয়ন; ● মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের সনাক্ত করা ও তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) ২০০৯ আইনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।	● প্রসব পূর্বকালীন সেবা প্রদান; ● প্রসূতিসেবা (নরমাল ডেলিভারী, সিজারিয়ান ডেলিভারী) প্রদান; ● নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান; ● শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের (ARI) ইনফেকশন এবং ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; ● ০-২৪ মাস বয়সী শিশুদের ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ (GM); ● ইপিআই (টিকা)/এনআইডি (টিকা) প্রদান; ● ডায়রিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ; ● শ্বাসকষ্টজনিত রোগ (এআরআই) নিয়ন্ত্রণ করা; ● হামের চিকিৎসা করা; ● পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করা; ● অনুপুস্টি কণা অভাবজনিত রোগের সেবা প্রদান; ● ভিটামিন ‘এ’ এবং আয়োডিন-এর অভাবজনিত রোগসমূহের সেবা প্রদান; ● নবজাতক সেবা করা।

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও **স্যানিটেশন নীতিমালা, ১৯৯৮:** এ নীতিমালায় সকলের জন্য সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিমালায় প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি করে পানি সরবরাহ পয়েন্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	• এ নীতিমালায় সকলের জন্য সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিমালায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণ ও তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নীতিমালায় প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি করে পানি সরবরাহ পয়েন্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
জাতীয় আর্সেনিক দূরীকরণ নীতিমালা, ২০০৪: নীতিমালার মূল লক্ষ্য হল আর্সেনিক দূষণের প্রাদুর্ভাব সম্পন্ন সকল এলাকায় বিকল্প পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।	• আর্সেনিক দূষণমুক্ত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০০৪ সালে জাতীয় আর্সেনিক দূরীকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালার মূল লক্ষ্যে হলো আর্সেনিক দূষণের প্রাদুর্ভাব সম্পন্ন এলাকায় বিকল্প পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা । এতে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও আর্সেনিক দূষণের প্রাদুর্ভাব সম্পন্ন এলাকায় বিকল্প পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করার নিমিত্তে সমগ্র দেশব্যাপি ‘পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন শীর্ষক’ প্রকল্প চলমান রয়েছে। আর্সেনিক আক্রান্ত জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১১-২০২৫: এ সেক্টর পরিকল্পনার মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সরকারের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বিত বাস্তবায়ন ও এর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা আরো জোরদার করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	• পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট ৩৬টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪: এ আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে তার জন্ম	• জন্মের পর নাম, জাতীয়তা এবং মাতা-পিতা কর্তৃক যত্ন ও ভালবাসা পাওয়ার অধিকার সকল শিশুর রয়েছে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শিশুর এ সকল অধিকার

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।	নিশ্চিত করা হয়ছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৮ অনুযায়ী শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে তার জন্ম নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে তার জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার নিমিত্তে প্রচার প্রচারনা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; • অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন চালুকরন।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

- ❖ আইএসপিপি (যত্ন) প্রকল্পের ৩টি ফার্ম এমআইস, ট্রেনিং বেনিফিসিয়ারী আউটরিচ এ্যান্ড এনরোলমেন্ট (টিওই), অপারেশনাল রিভিউ সার্ভিসেস এবং ১টি এনজিও সিএনসিডি সার্ভিসেস-কে নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ❖ উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণঃ ৭৫টি ইউনিয়নে ১,২৩,৯৫০ (এক লক্ষ তেইশ হাজার নয়শত পঁঞ্চাশ) জন উপকারভোগী বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ❖ ইতোমধ্যে ২০,৯৮১ জন উপকারভোগীকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ১৩৫১.০২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ ইতোমধ্যে ৩০৮টি ইউনিয়নে সেফটিনেট সেল (এসএনসি) স্থাপন করা হয়েছে। এই সেফটি নেট সেলগুলো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপকারভোগীকে সরবরাহ করবে। ৩০৮টি সেফটি নেট সেল ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ১ জন করে সেফটি নেট প্রোগ্রাম এ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০,৬০৭ জন (১ম থেকে ৭ম শ্রেণির) শিক্ষার্থীকে শিক্ষা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২,৭৬৭ জন (৮ম থেকে ১০ম শ্রেণির) স্কুলগামী ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ শিক্ষা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত তিন বছরে ৩৯,৯৭,২১৯ জন শিশুকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে:

- ইপিআই (টিকা) ৮,২৮,৫৪২ জন (প্রকল্প এলাকার ৯১.৩ ভাগ);
- এনআইডি (টিকা) ১৭,৬৭,৫২৪ জন (প্রকল্প এলাকার ৯৩ ভাগ);
- ডায়রিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ২,৫৯,৯৬০ জন (প্রকল্প এলাকার ৩৭ ভাগ);
- শ্বাসকষ্টজনিত রোগ (এআরআই) ৩,৪৩,২৫৮ জন (প্রকল্প এলাকার ৪৯ ভাগ);
- হামের চিকিৎসা ২,৩১৫ জন;
- পুষ্টিসেবা ১,৪২,৬৬৭ জন (প্রকল্প এলাকার ২১ ভাগ);
- ভিটামিন 'এ' ৯৯,১৫৩ জন (প্রকল্প এলাকার ৮৫ ভাগ);
- আয়োডিন-এর অভাবজনিত রোগসমূহের সেবা ৭৮২ জন;
- নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা ৫,৫৩,০১৮ (প্রকল্প এলাকার ৫১ ভাগ)।

❖ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৯,৩০০টি প্রাথমিক এবং ১,৫০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা, পানি ও স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪.০ স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
বিভাগের মোট বাজেট	৩৪২.৪২	২৯১.৫৩	১৮৬.২৪
পরিচালন বাজেট	৪৩.২২	৩৬.৮৫	৩৫.৯৩
উন্নয়ন বাজেট	২৯৯.২	২৫৪.৬৮	১৫০.৩১
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৩৭.৭৩	২৫.৭৬	৩.৩০
পরিচালন বাজেট	৪.৭৬	২.৯৫	২.৮৩
উন্নয়ন বাজেট	৩২.৯৭	২২.৮১	০.৪৭
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮,৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১.১৯	১.১৫	০.৮৩
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	৬.৫৪	৬.২৮	৫.৮০
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.১৩	০.১০	০.০১

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.৭২	০.৫৫	০.১০
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**১১.০২**	**৮.৮৪**	**১.৭৭**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

বিদ্যমান কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে, শিশু-সংবেদনশীল বাজেট আলোচনায় স্থানীয় সরকার বিভাগ খুবই প্রাসঙ্গিক। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বিভাগের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ১.১৫ শতাংশ এবং শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে এর ৮.৮৪ শতাংশ । ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় এ অর্থবছরে বিভাগের শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ২.১৮ শতাংশ।

৫.০ উত্তম চর্চা

"স্বপ্ন দেখি স্বপ্ন পূরণের"

২৬ বছরের মনিকা বেগম, গাইবান্ধা সদরের দক্ষিণ ঘাগুয়াতে তার বাস। দুবছর হলো তিনি আইএসপিপি প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী (আইডি - ১২১২)।

দুই সন্তানের জননী মনিকা তার স্বামীর সঙ্গে নদীর ধারে বাস করে। তার ছেলেটি প্রথম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে এবং ছোট মেয়েটির বয়স মাত্র ২৫ মাস।

তাঁর স্বামী বলেন, আমি আগে রিক্সা চালাতাম কিন্তু তা দিয়ে সংসার চালানো ছিল দুষ্কর। তাই এখন রাজমিস্ত্রির কাজ করি। একমাত্র আমার উপার্জনে সংসার ঠিকমতো চলছিল না। আমার দুই সন্তানকেও ঠিকভাবে পুষ্টিকর খাবার দিতে পারতাম না, ফলে প্রায়ই তাদের বিভিন্ন অসুখবিসুখ লেগে থাকত।

কিন্তু আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্পের বিভিন্ন শিক্ষামূলক অধিবেশনে শিশুদের পুষ্টিকর খাবার কীভাবে খাওয়াতে হয় সে সম্পর্কে শেখানো হয়। আমাদের শিশুদের সেই মোতাবেক পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানোর ফলে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর শিশুর ওজন মাপার মাধ্যমে আমাদের সন্তানরা এখন সুস্থ থাকে, থাকছে।

তিনি আরও বলেন, আমি মনিকাকে এই অধিবেশনগুলোতে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে বলি, অনুপ্রাণিত করি। এই অধিবেশন থেকে কোনটা পুষ্টিকর খাবার, কোনটা ভাল খাবার না, কিভাবে শিশু লালনপালন করতে হয় সেসব সম্পর্কে খুব সহজেই মনিকা শিখতে পারছে।

এই প্রকল্পে তালিকাভুক্তির পর এ পর্যন্ত সে তেরো হাজার টাকা পেয়েছে। এই টাকা দিয়ে সে প্রথমে একটা ভেড়া ক্রয় করে, পরে ভেড়াটা ৪টা বাচ্চার জন্ম দেয়। ভেড়াগুলো বিক্রি করে সে এখন একটা গরু কিনেছে। মনিকা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে, সে এখন নিজেকে এবং সংসার নিয়ে

আত্মবিশ্বাসী একজন নারী।

মনিকা বলেন, আমি আমার সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করব। আমি চাই না আমার সন্তানেরা আমাদের মতো দুঃখ-কষ্টে বড় হয়ে উঠুক। সে এখন তার সন্তানসহ প্রকল্প পরিচালিত পুষ্টি ও মনোদৈহিক বিকাশ (সিএনসিডি) বিষয়ক মাসিক শিক্ষামূলক সেশনেও অংশ গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে সে শিশুর স্বাস্থ্য-পুষ্টি সর্ম্পকে এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের গুরুত্ব সর্ম্পকে জানতে পেরেছে। সে এখন নিয়মিত সুস্থ ও সুন্দর সন্তানের গর্বিত মা হতে পেরে 'যত্ন' প্রকল্পের নিকট তথা সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ।

বলাবাহুল্য, মনিকার মতো এমন অসংখ্য দরিদ্র মা ও তাদের শিশুদের মুখে হাসি ফিরিয়ে দিতে পারছে স্থানীয় সরকার বিভাগের আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্প।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- ❖ শিশুদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী নির্ধারণের জন্য দারিদ্র্য স্কোর সম্বলিত হাউসহোল্ড ডাটার অপ্রাপ্যতা;
- ❖ শিশু কল্যাণ কেন্দ্রিক প্রকল্পসমূহ সঠিক সময়ে শুরু না হওয়া;
- ❖ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ এককভাবে শিশুকেন্দ্রিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে শুধুমাত্র শিশুদের কথা বিবেচনা করে নির্ধারণ না করা;
- ❖ শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দের জন্য শিশুদের চাহিদার সুনির্দিষ্ট এ্যাসেসমেন্ট এর অভাব;
- ❖ স্যানিটেশন ও পানির উৎস স্থাপনে শিশুবান্ধব Site Selection না করা;
- ❖ প্রায় প্রতিদিন গ্রাম থেকে শহরে নতুন নতুন পরিবার স্থানান্তরিত হচ্ছে;
- ❖ নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে বসবাসরত জনগণ প্রতিনিয়ত আবাসস্থল পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে;
- ❖ স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কারণে ঝরে পড়া;

- ❖ নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে পরিবেশ ও পরিপার্শ্বিক অবস্থা শিশুদের শারিরিক ও মানসিক বিকাশের অন্তরায়;
- ❖ ঝুকিপূর্ণ কাজে শিশুর অংশগ্রহণ;
- ❖ অপুস্টিতে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা সেবার অপ্রতুলতা; এবং
- ❖ পার্টনারশিপ এরিয়ায় সেবা প্রদানকারী এনজিও নির্ধারণে দীর্ঘসূত্রতার কারণে চলমান স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে ।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছর	• ০-২৪ মাস বয়সী শিশুদের প্রতি মাসে ওজন ও উচ্চতা (GMP) পরিমাপের জন্য প্রতিবার ৭০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান; • ২-৫ বছর বয়সী শিশুদের ৩(তিন) মাস অন্তর ওজন ও উচ্চতা (GMP) পরিমাপের জন্য প্রতিবার ১৫০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান; • ০-৫ বছর বয়সের শিশুদের মায়েদের জন্য প্রতি মাসে শিশু-পুষ্টি ও মনোদৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত (CNCD) শিক্ষামূলক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিবার ৭০০ টাকা হারে অর্থ প্রদান; • গর্ভজনিত জটিলতা সেবা প্রদান করা; • ইউনিয়ন পরিষদে সেফটি নেট সেল (SNC) স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি; • মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা (ANC এবং GMP) প্রদান ও পুষ্টি-সচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের দক্ষতা উন্নয়ন; • ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিকট অর্থ প্রদানে পোস্ট অফিসের দক্ষতা উন্নয়ন; • নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে বসবাসরত শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া প্রতিরোধ করার জন্য (১ম থেকে ৭ম শেণির) ১০,০০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা অনুদান প্রদান; • নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে বসবাসরত ৮ম থেকে ১০ম শেণির স্কুলগামী প্রায় ৩,০০০ ছাত্রীকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ শিক্ষা অনুদান

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	প্রদান; ● বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা; ● পুস্টি বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রমের পাশাপাশি নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে বসবাসরত শিশুদের পুস্টির অবস্থার উন্নয়নের জন্য অতি-দরিদ্র পরিবারের ৯,০০০ শিশুকে শর্ত সাপেক্ষে পুস্টিভাতা প্রদান; ● নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে বসবাসরত শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত সেবা প্রদানের জন্য কমিউনিটি পুষ্টি স্বেচ্ছাসেবী, কমিউনিটি লিডারসহ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; ● খেলাধুলার মাঠ ও শিশুপার্ক নির্মাণ করা; ● মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের সনাক্ত করা এবং তাদের সুস্থ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ● শহরাঞ্চলে পুষ্টি সেবা কাযক্রম কাযকরভাবে গ্রহণ করা; ● প্রতিবন্ধি ও পথশিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার কাযক্রম গ্রহণ করা।

৮.০ উপসংহার

শিশুদের সুশিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি জন্মের পর থেকেই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের বেড়ে ওঠার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে, যা শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণে অবদান রাখবে। তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে খেলার মাঠ পার্কসহ বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

অধ্যায়-১০
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৯.৭ শতাংশ শিশু (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১১ অনুযায়ী)। শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্রই নয়, বরং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও সুরক্ষা ইত্যাদি মৌলিক সামাজিক সেবা থেকে বঞ্চিত। এই শিশুদেরকে সমতা ও বৈষম্যহীন পরিবেশে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ওপর নির্ভর করছে আমাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যত। Child Labour Survey Bangladesh 2013 অনুযায়ী দেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ১.৭০ মিলিয়ন এর মধ্যে ১.২৮ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় বাংলাদেশের সংবিধান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ বাস্তবায়নে কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর ৮নং লক্ষ্যের ৮.৭ লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসরণ করে ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে কারখানাসমূহ পরিদর্শন করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং শিশু শ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিকভাবে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

জাতীয়নীতি/কৌশল	কার্যক্রমসমূহ
• জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এবং শ্রম আইন, ২০০৬ • গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ • জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা, ২০১২ • শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) অনুসারে ধারা ২(৬৩) এ বলা হয়েছে "শিশু অর্থ ১৪ বৎসর পূর্ণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তি"	• ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য এ পর্যন্ত ৪ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। • নিয়মিত শিশুশ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং এবং যেসকল শিল্পে শিশুদেরকে শ্রমে নিযুক্ত করা হয়েছে সেসকল শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫ সন হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত বিষয়ে ১৮৮টি মামলা হয়েছে যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৫১টি। • শিশুদের জন্য ৩৮ টি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ৩৮ টি সেক্টরের মধ্যে ১১টি সেক্টরকে (অ্যালুমিনিয়াম, তামাক/বিড়ি, সাবান, প্লাস্টিক, কাচঁ, স্টোনক্রাসিং, স্পিনিং, সিল্ক, ট্যানারি, শীপব্রেকিং, তাঁত) শিশুশ্রম নিরসনে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের জন্য নতুন ১৭ টি সেক্টর নির্ধারণ করা হয়েছে। • শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে "ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি পর্যায়ে ৯০,০০০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে স্বভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪র্থ পর্যায়ে মোট ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। • কর্মজীবী শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। • শ্রমজীবী শিশুদের অভিভাবকদের দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হতে বের করে আনার জন্য বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। • শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট বাস্তবমুখী আইন প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে এ আইনকে কার্যকরী করা

জাতীয়নীতি/কৌশল	কার্যক্রমসমূহ
	হয়েছে। ● শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে শিশুর পিতামাতা, সাধারণ জনগণ এবং সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সেক্টর ভিত্তিক/কারখানা ভিত্তিক মালিক কর্তৃপক্ষের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা/মতবিনিময় সভা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা হচ্ছে, প্রয়োজনে আইনানুগ নোটিশ প্রদান এবং শ্রম আদালতে মামলা করা হচ্ছে। ● শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী কারখানায় কর্মরত মা শ্রমিকের শিশুদের শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ● গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫-এর মাধ্যমে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ● কর্মজীবী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে আনার জন্য জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (NCLWC) গঠন করা এবং এর মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহের শিশুশ্রম বিষয়ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়। ● জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০ ও গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ বাস্তবায়নে 'জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ', 'বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ' ও 'জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি' কর্তৃক সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজনে মোট ৪০.০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ● জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা, ২০১২ এর মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ● ২০০৯ সনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে "শিশুশ্রম শাখা" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি দেশের শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক সকল নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ● শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম এবং সচেতনতামূলক ভিডিও বিভিন্ন

জাতীয়নীতি/কৌশল	কার্যক্রমসমূহ
	টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে।
• সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর প্রেক্ষাপটে গৃহীত পদক্ষেপ ।	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশুশ্রম নিরসনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। • শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসন করা; • সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনের মাধ্যমে শিশুর জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা; • শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন প্রোগ্রাম /প্রকল্প গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে; • সপ্তম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ও ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসন করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হতে সরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

বিগত তিন বছরে শ্রম ও কর্সংস্থান মন্ত্রণালয়ে শিশু সুরক্ষায় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ❖ বাংলাদেশে শিশুশ্রমের ব্যাপকতা হ্রাস করার নিমিত্তে আইএলও আইপেক প্রোগ্রামের অধীনে ৯১টি এ্যাকশন প্রোগ্রাম আইএলও বাংলাদেশ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শিশুদের জন্য ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে;

- ❖ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার শিশুকে উপানুষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ শিশুকে কর্মমুখী ও

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হতে সরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

- ❖ শিশুশ্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল ৯৯৩-তে উন্নীত করা হয়েছে;
- ❖ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন কারখানা প্রতিষ্ঠানে ৭৬৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- ❖ রাজস্ব বাজেটের আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম উইং এর তত্ত্বাবধানে একটি শিশুশ্রম শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- ❖ ২০১৭-১৮ অর্থবছর পযন্ত ৩৭৫টি শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে;
- ❖ শ্রম অধিদপ্তরের শিশু সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি চাইল্ড কেয়ার স্থাপন করা হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি-১২: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়েরবাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৩.১৩	২.২৭	১.৪৬
পরিচালন বাজেট	১.১৫	১.১১	০.৮২
উন্নয়ন বাজেট	১.৯৮	১.১৬	০.৬৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	০.৩৫	০.২১	০.১২
পরিচালন বাজেট	০.১৩	০.১১	০.০৮
উন্নয়ন বাজেট	০.২২	০.১০	০.০৪
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮,৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০১	০.০১	০.০১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.০৬	০.০৫	০.০৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০০	০.০০	০.০০

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.০১	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	১১.১৮	৯.০৩	৮.২২

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

৫.০ উত্তম চর্চা

“স্বাবলম্বী ফারজানা”

দুঃখ, কষ্ট আর বাস্তবতার সাথে লড়াই করে কাটছিল ফারজানা ও তাদের পরিবারের জীবন সংসার। ওদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন, ফারজানার বাবা-মা হুমায়ূন ও মাজেদা এবং ফারজানার তিন ভাই। ওরা বসবাস করতো ঢাকা শহরের লালবাগ শহীদনগর ৩ নং গলির একটি বাড়িতে। বাবা একটি সামান্য দোকানে কাজ করে যে অর্থ উর্পাজন করতো তাতে তাদের বাসা ভাড়া দিয়ে তিন বেলা খাবার ঠিক মত জুটতনা, শিক্ষা গ্রহনের কোন সুযোগ ছিল না।

সময়টা ছিল অক্টোবর, ২০০৬। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ফারজানাকে নির্বাচিত করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে এ সুযোগ পেয়ে ফারজানা লালবাগ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ফারজানার বয়স এখন ২০ বছর এবং ফারজানার বাবা হুমায়ুন অসুস্থ। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত টেইলারিং এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে লালবাগের শহীদ নগর এলাকার ২ নং গলিতে ফারজানা টেইলারিংয়ের দোকান দেয়। এখন সে নিজে সেলাই-এর কাজ করে অর্থ উর্পাজন করে তার পুরো সংসার এবং তার ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাচ্ছে। এখন তাদের সংসারে কোন অভাব অনটন নেই। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ প্রকল্পের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারগিরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এরকম অনেক ফারজানার জীবনে পরিবর্তন এসেছে।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- ❖ জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এবং শ্রম আইন, ২০০৬ এর আলোকে নীতি, আইন, বিধি বা বাস্তবায়নের সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনা করা প্রয়োজন;
- ❖ শিশুশ্রম নিরসনের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ দিতে হবে;
- ❖ শিশুশ্রম নিরসনের জন্য অভিভাবক ও তার পরিবারের সচেতনতার অভাব রয়েছে;
- ❖ শিশু বাজেট বা শিশুকেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কীত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয় সাধন।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০ (ত্রিশ) হাজার শিশুকে মাসিক ১০০০ (এক হাজার) টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান; • ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ৩০ (ত্রিশ) হাজার শিশুকে ৬ মাস মেয়াদি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান এবং ৪ মাস মেয়াদি কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা; • শিশুশ্রম নিরসনে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা; • মিডিয়াতে শিশুশ্রমের বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রচার প্রচারণামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ; • শিশুশ্রম নিরসনের জন্য গঠিত “জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ”, “বিভাগীয় শিশুশ্রম কলাণ পরিষদ”, “জেলা শিশু অধিকার ফোরাম” এবং “উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি”র মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শিশুশ্রম নিরসনে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

৮.০ উপসংহার

শিশুশ্রম নিরসন করে "শিশু সুরক্ষার অধিকার" প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। অভিভাবক, কারখানার মালিক শ্রমিকসহ সকল জনগোষ্ঠীর সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে শিশুশ্রম মুক্ত একটি দেশ হিসাবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করার ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছে এ মন্ত্রণালয়। তবে, সরাসরি শিশুশ্রম প্রতিরোধের জন্য সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক কোন কার্যক্রম বা প্রকল্প এ মন্ত্রণালয়ের নেই। জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালার আলোকে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনের নিমিত্তশ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং গৃহিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কার্যকরভাবে বাজেট ব্যবস্থাপনা করা হবে।

অধ্যায়-১১
জননিরাপত্তা বিভাগ

১.০ ভূমিকা

"নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ" গঠনের অভিলক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার উপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমুদ্র ও সীমান্তবর্তী এলাকার অপরাধ ও চোরাচালান দমন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদান, জঙ্গিবাদ ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী প্রচেষ্টা ও সাইবারক্রাইম দমনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব বিবেচনায় বিগত ১০ বছরে জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেট যৌক্তিকহারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার সাথে সাথে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। সর্বোপরি, জননিরাপত্তা বিভাগ অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ গড়ে তুলবে ভবিষ্যত মানব সম্পদ; যা হবে ভিশন- ২০৪১ এর মূল চালিকা শক্তি। সামাজিক অবক্ষয় ও অপরাধ প্রবণতা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত শিশুর অধিকার কনভেনশন, ১৯৮৯ অনুযায়ী শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। তাছাড়া SDG Goals এর ১৬(২) Indicator অনুযায়ী শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অঙ্গীকার হচ্ছে- "End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children"। শিশুর শৈশবকে সহিংসতা, পাচার ও সকল প্রকার নিপীড়ন হতে রক্ষা করার এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগ অংঙ্গীকারাবদ্ধ। এই উদ্দেশ্য পূরণে জননিরাপত্তা বিভাগের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে - শিশুর নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনি কাঠামো ও নির্দেশনা সুদৃঢ়করণ, উন্নততর প্রশিক্ষণ, শিশু নির্যাতন বন্ধকরণ, শিশু পাচার রোধকরণ, বাল্যবিবাহ

প্রতিরোধ, সীমান্ত সুরক্ষা, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন, মাদকের ছোবল হতে শিশুদের সুরক্ষা, শিশু শ্রম রোধে পুলিশি সহায়তা, শিশু পর্ণগ্রাফি রোধ, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। সার্বিকভাবে, জননিরাপত্তা বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন শিশুর নিরাপদ শৈশব ও স্বাভাবিক বেড়ে উঠার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতনভাবে কাজ করে যাচ্ছে যাতে বাংলাদেশের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ভিশন-২০৪১ এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিশ্চিত হয়।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহিত কার্যক্রমসমূহ

জননিরাপত্তা বিভাগের জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গৃহিত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ-

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন: বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৭ প্রণিত হয়েছে। এ আইনে দন্ডের পরিমাণ/মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।	• বাল্যবিবাহ সামাজিকভাবে বন্ধের উপর জোর দেয়া হয়েছে; • প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে বাল্যবিবাহ নিরোধ প্রতিরোধ কমিটি গঠন; • প্রয়োজনে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হচ্ছে।
ইভটিজিং বন্ধ: ইভটিজিং বন্ধে দন্ডবিধির ৫০৯ ধারাকে মোবাইল কোর্টের তফসিলভূক্ত করা হয়েছে।	• ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে সরেজমিন এবং তাৎক্ষণিক ব্যাবস্থা নেয়ার জন্য নিয়মিত মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা; • অপরাধপ্রবণ স্পটে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা; • স্কুল/কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে অপরাধমূলক তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেয়া।
ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন:	• ভিকটিম শিশুদের আইনি সহায়তা, সাময়িক

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
সারাদেশে বাংলাদেশ পুলিশের অধীন মোট ০৮ টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপিত হয়েছে।	আশ্রয়, ঠিকানাবিহীন ভিকটিমের আইনগত হস্তান্তর প্রক্রিয়া নিস্পত্তি করা; • শিশুকেন্দ্রিক বিশেষায়িত তদন্ত নিস্পত্তি; • শিশুর পুনর্বাসনে সহায়তা করা; • শিশুর সকল মানবিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ।
কল সেন্টার স্থাপন ও অপারেশন মনিটরিং: • ৯৯৯ ইমারজেন্সি কল সেন্টার মেট্রোপলিটন পুলিশের ক্রাইম এন্ড কমান্ড সেন্টারে স্থাপিত হয়েছে। • a2i প্রকল্পের ৩৩৩ সার্ভিস সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	• কল সেন্টারে অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, শিশু নির্যাতন, শিশুর প্রতি সহিংস আচরণের ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে তা অপারেশনাল ইউনিটে প্রেরণ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হয়; • কল সেন্টারের নির্দেশনা মোতাবেক পুলিশি অভিযান পরিচালনা করা হয়; • প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
প্রশাসনিক রেগুলেশন এন্ড মনিটরিং কার্যক্রম: পুলিশ সদর দপ্তরে স্থাপিত সুনির্দিষ্ট সেলে সংবাদ/অভিযোগ প্রাপ্তির পর শিশুর প্রতি সহিংস ঘটনার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া এবং মনিটরিং করা।	• নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন; • এসিড অপরাধ দমন মনিটরিং সেল গঠন; • মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল গঠন; • শিশুর প্রতি সহিংস ঘটনার যথাযথ ব্যবস্থা এবং মনিটরিং করা; • জেলা ও উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় নিয়মিত ফলোআপ করা।
অপরাধ প্রবণতা রোধ সংক্রান্ত আইনী কাঠামো: ফৌজদারী কার্যবিধি (১৪৯-১৫৩), দন্ডবিধি এবং অন্যান্য আইনে শিশুর নিরাপত্তা বিধানসহ অপরাধ প্রবণতা রোধে সংক্রান্ত প্রতিরোধমূলক বিধি-বিধান প্রণয়ন।	• অপরাধ প্রবণতা রোধে পুলিশ কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধি ও পি আর বি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ; • অপরাধ প্রবণতা রোধে প্রতিরোধমূলক টহল, তল্লাশী ও অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে উপযুক্ত দন্ড প্রদান নিশ্চিতকরণ: দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে শিশু হত্যা মামলা স্থানান্তরকরণ।	• নৃশংসভাবে শিশু হত্যাকান্ডের মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ এর ৬ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরকরণ।
সোস্যাল মিডিয়া সার্ভিলেন্স: ন্যাশনাল টেলিকমিউনেকেশন মনিটরিং সেন্টার সোস্যাল মিডিয়া সার্ভিলেন্সের কাজ করে যাচ্ছে। সোস্যাল মিডিয়া সার্ভিলেন্সের কাজে নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হল: • এন্টি টেরোরিজম ইউনিট • কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট • সাইবার পুলিশ ইউনিট • ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ • র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন	• অন্যান্য অপরাধের সাথে শিশু পর্ণগ্রাফি, সহিংস ঘটনার মনিটরিং ও তথ্য উপাত্ত অপরাধ প্রতিরোধে ও প্রসিকিউশনে সরবরাহ; • সোস্যাল মিডিয়া মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা।
৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে নারী ও শিশুদের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান।	• থানাসমূহে নারী ও শিশুদের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে নারী ও শিশুদের বিষয় আলাদাভাবে গুরুত্বসহকারে নিস্পত্তি করা হয়; • শিশু কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন।
বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প: UNICEF এর অর্থায়নে পরিচালিত Child Protection and Monitoring Project (CPMP)	• প্রতিটি থানার হেল্প ডেস্ক অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান; • Child affairs desk skill সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান; • শিশুদের আইনি সহায়তা দেয়া;

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
	• পূর্বের কেসসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করা।
বর্ডার ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন: শিশু ও মানব পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার ও ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন।	• বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) ও বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট (বিএসপি) এর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ; • শিশু ও মানব পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার ও ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম এর মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় নিয়মিত মনিটরিং করা ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া।
চিলড্রেন হ্যাপি আওয়ার	• সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় করে রাজধানীর ১/২টি রাস্তায় সুবিধাজনক সময়ে ট্রাফিক কন্ট্রোলের মাধ্যমে শিশুদের খেলাধুলার জন্য উন্মুক্ত রাখা; • খেলার মাঠে নিরাপত্তা প্রদান করা।
সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী জনবান্ধব আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গঠন	• পুলিশ ও বিজিবিতে নতুন জনবল নিয়োগ; • APA তে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি সংযোজন; • শিশু বান্ধব মানবিকতা আনয়নে প্রশিক্ষণ; • প্রশাসনিক ও আইনি কাঠামোতে সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG): ইউএনডিপি (UNDP) কর্তৃক প্রণীত (SDG) লক্ষ্যমাত্রার ১৬নং অভীষ্ঠ লক্ষ্যের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ Lead Division হিসেবে নির্ধারিত।	• শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে নতুন নতুন থানা গঠন, এন্টি টেররিজম ইউনিট গঠন, ২টি মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট গঠন এবং ৫০ হাজার নতুন জনবল নিয়োগ; • বিজিবির ৪টি সেক্টর পুনর্গঠন ও ১৫ হাজার নতুন জনবল নিয়োগ; • শিশু সহিংসতা সংশ্লিষ্ট মামলার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা; • সীমান্তে সার্ভিলেন্স বৃদ্ধি করা।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত তিন বছরের অর্জন

৩.১ শিশুর প্রতি সহিংস আচরণের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা:

- ❖ খুলনায় সংগঠিত শিশু রাকিব হত্যা (পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে হত্যা) মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রধান আসামিসহ ০২ জনের ফাঁসির দন্ড প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে;
- ❖ শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ প্রতিরোধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

৩.২ অভিযান ও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে ইভটিজিং এর পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে;

৩.৩ সামাজিক উদ্যোগ, অভিযান ও মোবাইল কোর্টের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অনেক উপজেলা বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষনা করা সম্ভব হয়েছে;

৩.৪ মাদক পাচারে শিশু ব্যবহারের প্রবনতা কমিয়ে আনার জোরালো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে;

৩.৫ ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে বিগত তিন বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিচয়হীন/নির্যাতিত শিশুকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়েছে।

৪.০ জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
বিভাগের মোট বাজেট	২১৯.২৩	২১৪.২৬	১৮০.৫১
পরিচালন বাজেট	১৯৭.৫৭	২০১.৬৯	১৭০.২৫
উন্নয়ন বাজেট	২১.৬৬	১২.৫৮	১০.২৬
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৪৩.৪৮	২৪.২৯	১৯.৮০
পরিচালন বাজেট	৩৯.১৮	২৩.২৩	১৮.৫২
উন্নয়ন বাজেট	৪.৩০	১.০৬	১.২৮
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
জিডিপি	**২৮,৮৫৯**	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.৭৬	০.৮৪	০.৮০
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	৪.১৯	৪.৬১	৫.৬২
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.১৫	০.১০	০.০৯
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.৮৩	০.৫২	০.৬২
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**১৯.৮৩**	**১১.৩৪**	**১০.৯৭**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

৫.০ উত্তম চর্চা

৯৯৯ জাতীয় জরুরী সেবার সফলতা

ঘটনা:-১

হেমায়েতপুর, সাভার সিএফএস নং: ৮৫৬৯০৮২। গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: তারিখ রাত ০২:৪২ মিনিটে সাভারের হেমায়েতপুরের লালন টাওয়ারের সামনে থেকে আরিফ রেজা নামের একজন নাগরিক জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করে জানায় যে, তিনি আনুমানিক দশ বছর বয়সের হারিয়ে যাওয়া একটি মেয়েকে পেয়েছেন। মেয়েটি তার পরিচয় ঠিকমত বলতে পারছে না। এমতাবস্থায় মেয়েটিকে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতে পুলিশের সহযোগীতা প্রয়োজন। খবরটি কল টেকার মাহফুজুর রহমান দ্রুত সভার মডেল থানায় জানিয়ে দেন। খবর পেয়ে এসআই এখলাস দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে মেয়েটির পরিবারকে খুজেঁ বের করে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঘটনা:-২

নুরডাঙ্গা, বাগেরহাট সিএফএস নং-৮৫২৩২১৯। বিগত ০৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: তারিখ রাত ২২:৫২ মিনিটে বাগেরহাট সদরের নুরডাঙ্গা গ্রাম থেকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ কল করে ০৪টি শিশুকে এলাকার লোকজন গাছের সাথে বেধে মারধর করছে এবং তাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক জানিয়ে পুলিশের জরুরি সাহায্য কামনা করা হয়। কল টেকার নাঈম খবরটি দ্রুত বাগেরহাট সদর থানায় জানিয়ে দেন। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পেট্রোল ডিউটি অফিসার এএসআই সঞ্জয় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ০৪টি শিশুকে উদ্ধারপূর্বক থানায় নিয়ে এসে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে

তাদেরকে তাদের পরিবারের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়।

ঘটনা:-৩

মৌজারমিল, আশুলিয়া, ঢাকা সিএফএস নং-৯৫৭৬৪২০। গত ১৪ মার্চ ২০১৯ খ্রি: তারিখ বিকেল ১৬:২৫ মিনিটে মৌজারমিল, আশুলিয়া থেকে হাফিজুল ইসলাম নামের এক ব্যাক্তি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করে জানান যে, তাদের এলাকা মৌজারমিল এর সামনে একটি নবজাতক রাস্তার পাশে পড়ে আছে। এই ব্যাপারে তারা পুলিশের জরুরি সাহায্য কামনা করেন। খবরটি কল টেকার নুপুর দ্রুত আশুলিয়া থানায় জানিয়ে দেন। আশুলিয়া থানা সংবাদ পেয়ে নিকটস্থ পেট্রোল টিমকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে শিশুটি উদ্ধার করে। পরবর্তীতে একটি পরিবার শিশুটির লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে তাদের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়।

ঘটনা:-৪

বন্দরটিলা, চট্টগ্রাম সিএফএস নং-৯০২৩৮৫৮। ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি: তারিখ সকাল ০৮:৩৪ মিনিটে মাহফুজা বেগম নামের এক নারী বন্দরটিলা, চট্টগ্রাম থেকে কল করে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ কে জানায় যে, বন্দরটিলার জাহাঙ্গীর হোটেলের পাশে ৮ বছরের একটি বাচ্চা ছেলেকে চুরির অপবাদ দিয়ে লোকজন পিলারের সাথে বেঁধে মারধর করছে। ছেলেটির অবস্থা শোচনীয় জানিয়ে তিনি পুলিশের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন। কল টেকার দুলাল দ্রুত ইপিজেড পুলিশ ষ্টেশনের ডিউটি অফিসারকে সংবাদটি জানিয়ে দেন। ডিউটি অফিসার সংশ্লিষ্ট পেট্রোল টিমের এসআই জাহাঙ্গীর আলমকে ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এসআই জাহাঙ্গীর আলম দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে সোহেল হোসেন নামীয় ছেলেটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন এবং পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৬.০ শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নে জননিরাপত্তা বিভাগের চ্যালেঞ্জসমুহ:

- ❖ শিশুর নিরাপত্তায় অধিক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োগ করা প্রয়োজন;
- ❖ শিশুর জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ;
- ❖ চাইল্ড হ্যাপি আওয়ারের আওতায় উন্মুক্ত স্থানে শিশুর খেলাধুলার ব্যবস্থা করার কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- ❖ শিশুর নিরাপদ শৈশব নিশ্চিত করার জন্য আলাদাভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিশেষায়িত গবেষণার প্রয়োজন;
- ❖ শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবলের অভাব;
- ❖ শিশুকেন্দ্রিক উন্নততর প্রশিক্ষণের অভাব;

- ❖ জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে ভিকটিম শিশুদের নিরাপদ আশ্রয় বা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের অভাব;
- ❖ শিশু বা অভিভাবকগণ নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারে এরুপ বিশেষায়িত কার্যক্রমের অভাব।

৭.০ শিশুকেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা	• আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রত্যেক সদস্যের শিশুকেন্দ্রিক উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; • শিশুর প্রতি সহিংসতারোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশুর নিরাপদ জীবন ও সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা; • মাদকের ছোবল হতে শিশুদের রক্ষায় বিশেষ জনসচেতনতামূলক প্রচারণা কাযর্ক্রম গ্রহণ; • “শিশুর নিরাপদ জীবন ও সুরক্ষা” - শীর্ষক আলোচ্যসূচি জেলা ও উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	• শিশু ও মানব পাচার রোধে সীমান্তে ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন; • শিশুর নিরাপত্তা ও তার শৈশব সুরক্ষায় কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর (SOP) প্রণয়ন।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	• প্রত্যেক জেলা পর্যায়ে ভিকটিম শিশুসহ অন্যান্য ভিকটিমদের নিরাপদ আশ্রয়দানের লক্ষ্যে জেলা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা; • শিশু ও মানব পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার ও সীমান্ত সড়ক স্থাপন।

৮.০ উপসংহার

“নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ” রূপকল্পকে প্রাণে ধারণ করে এবং “অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চতকরণ”- এ অভিলক্ষ্যকে নিজ কার্যক্রমে অটুট রেখে জননিরপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের জননিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ শান্তিপূর্ণ জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি শিশুদের নিরাপদ শৈশব ও কৈশর সুরক্ষার কাজে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসমূহ ও স্থানীয় প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ, শিশু পর্ণোগ্রাফি, শিশুর অপব্যবহার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও ইভটিজিং বন্ধের মাধ্যমে শিশুর নিরাপদ বেড়ে উঠা নিশ্চিতে জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক প্রেক্ষাপটের দৃশ্যমান পরিবর্তনে জননিরাপত্তা বিভাগ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

অধ্যায়-১২

তথ্য মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমৃদ্ধ জাতি গঠনের জন্য শিশুদের গড়ে তুলতে হবে। বিনোদনসহ তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অধিকার, নির্যাতন প্রতিরোধ, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন ও বিভিন্ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিশুবান্ধব পরিবেশে বেড়ে উঠা তাদের অন্যতম অধিকার। তথ্য মন্ত্রণালয় শিশুবান্ধব পরিবেশ ও শিশু অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচারধর্মী গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিনিয়ত শিশুদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করছে। জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে নাটক, গান, স্পট, উন্মুক্ত বৈঠক, ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, পল্লী সংগীত উল্লেখযোগ্য। এ সকল কার্যক্রম শিশুদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুতোষ ডকুড্রামা নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া শিশু বিষয়ক নিয়মিত প্রকাশনা: মাসিক নবারুণ এবং অ্যাডহক প্রকাশনা 'বঙ্গবন্ধু সহজপাঠ' মুদ্রণ করে প্রচার করা হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের গণমাধ্যমগুলো বিশেষ কার্যক্রম পালন করে চলেছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯: চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা	সংবিধানের এ অনুচ্ছেদের আলোকে নীতমালাসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ, গণমাধ্যমে প্রচার প্রচারণায় স্বাধীন বিবেক ও চিন্তা চেতনার বিষয় বিবেচনায় রাখা হয়।
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG): শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মত ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ০৬টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচারের মত ঘৃণ্য তৎপরতার অবসানের জন্য সকল প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
	নির্মাণ ও প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ। তাছাড়া, ● মাঠ পর্যায়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, পল্লী সংগীত পরিবেশন, উঠান বৈঠক আয়োজন, স্পট, গান, নাটক করা হয়।
বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৪: শিশুদের সৌজন্যে শিক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, ধর্ম, সমাজ ও জাতীয় জীবনের এবং বিশেষ করে মহাপুরুষদের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে হবে। ছোটদের অনুষ্ঠানে ভাই-বোন, পিতা-মাতা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রতিবেশীদের সাথে শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের প্রতিফলনকে প্রাধান্য দেয়া হবে। ছোটদের অনুষ্ঠানে পরনিন্দা, বিবাদ, কলহের দৃশ্য পরিহার করতে হবে। দেশপ্রেম ও চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা প্রদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।	বাংলাদেশ টেলিভিশন শিশুদের উন্নয়নে ২৮ ক্যাটাগরির ৫০৫টি অনুষ্ঠান সারা বছর প্রচার করছে। এছাড়া শিশুদের উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২১টি অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। বিশেষ দিবসে শিশুদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রচার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ বেতার ২২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ০৬টি ইউনিট শিশুদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশ ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে শৈশবকে সহজ করতে নৈতিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এর মধ্যে রয়েছে মিনা ফোনে-লাইভ, কলকাকলী, রেবা ও তার বিড়াল, শিশুকিশোর মেলা, শিশুমেলা কল্লোল, সবুজ মেলা, কচিকাঁচা, কচিকণ্ঠ ইত্যাদি। নীতিমালার আলোকে বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারে শিশুদের দেশপ্রেম ও চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা প্রদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি এ সকল বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম : ● কিশোর-কিশোরী শ্রোতা ক্লাব গঠনের মাধ্যমে তাদেরকে বেতার ও টিভি'র মাধ্যমে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা; ● কিশোর কিশোরীদের নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা; ● ফিল্ড বেইজ রিপোর্টিং করা; ● স্কুলভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান আয়োজন করা; ● শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান দেয়া

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
	হচ্ছে।
বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৪: ছোটদের অনুষ্ঠানে পরনিন্দা, বিবাদ, কলহের দৃশ্য পরিহার করতে হবে ও চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা প্রদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।	ছোটদের অনুষ্ঠান নির্মাণে পরনিন্দা, বিবাদ, কলহের দৃশ্য পরিহার ও চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা প্রদানের দিকে যথাযথভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান মনিটরিংয়ের বিষয়ে সম্প্রচার নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়।
বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৪: এ নীতিমালার মূল বিষয়সমূহ হলো- ● শিশুদের নৈতিক, মানসিক বা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এমন কোন বিষয় বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। শিশুদের স্বাভাবিক বিশ্বাস ও স্বভাব সুলভ সরলতার সুযোগকে প্রতারণাপূর্বক ও চাতুর্যের সাথে কাজে লাগিয়ে কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য হাসিলের প্রয়াস গ্রহণযোগ্য হবে না। ● বিজ্ঞাপনে শিশুদের দ্বারা বিপদজনক কোন দ্রব্য যেমন-বিস্ফোরক, দিয়াশালাই, পেট্রোল বা দগ্ধকারক দ্রব্য, যন্ত্র বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ইত্যাদি ব্যবহারের দৃশ্য দেখানো যাবে না। ● শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এরূপ দৃশ্য দেখানো যাবে না। ● নারী নির্যাতন, কিশোরীদের উত্যক্তকরণ (Teasing) এবং তাঁদের প্রতি অশোভন অঙ্গভঙ্গী বিজ্ঞাপনচিত্রে প্রদর্শন করা যাবে না।	বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা তদন্তপূর্বক নীতিমালার আলোকে ব্যবস্থা নেয়া হয়।
কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও	কমিউনিটি রেডিওর সম্প্রচার ও পরিচালনার

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	গৃহীত কার্যক্রমসমূহ
পরিচালনা নীতিমালা-২০১৪ : অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হবে না যা- ● শিশুকে অবহেলা করে; ● প্রতিবন্ধীকে অবহেলা করে; ● এ্যালকোহল, মাদক ও ধুমপানে উৎসাহ প্রদান এবং সমর্থন করে।	নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করা হচ্ছে। কমিউনিটি রেডিও'র কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ বেতার, নিমকো এবং পিআইবি'র মাধ্যমে প্রযোজকদের অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন:

৩.১ তথ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিগত তিন বছরে শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, অধিকার, অংশগ্রহণ, বেড়ে ওঠা, নিরাপত্তা, গর্ভবতী মায়ের সেবা, স্যানিটেশন, হাতধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে সমাজে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিগত তিন বছরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তরের মাধ্যমে যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরুপ:

- ❖ বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে শিশুদের দিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ করার জন্য ০৬টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে;
- ❖ শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ২৭০.০০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে;
- ❖ মাঠ পর্যায়ে ৯৮৭৪টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হয়েছে;
- ❖ ৮৮৪২টি পল্লী সংগীত পরিবেশন করা হয়েছে;
- ❖ ১০২৩টি উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে;
- ❖ ২৭টি স্পট, ১০৫টি নাটক করা হয়েছে;
- ❖ স্কুলভিত্তিক ১০১টি এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ৪১০টি কিশোর কিশোরী শ্রোতা ক্লাব গঠনের মাধ্যমে তাদেরকে বেতার ও টিভি'র মাধ্যমে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে;

- ❖ কিশোর কিশোরীদের নিয়ে ১০৭টি বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে;
- ❖ ১৭৭টি ফিল্ড বেইজ রিপোর্টিং করা হয়েছে;
- ❖ ৬টি স্কুলভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে;
- ❖ দেশব্যাপি জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে ৩১২টি শিশু মেলা আয়োজন করা হয়েছে;
- ❖ ৭টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান দেয়া হয়েছে;
- ❖ বেতার, নিমকো এবং পিআইবি'র মাধ্যমে কমিউনিটি রেডিও'র কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য প্রযোজকদের ১১টি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- ❖ শিশুতোষ পত্রিকা 'নবারুণ' প্রতিমাসে ১০,০০০ কপি করে গত ৩ বছরে মোট ৩,৬০,০০০ কপি মুদ্রণ করে সারা দেশে প্রচারিত হয়েছে;
- ❖ দেশব্যাপি নবারুণ মেলা, মীনা মেলা, কন্যা শিশু দিবস মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ❖ বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে শিশুদের জন্য বিনোদনমূলক ও শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান যেমন কলকাকলি, সবুজ মেলা, শিক্ষার্থীদের আসর, আমি মীনা বলছি ইত্যাদি অসংখ্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।

৪.০ তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৯.৮৯	১১.৬৬	৭.৯০
পরিচালন বাজেট	৭.০৪	৬.৪৪	৬.৩০
উন্নয়ন বাজেট	২.৮৫	৫.২২	১.৬০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	০.৯৪	০.৬১	০.৩০
পরিচালন বাজেট	০.৬৭	০.২৭	০.২৯
উন্নয়ন বাজেট	০.২৭	০.৩৪	০.০১
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮,৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.০৩	০.০৫	০.০৪

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.১৯	০.২৫	০.২৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.০০	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.০২	০.০১	০.০১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**৯.৫০**	**৫.২০**	**৩.৮০**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

৫.০ উত্তম চর্চা

একজন নানজীবা'র গল্প

নানজীবা খান। বয়স এখনও ১৮ তে পৌঁছায়নি। কিন্তু একাধারে সে ট্রেইনি পাইলট, সাংবাদিক, নির্মাতা, উপস্থাপিকা, লেখক, ব্রান্ড এ্যম্বাসেডর, বিএনসিসি ক্যাডেট অ্যাম্বাসেডর এবং বিতার্কিক।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট থেকে শিশুদের জন্য অনেকগুলো প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে শিশুদের দিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ, স্ক্রিপ্ট লেখার কৌশল, খবর তৈরি ও উপস্থাপনা কৌশল, সমাজের বিশিষ্টজনদের মুখোমুখি সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ/প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর একজন মিডিয়া কর্মী হিসেবে দক্ষ হয়ে উঠেছেন নানজীবা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সে নিজেকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরার অনুপ্রেরণা পেয়েছে।

বর্তমানে নানজীবা অ্যারিরাং ফ্লাইং স্কুলে ট্রেইনি পাইলট হিসেবে অধ্যয়ন করছে। স্বপ্ন আকাশ ছোয়ার। বিডি নিউজ ২৪ ডট কম (হ্যালো)'র সাংবাদিক, বিটিভির নিয়মিত উপস্থাপক, ব্রিটিশ আমেরিকান রিসোর্স সেন্টারের ব্রান্ড অ্যাম্বাডেসর হিসেবে কাজ করছে। প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা হিসেবে ২০১৫ সালে পেয়েছেন ইউনিসেফের 'মীনা মিডিয়া এওয়ার্ড'।

মাত্র ১৩ বছর বয়সে জীবনের প্রথম স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'কেয়ারলেস' পরিচালনা করেন। জীবনের প্রথম প্রামাণ্যচিত্র 'সাদা কালো' পরিচালনার জন্য ইউনিসেফের 'মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন। আর এটি তৈরি করতে যা টাকা ব্যয় হয়েছে তার সবই ছিল তার টিফিনের জমানো টাকা থেকে। 'গ্রো আপ', 'দি এনস্টিচ পেইন'-সহ আরো কিছু প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করেছে সে নিজে।

নানজীবা'র মতে, স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের চিন্তা তার কখনো ছিল না। বর্তমানে সে কাজ শেখার চেষ্টা করছে। আর এ কাজ শেখার পথকে সহজ করে দিয়েছে, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট-এর বিভিন্ন মেয়াদের কোর্সে অংশগ্রহণ। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট মূলত তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে, নিজেকে নতুন করে চেনার, কর্মক্ষেত্র তৈরির

পরিবেশ দিয়েছে, দিয়েছে চিন্তার গভীরতা বাড়িয়ে। ক্যামেরার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সুন্দর করে তুলে ধরার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এ জন্য তিনি জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

নানজীবা একসময় বাংলাদেশের হয়ে বিশ্বের যেকোন দেশে গিয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। মিডিয়ার একজন সফল ব্যক্তি হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরবে গোটা বিশ্বের সামনে। আকাশে ওড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চায় সে।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- ❖ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহে এককভাবে শিশুদের কথা বিবেচনা করে কার্যক্রম নির্ধারণ করা;
- ❖ শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দের জন্য শিশুদের চাহিদার সুনির্দিষ্ট এ্যাসেসমেন্ট করা;
- ❖ শিশুদের দিয়ে শিশুবান্ধব অনুষ্ঠান নির্মাণে বড়দের অনাগ্রহ;
- ❖ শিশু বাজেট বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
- ❖ শিশুদের ইস্যুভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে অভিভাবকদের অনাগ্রহ;
- ❖ লেখাপড়া নিয়ে শিশুদের অধিক ব্যস্ততা।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনাসমূহ	• শিশুতোষ অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্ব দেয়া হবে; • বাংলাদেশ বেতারের উদ্যোগে আরো ১০০টি কিশোর কিশোরী বেতার শ্রোতা ক্লাব গঠন করা হবে; • কিশোর কিশোরীদের অংশগ্রহণে ২২৫টি অনুষ্ঠান নির্মাণ করা হবে। অনুষ্ঠান প্রচারের পর কুইজের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হবে; • বিটিভি'র মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশু কিশোরদের নিয়ে ২৫টি School Based outdoor অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে; • শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২৫টি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারের ব্যবস্থা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	করা হবে; • শিশু সাংবাদিকদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৫টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; • বেতার, নিমকো এবং পিআইবি'র মাধ্যমে কমিউনিটি রেডিও'র কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য প্রযোজকদেরকে ৮টি প্রশিক্ষণ দেয়া হবে; • নিমকো'র মাধ্যমে বিভিন্ন মিডিয়ার কর্মীদেরকে Internet broadcasting: Internet use and application for Adolescent/Child journalist বিষয়ে ০২টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; • আগামী অর্থবছরে ১,৩০,০০০ কপি শিশুতোষ পত্রিকা 'নবারুণ' প্রকাশিত হবে; • চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১০টি টিভি ফিলার নির্মাণ করা হবে।

৮.০ উপসংহার

প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য একটি সুন্দর সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিশু উন্নয়নে শিশু বান্ধব পরিবেশ ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। বিবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন তথ্য সেবা প্রদানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় পরিকল্পনা অব্যাহত আছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। গণমাধ্যমের সকল শাখায় শিশুতোষ বিষয়ক তথ্য প্রবাহ ক্রমান্বয়ে অবাধ ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে শিশুদের উপযোগী পরিবেশ গঠনে তথ্য মন্ত্রণালয় সচেষ্ট রয়েছে।

অধ্যায়-১৩
আইন ও বিচার বিভাগ

১.০ ভূমিকা

উন্নত ও কাঙ্খিত সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল শিশুকে একটি স্বাভাবিক এবং বাধাহীন পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হতে দেয়ার সুযোগ করে দেয়া। এ ধরণের পরিবেশের একটি দিক হল বিচার প্রার্থী শিশুর বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। শিশুদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ নির্যাতন-সহিংসতা বা অন্য কোন ধরনের নির্যাতনমূলক মানসিক ও শারীরিক কার্যাদি হতে শিশুকে সুরক্ষা প্রদান করা আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। আইন ও বিচার বিভাগ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশলগত পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন অংশিদারগণের মতামত এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-কে গুরুত্ব প্রদান করছে। শিশুদের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ উন্নয়ন সহযোগী বিশেষভাবে ইউনিসেফ-এর সাথে সরাসরি কাজ করছে। এ বিভাগের সকল কাজকর্ম সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন অংশীদারগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়েনের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ এবং অন্যান্য আইনের প্রভাব অনস্বীকার্য।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

জাতীয় নীত/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
শিশু আইন, ২০১৩ এবং শিশু আদালত	• শিশু হিসেবে গণ্য হওয়ার বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে; • শিশু অধিকার কমিটি (CRC) কার্যকরকরণ; • শিশুদের জন্য জাতীয় শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠনকরণ; • জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটি গঠনকরণ; • আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রবেসন অফিসার নিয়োগ; • প্রতিটি উপজেলায় শিশু সহায়তা ডেস্ক স্থাপন; • প্রতিটি জেলা/মহানগরে একটি আদালতকে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের বিচারিক কার্যক্রমের দায়িত্ব

জাতীয় নীত/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
	প্রদান; • শিশু কর্তৃক যেকোন ধরনের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তার বিচার সংশ্লিষ্ট নারী ও শিশু আদালতে প্রেরণ; • শিশু আইনে শিশু নির্যাতন রোধে গৃহীত পদক্ষেপ এবং শিশুদের গ্রেফতার সংক্রান্ত বিধানাবলী চালুকরণ;
টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা **এসডিজি** **লক্ষ্য ১৬:** টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ। **সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ** সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিশুদের সকল অধিকার প্রয়োগের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে এবং অসমদৃষ্টির ক্ষেত্রে অধিকার প্রয়োগ, মামলার সৃষ্ট ও দ্রুত বিচার এবং বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শিশুদের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি।	• শিশু অধিকার কনভেনসন, শিশু আইন, ২০১৩ এবং এতদসংশ্লিষ্ট আইনি বিষয়গুলো কার্যকরকরণ; • আইনি ব্যবস্থায় সহজ প্রবেশাধিকারে আইন ও বিচার বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। কোন শিশু সরকারের কাছে আইনি সহায়তা চাইলে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইনি প্রবেশাধিকারে সহায়তা প্রদান করছে; • বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হয়। এ বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ। উপর্যুক্ত কার্যক্রমগুলি সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং এসডিজি উভয় লক্ষ্যমাত্রায় প্রতিফলন ঘটানো হচ্ছে।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন পদক্ষেপ শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিগত ৩ বছরে শিশুদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

❖ আইন ও বিচার বিভাগ ন্যাশনাল হেল্পলাইন চালু করেছে। এর নাম্বার ১৬৪৩০। এটি বিনা মাসুলে পরিচালিত হয়। আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্ত দপ্তর জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এ হেল্পলাইন পরিচালনা করছে। এ হেল্পলাইনের মাধ্যমে দেশের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ এবং শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর লোককে বিনামূল্যে সপ্তাহের ৭ দিনই ২৪ ঘন্টা আইনি পরামর্শ সেবা প্রদান করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। হেল্প

লাইনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৩২৭ জন শিশুকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে;

- ❖ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১০০৫ জন শিশুকে তাদের মামলা পরিচালনায় সরাসরি আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ আইন ও বিচার বিভাগের আওতায় নির্মিত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহে একটি কক্ষ শিশু যত্নকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিতব্য বিভিন্ন আদালত ভবনে শিশু যত্নকেন্দ্র হিসেবে একটি রুমকে চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❖ যেসকল হতদরিদ্র শিশু আইনের সংস্পর্শে এসেছে তাদের আদালতে আসা যাওয়া এবং এ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ তাদের নগদ সহায়তা প্রদান করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

৪.০ আইন ও বিচার বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
বিভাগের মোট বাজেট	১৬.৫৩	১৫.২৪	১৪.০২
পরিচালন বাজেট	১১.৯৯	১০.৪৩	৯.৭৭
উন্নয়ন বাজেট	৪.৫৪	৪.৮১	৪.২৫
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	০.৭৭	০.৪১	০.১২
পরিচালন বাজেট	০.৫৬	০.৩৭	০.১২
উন্নয়ন বাজেট	০.২১	০.০৪	০.০০
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮,৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.০৬	০.০৬	০.০৬
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.৩২	০.৩৩	০.৪৪
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.০০	০.০০	০.০০
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.০১	০.০১	০.০০
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**৪.৬৬**	**২.৬৮**	**০.৮৮**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.০৬ শতাংশ এবং এর মধ্যে শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের মাত্র ২.৬৮ শতাংশ।

৫.০ উত্তম চর্চা

ছোট্ট শিশু ফিরে পেল তার পরিবার

(ছোট্ট শিশুর অনুরোধে বিচারকের এডিআর সংঘটন)

৫ বছরের সালমান চোখে টলমলে পানি নিয়ে মা, দুই মামি আর ছোট্ট বোনটার হাত ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে কিশোরগঞ্জ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের সামনে। সে তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। সে প্রায় ৫ মাস পর তার বাবাকে দেখছে। ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে গিয়ে বাবার কোলে চড়ে বসতে। তার বাবা-মা পরস্পরকে সকলের সামনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। সে এই অফিসে আগেও একবার এসেছে মায়ের সাথে। অফিসার আন্টি তার মাকে বুঝিয়েছে, তাকে বলেছে বাবা-মার ঝগড়া মিটিয়ে দেবে। তাই আজ সে স্কুল কামাই দিয়ে জোর করে মার সাথে এসেছিল একসাথে বাবা-মায়ের হাত ধরবে বলে। বাবা-মার ঝগড়ায় লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। তার ভয় হচ্ছে, যেমনটা দাদার বাড়িতে দাদী-মা-বাবার ঝগড়া দেখতে হত।

সালমানের মা মোছাঃ আয়শা আক্তার তার স্বামী মোঃ আবু আইয়ুব আনছারীর বিরুদ্ধে যৌতুকের জন্য তাকে নির্যাতন করে দুই সন্তানসহ বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে মর্মে অভিযোগ করে জানান যে, গত ৪ মাস যাবৎ তিনি ২ সন্তানসহ অসচ্ছল বাবার বাড়িতে আর্থিক কষ্টে আছেন। অথচ তার সন্তানের বিত্তশালী পিতা তাদের কোন খোঁজখবর রাখছেন না। পিতা-মাতার নিষেধ অমান্য করে যাকে ৭ বছর আগে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন সেই স্বামী আইয়ুব গত ৩ বছর যাবৎ মাঝে মাঝেই নির্যাতন করে অবশেষে তাড়িয়ে দেন। আজ তিনি স্বামীকে ডিভোর্স দিতে চান। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার তাকে বুঝিয়ে মীমাংসার জন্য রাজি করান। অতঃপর প্রতিপক্ষ মোঃ আবু আইয়ুব আনছারীকে নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি যথাসময়ে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে এসে হাজির হন। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার তাদের বক্তব্য শুনে মধ্যস্থতার চেষ্টা করেন। কিন্তু উভয়পক্ষই এত তিক্ততার ভিতর দিয়ে সম্পর্কটাকে নিয়ে চলেছেন যে তারা আর সংসারে ফেরত যেতে চান না। অথচ দুটি নিষ্পাপ শিশু একবার বাবার দিকে, একবার মায়ের দিকে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে আছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার এই বাচ্চা দুটির দৃষ্টিকে অবহেলা করতে পারেননি। তিনি মীমাংসার শেষ চেষ্টাস্বরুপ উভয়পক্ষকে আরো ১ দিন অফিসে আসতে বললেন। পরবর্তী তারিখের দিন তাদের বিরোধ আরো চরমে। অন্য একটি এডিআর চলাকালীন সময়ে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের বারান্দায় উভয়পক্ষ নিজ নিজ পক্ষের লোকজনসহ ঝগড়ায় জড়িয়ে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের সামনে আদালতে আসা লোকজনের ভিড় জমে যায়। বড় ছেলেটি কাদোঁ স্বরে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারকে আস্তে আস্তে বললো "আন্টি আমার আব্বা-আম্মাকে ঠিক করে দেও"। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের একটানা ২ ঘন্টার চেষ্টায় উভয়পক্ষের মন নরম হলো। এবার সন্তানরা নয়, কাঁদছে তাদের বাবা-মা। তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। তারা নিজেদের পবিত্র ভালোবাসাকে ফিরে পেয়েছে। সালমানের চোখে এখন আনন্দের ঝলকানি।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য শিশু নিরাপত্তা, শিশু সুরক্ষা, শিশুদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান এবং বিচারিক কার্যক্রমে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগকে যেসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় তা নিম্নরূপ:

- ❖ শিশু নিরাপত্তা, শিশু সুরক্ষা এবং বিচারিক কার্যক্রমে শিশুদের সহজ প্রবেশাধিকার শুধুমাত্র আইন ও বিচার বিভাগের ওপর নির্ভর করে না। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে;
- ❖ এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং অন্যান্য কার্যক্রম এককভাবে শিশুকেন্দ্রিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে শুধুমাত্র শিশুদের কথা বিবেচনা করে নির্ধারণ করার সুযোগ কম। শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দের জন্য শিশুদের চাহিদার সুনির্দিষ্ট প্রাক্কলন করা হয় না;
- ❖ শিশুর নিরাপত্তা এবং তাদের উন্নয়নে সরকারি দপ্তরের তদারকির চেয়ে পরিবার এবং সমাজের সচেতনতা এবং যত্ন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত করা একটি সামাজিক চ্যালেঞ্জ;
- ❖ আপোষ-মিমাংসা উৎসাহিত করে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি পদ্ধতি গ্রহণে বিভিন্ন মহলের অনীহা;
- ❖ বর্তমানে বিদ্যমান আদালতসমূহের অবকাঠামো শিশুবান্ধব নয় এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাচ্ছন্দ প্রবেশ উপযোগী নয়। অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার বিচারকগণ তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে শিশু আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিচারে দীর্ঘসূত্রিতার তৈরি হয়। এইরূপ দীর্ঘসূত্রিতা অনেক ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠার পথকে বাধাগ্রস্থ করে।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• বিচার চলাকালীন সময়ে নারী ও শিশু আদালতের সংশ্লিষ্ট আদালত শিশুবান্ধব করা; • নারী ও শিশু আদালতের সংশ্লিষ্ট বিচারকগণকে রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ; • উন্নত দেশের শিশু আদালতের বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন; • বিচারক, প্রবেসন অফিসার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ;

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	• আদালত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ; • শিশু আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি; • দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সরকারি আইন সহায়তা প্রদান; • ২৫টি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; • ১৪টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস এবং ৯৪টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবনে ১টি করে রুম শিশু যত্নের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	• শিশুদের উন্নয়নে চাহিদার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ; • শিশুদের অধিকার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি; • বিচারক, প্রবেসন অফিসার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ; • সরকারি আদালত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ; • শিশু আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি অব্যাহত রাখা; • দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সরকারি আইন সহায়তা প্রদান; • ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং সরকারি ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; • ৪২টি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; • জজ আদালতসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; • উচ্চ আদালত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ; • দেশের সকল জেলা রেজিস্ট্রি অফিস এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবনে ১টি করে রুম শিশু যত্নের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	• জাতিসংঘের শিশুসংক্রান্ত সনদের ভিত্তি এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রার আলোকে শিশুদের উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ; • শিশুদের অধিকার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি অব্যাহত রাখা; • শিশু আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি অব্যাহত রাখা; • বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সময়ে সময়ে শিশু সংক্রান্ত আইন, বিধি, আদালত ব্যবস্থাপনা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি সংস্কার করা; • দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সরকারি আইন সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা;

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	• বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি শক্তিশালী করার জন্য দেশের প্রতি জেলায় এডিআর সেন্টার স্থাপন; • ৬৪টি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনসমূহে শিশু যত্ন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ।

৮.০ উপসংহার

উন্নত রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে সরকার শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অধিকার সুরক্ষা, নিরাপত্তা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পথরেখায় এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য ন্যায় বিচার প্রাপ্তি ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং রুপকল্প-২০২১ এবং রুপকল্প-২০৪১ অর্জনে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক শিশুদের উপযোগী করে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ যেমন- জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের সহযোগিতা পেলে আইন ও বিচার বিভাগ অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারবে।

অধ্যায়-১৪
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

সংস্কৃতি সকল গোষ্ঠী, সমাজ তথা জাতির সর্বস্তরের মানুষের জীবনের সামগ্রিক বিষয়ের প্রতিচ্ছবি। মানুষের প্রতিদিনের জীবন-যাপন ও কর্মপ্রবাহ সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। সংস্কৃতির মূল উপাদান হল: জ্ঞান, বিশ্বাস, আদর্শ, শিক্ষা, ভাষা, নীতিবোধ, আইন-কানুন, প্রথা এবং আরো বহুবিধ বিষয় যার সাহায্যে মানুষ একটি নির্দিষ্ট সমাজ এবং জাতির সদস্য হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে তোলে।

বাংলাদেশ তার সাংস্কৃতিক ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রাখার বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনায় রেখেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি শীর্ষক ২৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে "রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন"।

একটি রাষ্ট্রের আদর্শ সমাজ গঠনে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের ভবিষ্যত নাগরিক শিশুদের সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম। সর্বস্তরে দেশজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, চারু-কারু শিল্প, প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন, নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মকান্ড ইত্যাদির উৎকর্ষ সাধনের জন্য এবং শিশুদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিতকল্পে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

জাতীয় নীতি/কৌশল এবং বর্ণনা	কার্যক্রমসমূহ
জাতীয় সংস্কৃতি নীতি, ২০০৬ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস, শিল্পকলা, ভাষা ও সাহিত্য, লোক ও কারুশিল্প, চারুশিল্প, গ্রন্থ ও	• মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করার লক্ষ্যে এবং তাদেরকে সংস্কৃতিমনস্ক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে সাংস্কৃতিক চর্চা (সংগীত) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

জাতীয় নীতি/কৌশল এবং বর্ণনা	কার্যক্রমসমূহ
গ্রন্থাগার, প্রত্নসম্পদ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদান সংরক্ষণ, প্রচার এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। শিল্প ও সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দকে উৎসাহ প্রদান এবং সৃজনশীল কর্মের স্বত্বাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার সমন্বয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক উপাদান, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	ক্রমান্বয়ে এ কার্যক্রম দেশব্যাপী বিস্তৃত করা হবে; • শিশুদের জন্য নাটক, সংগীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলাসহ এ্যাক্রোবেটিক ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ; • বিভিন্ন জাদুঘর এবং প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনস্থলসমূহে বিশেষ বিশেষ দিবসে শিশুদের জন্য বিনামূল্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ; • বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে শিশুদের সৃজনশীল মেধা বিকাশে সংগীত, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও কবিতা পাঠের আয়োজন; • একুশে বই মেলায় শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশকদের জন্য শিশু কর্ণার করে বিশেষ সেবা প্রদান; • গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক শিশুদের মধ্যে জ্ঞান ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে নানা দিবসে রচনা প্রতিযোগিতাসহ বই পাঠের আয়োজন; • গণগ্রন্থাগারগুলিতে শিশু পাঠকদের জন্য পাঠ উপযোগী পৃথক ব্যবস্থা রাখা; • ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নে বিগত তিন বছরের অর্জনসমূহ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্বস্তরে দেশজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, চারু-কারু শিল্প, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রদর্শন ও সংরক্ষণের বিষয়ে কাজ করে আসছে। বিগত তিন বছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত অর্জন লাভ করা হয়েছে:

❖ বিভিন্ন দিবসসমূহ যেমন: রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী-তে কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, খুলনা, নওগাঁসহ মোট ৪টি জেলার ৩৫টি উপজেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যয় নির্বাহের জন্য গত তিন অর্থবছরে ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে

চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, বই পাঠ ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। গত তিন অর্থবছরে প্রায় ৯৪৫ জন শিশুকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। নজরুল জন্মবার্ষিকীতে মোট ৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, বই পাঠ ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। গত তিন অর্থবছরে এ অনুষ্ঠানে প্রায় ৭৫ হাজার শিশু অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া, গত তিন অর্থবছরে ৪৯৪১ জন শিশুকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ, গত তিন অর্থবছরে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় এবং ৪৮২টি উপজেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায় ১.৫০ কোটি শিশু অংশগ্রহণ করেছে।

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রথম বারের মতো সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত অর্থবছরে ১৮টি জেলার ১৮০টি ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩০টি জেলার ৩০০টি স্কুলে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম চালু করার মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং তাদেরকে সংস্কৃতিমনা মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চলমান অর্থবছরে ৬৪টি জেলার ৮৩৬টি স্কুলে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি স্কুলে একটি হারমোনিয়াম ও এক সেট করে মোট ৪৮০টি হারমোনিয়াম ও ৪৮০ সেট তবলা সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি স্কুলে ছয় মাসের জন্য দু'জন সঙ্গীত প্রশিক্ষক ও যন্ত্রবাদককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৮৩৬টি স্কুলে এ কার্যক্রমে সম্প্রসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের স্ব-স্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, চর্চা, অনুশীলন এবং তাদের বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে পরিচিত এবং সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ১২০০ শিশুকে সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা যেমন: সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, নাটক প্রমিত উচ্চারণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮০০ ও ৮৪৪ জন।

- শিশুদের জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করা লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে ২০,৩৮৭ জন শিশুকে বিনা টিকিটে জাদুঘর এবং প্রত্নতত্ত্ব এলাকা

পরিদর্শনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিদর্শনের সুযোগপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ২৫,৭৭৫ জন এবং ১০,৬৭৬ জন।

৪.০ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৫.৭৬	৫.১	৩.৮৪
পরিচালন বাজেট	৩.১৬	২.৯০	২.৭৬
উন্নয়ন বাজেট	২.৬	২.২০	১.০৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২.০১	১.০২০	০.৬০০
পরিচালন বাজেট	১.১	০.৩৩০	০.২৭০
উন্নয়ন বাজেট	০.৯১	০.৬৯০	০.৩৩০
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮,৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.০২	০.০২	০.০২
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.১১	০.১১	০.১২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.০১	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.০৪	০.০২	০.০২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**৩৪.৯০**	**২০.০০**	**১৫.৬৩**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

শিশুদের অবসর, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার বহুলাংশে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভুক্ত বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়কে শিশু বাজেট প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট জিডিপি'র ০.০২ শতাংশ এবং এর মধ্যে শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ২০.০০ শতাংশ।

৫.০ কেস স্টাডি/উত্তম চর্চা

সংস্কৃতিমনস্ক ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি চর্চা' কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী দু'টি অর্থবছরে ৪৮০টি বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রমের আনা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় চলতি অর্থবছরে ৬৪টি জেলায় ৮৩৬টি বিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি চর্চা' কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বান্দরবন জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয় তেমনি একটি বিদ্যালয় । এ বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা আগে ছিল না। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীই ভালো গান করে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সঙ্গীত শিক্ষায় আগ্রহী। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও ছিল তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। তিনি সব সময় এ প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের খুব প্রশংসা করেন। তিনি জানতে পারেন যে স্কুলে কোনো সংগীতের শিক্ষক নেই এবং শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গান শেখার কোন সুযোগ পাচ্ছে না। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিষয়টি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে 'সংস্কৃতি চর্চা' কার্যক্রম আওতায় একটি হারমোনিয়াম এবং এক সেট তবলার ব্যবস্থা করা হয়। দু'জন গানের শিক্ষকের সম্মানীর ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয় (মাসিক ১৫০০ টাকা এবং ২১০০ টাকা হারে)। শিক্ষকরা নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে একদিন করে ক্লাস নেন। ফলে, শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা করার সুযোগ পাচ্ছে।

৬.০ শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, নাট্যকলা ও সংস্কৃতির সকল শাখার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন এবং প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মানুষকে সংস্কৃতিমনস্ক ও উদার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ

করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশজ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার ও বিকাশের জন্যও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়নে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম হলো:

- ❖ শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা বা পদ্ধতির অভাব;
- ❖ শিশুদের জন্য বাজেটের অপ্রতুলতা এবং নির্ধারিত বাজেটে শিশুবান্ধব বরাদ্দের স্বল্পতা;
- ❖ শিশুদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে অধিকতর সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব;
- ❖ শিশুদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগের স্বল্পতা;
- ❖ অটিস্টিক শিশুদের আলাদা করে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য উপযোগী প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব; এবং
- ❖ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল তথা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনাসমূহ	• শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; • মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম ৮৫০টি স্কুলে সম্প্রসারণ করা; • জাতীয় শিশু সাংস্কৃতিক যুব নাট্য কিশোর ও-প্রতিযোগিতা ও উৎসব আয়োজন; • দেশের বিভিন্ন স্থানে শিশুদের জন্য এ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা; • বিশেষভাবে সক্ষম শিশু প্রতিবন্ধী /অবহেলিত শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ; • বিশেষ বিশেষ দিবসে বিনা টিকেটে শিশুদের জাদুঘর এবং প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনস্থলসমূহে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা;

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	• শিশুদের জন্য র‍্যালি, বই পড়া, রচনা প্রতিযোগিতা ও সেমিনার আয়োজন; • প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং লাইব্রেরীতে তাদের পাঠ-সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।
মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	• দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে পরিষদ কমপ্লেক্স শিশুদের লাইব্রেরি ব্যবহারের জন্য কর্ণার গড়ে তোলা; • শিশু কল্যাণে শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে নানামুখী কর্মসুচি গ্রহণ করা হবে; • ক্রমান্বয়ে সারাদেশে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের সাংকৃতিক চর্চার আওতায় আনা হবে।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	• শিল্প সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য দেশব্যাপী শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; • শিশু-কিশোর জ্ঞান বিকাশের লক্ষ্যে এবং পুস্তক পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রতিটি উপজেলা একটি করে পাবলিক লাইব্রেরি নির্মাণ করা হবে; • শিশু সাহিত্য বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক মননশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি উপজেলা একটি করে শিল্পকলা নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; • শিক্ষার্থীদের সাহিত্য চর্চার লক্ষ্যে স্কুল/কলেজ পর্যায়ে ভবিষ্যতে কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

৮.০ উপসংহার

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী শিশুদের জন্য কল্যাণকর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র উপহার দিতে সর্বদাই সচেষ্ট। জাতীয় সংস্কৃতিনীতির আলোকে নৈতিক, মানবিক, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক মূল্যবোধ শিশুদের মাঝে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আগামীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র উৎসব, বিভিন্ন ধররের প্রশিক্ষণ প্রদান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মানসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অধ্যায়-১৫
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

লেখাপড়ার পাশাপাশি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, সুশৃঙ্খল জীবন গঠন, সুস্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুদের খেলাধুলায় আগ্রহী করে প্রাণ-চাঞ্চল্য ও চিত্ত-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টিতে খেলাধুলার অনস্বীকার্য। এছাড়া, অটিজম ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নেও খেলাধুলা যুগযুগ ধরে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশু বয়সে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খেলোয়াড়দের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তৈরি হয়। অলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস, বিশ্বকাপ ক্রিকেট, বিশ্বকাপ ফুটবল এর মত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদগণ নিজ নিজ দেশের জন্য সম্মান, সুনাম ও গৌরব অর্জন করেন। শিশু বয়স হতে খেলাধুলার সান্নিধ্যে না থাকলে এ অর্জন সম্ভব নয়। ক্রীড়ায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল শিশুর জন্য খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি অপরিহার্য।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

জাতীয় নীতি-কৌশলের আলোকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
Mapping of Ministries by Targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-20) এ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় শিশু সংশ্লিষ্ট ১.২, ৪.১, ৪.৫ এবং ৮.৭ নম্বর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগী মন্ত্রণালয় (Associate Ministry)। এছাড়া, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এর ৫.১, ৬.৩.৩, ৬.৩.৪ ও ৭.২ অনুচ্ছেদে সকল শিশুর জন্য বিনোদন, সুস্বাস্থ্য, মানসিক বিকাশ ও	ক্রীড়ার মাধ্যমে শিশুদের বিনোদন, সুস্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশুদের ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ, স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং অটিষ্টিক বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য দেশব্যাপী ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত/সংস্কার করা হয়।

জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ	কার্যক্রমসমূহ
কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং প্রতিভা অন্বেষণের কথা বলা হয়েছে।	
জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ এর ৬.৫.১০ অনুচ্ছেদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিশেষ শিক্ষা যেমন: ক্রীড়া শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহ হতে শারীরিক শিক্ষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এসব ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষকগণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে নিয়োগের সুযোগ পেয়ে থাকে। এছাড়া, ক্রীড়া পরিদপ্তর হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ সংস্কারের জন্য অনুদান এবং খেলার সামগ্রী প্রদান করা হয়। বিকেএসপিতে শিশু খেলোয়াড়দের নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি করা হয়।
৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে খেলার মাঠ তৈরির কথা বলা হয়েছে।	বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া স্থাপনা এবং সারাদেশে উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কার্যক্রম চলছে।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিকেএসপি গত তিন বছরে বিভিন্ন প্রকল্প এবং পরিচালন বাজেটের আওতায় ৬৫০০ জন শিশুকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, টেবিল টেনিস, তায়কোয়ান্ডো, কারাতে, উশু এবং ভলিবল খেলার অবকাঠামো আধুনিকায়ন এবং হকি টার্ফ ও সিনথেটিক অ্যাথলেটিক টার্ফ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। গত তিন বছরে এখাতে শিশুদের জন্য ৯৭ কোটি ৫০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত 'শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ১৩০টি মিনি স্টেডিয়ামে ব্যাপক শিশু খেলাধুলার সুযোগ পেয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৭৪ কোটি ১১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, রাগবী, জিমন্যাস্টিক, অ্যাথলেটিকস এবং গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। গত তিন বছরে ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবলে ৮৪৭০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন এবং ১১২ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গ্রামীণ খেলায় ৪৮,৩০০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯৬ জন শিশুদের নিয়ে কক্সবাজারে

বীচ ফুটবলের আয়োজন করা হয়। এতে ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। শিশুদের জন্য ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রিকেট, কার্নিভ্যাল, ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

৪.০ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	১৪.৮৯	১৪.৯৯	১০.৩৩
পরিচালন বাজেট	১২.৭৫	১১.৯৪	৮.১৮
উন্নয়ন বাজেট	২.১৪	৩.০৫	২.১৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৩.১৫	১.৭১	০.৭২
পরিচালন বাজেট	২.৭	০.৬৭	০.৩৫
উন্নয়ন বাজেট	০.৪৫	১.০৪	০.৩৭
জাতীয় বাজেট	**৫,২৩২**	**৪,৬৪৬**	**৩,২১১**
জিডিপি	২৮,৮৫৯	২৫,৩৭৮	২২,৫০৫
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	১৮.১৩	১৮.৩১	১৪.২৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.০৫	০.০৬	০.০৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.২৮	০.৩২	০.৩২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হার)	০.০১	০.০১	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার)	০.০৬	০.০৪	০.০২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার)	**২১.১৬**	**১১.৪১**	**৬.৯৭**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

শিশুদের উন্নয়নে অবসর, বিনোদন ও খেলাধুলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এসব কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার বহুলাংশে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভুক্ত বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়কে শিশু বাজেট প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫.০ উত্তম চর্চা

নমিতা কর্মকার: সম্ভাবনাময় নক্ষত্র

বাবা মাখন কর্মকার ও মা চায়না কর্মকারের কিশোরী কন্যা নমিতা কর্মকার। জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকসের বর্শা নিক্ষেপে নতুন রেকর্ড গড়েছে সে। দারুণ ব্যাপার হলো সে একজন হকি খেলোয়াড় হিসেবেও নিজেকে গড়ে তুলেছে। নারী হকিতে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছে এই নমিতা। নমিতা নিজেকে অনেক দূর নিয়ে যেতে চায়। ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল খেলাধুলায়। অ্যাথলেটিকস হয়ে এখন হকিতে। নমিতা ক্রিকেটের মতো হকিতে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে চায় অন্য উচ্চতায়।

নড়াইলের লোহাগড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সে এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। পৌর শহরের কচুবাড়িয়ায় তাদের বাস। সাড়ে সাত শতাংশ জমির ওপর বসত ভিটেটাই সম্বল। বাবা মাখন কর্মকারের বয়স ৬০ বছর। এখন শক্ত পরিশ্রমের কাজ করতে পারেন না। তাই পানের বরজে কাজ করেন। কিন্তু কাজটি মৌসুমি, প্রায় ছয় মাস কাজ থাকে না। তখন পরিবারের সদস্যদের নির্ভর করতে হয় নমিতার মায়ের সামান্য আয়ের ওপর। অবশ্য দু'বছর হলো জ্যাভলিন খেলোয়াড় হিসেবে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনে (বিজেএমসি) যোগ দিয়েছে নমিতা। বেতন সপ্তাহে ১ হাজার ৯০০ টাকা। এই টাকা সংসারের কাজে আসছে। খেলাধুলায় হাতেখড়ি তাঁর বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক দিলিপ চক্রবর্তীর কাছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলা ক্রীড়া অফিস, নড়াইল এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা ও হকি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে তার খেলাধুলায় আগমন। গত বছর অনুষ্ঠিত ৩৪তম জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকসে নমিতা পাদপ্রদীপের আলোয় আসে। বর্শা নিক্ষেপে আগের সব রেকর্ড ভেঙ্গে সে ৩৬ দশমিক ৩৬ মিটার দূরত্ব পার করে। সে প্রতিযোগিতার ডিসকাস থ্রো আর শটপুটেও নমিতা নিজেকে প্রমাণ করেছে।

এরপর ক্রীড়া পরিদপ্তর আয়োজিত প্রতিভাবান নারী হকি খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০১৬-১৭

অর্থবছরে তাকে মনোনীত করে ক্রীড়া পরিদপ্তর। দেশের জাতীয় হকি কোচ এর মাধ্যমে মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আবাসিক হকির এ ক্যাম্পে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখে নমিতা। এ বছর অনুষ্ঠিত নারী হকি প্রতিযোগিতায় সে নড়াইল জেলা দলের হয়ে খেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও ক্রীড়া পরিদপ্তর আয়োজিত প্রতিভাবান নারী হকি খেলোয়াড়দের আবাসিক প্রশিক্ষণে মনোনীত হয় নমিতা। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূলত: তৈরি হয় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী হকি দল। উক্ত দল ঢাকা একাদশ নামে ভারতের কোলকাতা ওয়ারিয়র্সের হকি দলের সঙ্গে আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচে অংশ নেয়। নভেম্বর, ২০১৮ মাসে নমিতা ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়। দেশের প্রথম নারী হকি দলের সদস্য হয়ে সফরকারী ভারতের কোলকাতা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে বাংলাদেশের মেয়েদের সিরিজ জয়ে দারূণ ভূমিকা তার। নিজে গোল তো করেছেই, সতীর্থকে দিয়ে গোল করাতেও জুড়ি নেই নমিতার। ঢাকা একাদশের সেরা খেলোয়াড় ছিল সে। নমিতার এ অর্জন নি:সন্দেহে শিশুদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ:

- ❖ শিশুদের জন্য খেলাধুলার নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতকরণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও কৌশলের সাথে সমন্বয় করে জাতীয় ক্রীড়া নীতি প্রণয়ন করা;
- ❖ শিশুদের খেলাধুলার গুরুত্বের বিষয়ে সকলকে সচেতন করা;
- ❖ সকল শিশুকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করতে মহল্লাভিত্তিক খেলার মাঠ নির্মাণ করা;
- ❖ খেলার সময় শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- ❖ অটিষ্টিক শিশুদের ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ❖ আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে শিশুদের ধরে রাখা;
- ❖ খেলার মাঠ সম্বলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গেইট ছুটির পর এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিন খোলা রাখা;
- ❖ সারাদেশে বিদ্যমান খেলার মাঠগুলিকে অবৈধ দখলদার মুক্ত করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছর	• তৃণমূল পর্যায় হতে ১,৩০০ জন ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণপূর্বক ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; • বিকেএসপির প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নয়ন;

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
	• ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে ১২০টি প্রতিযোগিতার আয়োজন; • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান; • অটিষ্টিক শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ ও খেলাধুলার আয়োজন; • উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়); • অনূর্ধ্ব-১৭ শিশুদের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ফুটবল কাপ টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধু ফুটবল কাপ টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করা।

৮.০ উপসংহার

শিশুদের সুস্বাস্থ্য, মেধার বিকাশ, ভ্রাতৃত্ববোধ, নেতৃত্ব ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে তাদেরকে ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে গড়ে তোলা সকলের দায়িত্ব। অন্যদিকে অটিস্টিক শিশুদের খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করা গেলে তাদের জীবন ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আসবে। সমাজের প্রতিটি শিশুকে খেলাধুলার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং জননিরাপত্তা বিভাগ সম্মিলিত উদ্যোগে পরিকল্পনা গ্রহণ করলে মহল্লাভিত্তিক খেলার মাঠ নির্মাণ করা সম্ভব হবে এবং সকল শিশুকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করা যাবে। খেলাধুলার মাধ্যমে আজকের শিশুরাই ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে দূত হিসেবে ভূমিকা পালনসহ দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।

অংশ-ঘ
উপসংহার

১.০ শিশু বিকাশের পথ মসৃণ করার লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির মূলস্রোত ধারায় নিয়মতান্ত্রিক (systematic) প্রক্রিয়ায় শিশু অধিকারসমূহ অন্তর্ভুক্তকরণে সরকারি সদিচ্ছার প্রতিফলনই হলো এই 'শিশু বাজেট প্রতিবেদন'। এর মাধ্যমে শিশু বিনিয়োগের বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ এবং সে অনুযায়ী ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণে নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে। শিশু বাজেট প্রতিবেদনে জাতীয় নীতি কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপসমূহ, শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে বিগত ৪ বছরের অর্জন, শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি শিশুকেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২.০ শিশু বাজেট প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত মন্ত্রণালয়গুলো শিশুদের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে এবং এ ব্যয়ের গতিধারা কেমন তা প্রকাশিত হচ্ছে। পাশাশাশি, সাংবিধানিক ও নৈতিক বাধ্যবাধকতার আলোকে শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এ ব্যয় পর্যাপ্ত কিনা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ও সঠিক পদ্ধতিতে ব্যয়িত হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করাও সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, এ প্রতিবেদনে শিশু বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের কিছু দুর্বলতা/অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়েছে, যা সম্পদ বন্টন ও কর্মসূচি প্রণয়ন পর্যায়ে বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় নীতি-কৌশল সংক্রান্ত দলিলপত্র যেমন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, সেক্টরাল পরিকল্পনা, শিশু আইন-ইত্যাদির আলোকে শিশু উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক যেসব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন তার বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয়েছে, যা সরকারের শিশু-বান্ধব রাজস্বনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথকে সুগম করবে।

৩.০ বাংলাদেশের সামগ্রিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে দেশের সংবিধান, শিশু আইন এবং বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত শিশুদের অধিকারসমূহ সুরক্ষার ধারাবাহিতকা রক্ষা করা প্রয়োজন। এজন্য শিশুর পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বর্ধিত পরিমাণে সম্পদ সঞ্চালনসহ সকল প্রকার শিশু নির্যাতনের পরিসমাপ্তি, শিশু দারিদ্র্য হ্রাস, শিশুদের প্রতি বৈষম্যের অবসান এবং নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। শিশুদের অধিকারসমূহ সুপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি বাজেট যাতে দক্ষতার সাথে কার্যকর, সুষম ও স্বচ্ছ উপায়ে ব্যবহৃত হতে পারে তা

সর্বাগ্রে নিশ্চিত করা দরকার। এ বিষয়ে জবাবদিহিতার কঠামোও মজবুত করা আবশ্যক। এসব লক্ষ্য অর্জনে প্রথমেই শিশু বঞ্চনা লাঘবকারী সরকারি সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদ সঞ্চালন করতে হবে। পাশাপাশি, শিশু-বিনিয়োগ কাংখিত পর্যায়ে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যেসকল সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা চিহ্নিত করে শিশুসংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব আহরণের উপায় অনুসন্ধান করতে হবে।

০৪. শিশুকল্যাণ কাংখিত মাত্রায় বৃদ্ধির জন্য শিশুদের অধিকার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের মধ্যে একটি কার্যসমন্বয় প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া, শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের যথাপোযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে উন্নয়ন সহযোগিদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। পাশাপাশি, শিশু সংবেদনশীল বাজেট বাস্তয়ান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান সংরক্ষণ ও সঞ্চালনের জন্য একটি যথাপোযুক্ত কাঠামো (Institutional Knowledge Sharing Framework) সৃষ্টি করা আবশ্যক।

০৫. শিশু সংবেদনশীল বাজেট ব্যয়ে সর্বোচ্চ দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য বিলম্ব ও অপচয় রোধসহ বরাদ্দকৃত বাজেট যাতে পরিপূর্ণরুপে ব্যয় হয় এবং তা সেবা সরবরাহ প্রক্রিয়ার দৃশ্যমান উন্নয়ন ঘটায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশু-সংবেদনশীল বাজেটের সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রকৃত অর্থেই একটি ফলাফলভিত্তিক বাজেট কাঠামো সৃষ্টি করা প্রয়োজন যেখানে প্রধান কর্মকীর্তি নির্দেশকসমূহের সময়ানুগ ও নিরপেক্ষ পরিমাপের সাথে বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কযুক্ত থাকবে। এছাড়া, শিশু-সংবেদনশীল সরকারি বাজেট সুবিধা-বঞ্চিত শ্রেণীর অনুকূলে অধিক পরিমাণে ব্যয় করার মাধ্যমে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের উপায় অনুসন্ধান করা দরকার।